উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৬৯৭.২৯ (+৯০.৮৩)
নিফটি : ২৫,৫৪১.৮০ (+২৪.৭৫)

যত কাণ্ড এয়ার ইন্ডিয়ায়
১৪ জুন নয়াদিল্লি থেকে ভিয়েনার উদ্দেশে রওনা দেয় এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৭৭ বিমান। ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ৯০০ মিটার নীচে নেমে আসে। শেষপর্যন্ত অবশ্য বিপর্যয় ঘটেনি। » ৭

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলা
দুর্নীতি হলে আদালত কড়া পদক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। চোখ বন্ধ করেও থাকবে না, ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩৩°	৩৪°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৭°	২৬°

আজ প্রকাশ্যে পদ্মের রাজ্য সভাপতির নাম » ৫

শিলিগুড়ি ১৭ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 2 July 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 45

সাবধানে।। ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় সড়ক পারাপারে সাহায্য। মঙ্গলবার উত্তরকাশীর সিলাই ব্যান্ড এলাকায়।

কোমা'র পথে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় ভেঙে পড়ার মুখে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কাঠামো। প্রশাসনিক অচলাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। আজ প্রথম কিস্তি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : সাহিত্যিক দেবেশ রায় উত্তরবঙ্গকে বলেছিলেন 'ভগবানের আঙিনা'। সেই আঙিনায় শিক্ষার সাত রংয়ের ছবি আঁকার নানা প্রতিশ্রুতির কথা বিভিন্ন সময় শোনা গিয়েছে। জেলায় জেলায় তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। তবে প্রতিটি ক্যাম্পাসেই চরমে উঠেছে বিশৃঙ্খলা। ভেঙে পড়েছে শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামো, লাটে উঠেছে পড়াশোনা থেকে গবেষণা সবকিছুই। প্রশাসকহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দশা হয়েছে ঢালতরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে উপাচার্যহীন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যের অন্যতম পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এই মুহূর্তে রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ামক, কলেজ পরিদর্শক সহ প্রায় একডজন গুরুত্বপূর্ণ পদ ফাঁকা। বন্ধ হয়ে রয়েছে বার্ষিক সমাবর্তন। জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে কাজ চললেও, শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতায় অন্ধকারে হাজার হাজার পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ।

উপাচার্য থাকাকালীন ২০২২-এর ১৯ সেপ্টেম্বর নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য। তারপর থেকেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ছেলেখেলা চলছে। গত প্রায় তিন বছরে ছ'বার উপাচার্য বদল হয়েছে। রাজভবন ও নবান্নের টানাপোড়েনে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগও আটকে গিয়েছে। কিন্তু বাকি যে পদগুলিতে নিয়োগের ক্ষমতা রয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের হাতে সেই পদগুলিও কেন মাসের পর মাস ফাঁকা পড়ে রয়েছে তার সদুত্তর মেলেনি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সচল রাখতে পদক্ষেপ হয়েছে।'

শিক্ষামন্ত্রী দাবি করছেন ঠিকই, তবে বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কথা বলছে। দিলীপকুমার সরকার অবসর নেওয়ার পর ২০২১ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে ফাঁকা পড়ে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী রেজিস্ট্রারের চেয়ার। কখনও শিক্ষক, কখনও কোনও আধিকারিককে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হলেও নির্দেশিকা জারি করে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে রাজ্য। ফলে দৈনন্দিন নিয়মমাফিক কিছু কাজ ছাড়া অস্থায়ী রেজিস্ট্রার থাকা না থাকা কার্যত সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তরের উচ্চশিক্ষার প্রধান স্তম্ভ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শিক্ষা দপ্তর এতটাই উদাসীন যে, সাড়ে চার বছর হতে চললেও স্থায়ী রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

ট্রানজিট রিমান্ডে আনা হল ৩ জনকে

দুষ্কর্মে মায়ের আশকারা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : সন্তানরা ভুল পথে হাঁটতে শুরু করলে তো মায়েরই দায়িত্ব তাকে সঠিক দিশা দেখানো। ছোটবেলায় দুষ্টুমি করলে কমবেশি সকলের হাতে-পিঠে বেতের বাড়ি পরে। কড়া শাসন আর মাতৃস্নেহে আগলে রাখেন তাঁরা। অথচ হিলকার্ট রোডে গয়নার দোকানে ডাকাতির অভিযোগে ধৃত রাহুলকে লুটপাটের সামগ্রী সরাতে সাহায্য করলেন তাঁর মা। শিলিগুড়ি থেকে অপারেশন শেষে উত্তরপ্রদেশের দাঁদন থানা এলাকায় নিজের গ্রামের বাড়িতে না ঢুকে কাশগঞ্জে একটি ভাড়াবাড়িতে ঠাঁই নিয়েছিলেন রাহুল। তাঁর কাছে থাকা সোনা নিতে তাঁরই গ্রামের বাসিন্দা শ্যাম সিং সেখানে আসেন। এসেছিলেন রাহুলের মা কমলেশ দেবীও। একটু একটু করে লুটের সামগ্রী সরাচ্ছিলেন তাঁরা। এমনকি কিছু অংশ একটি দোকানে কমলেশ বিক্রিও করে দেন বলে অভিযোগ।

রবিবার সকালে ছেলের কাছ থেকে সোনা নিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফেরার জন্য অপেক্ষা করার সময় কাশগঞ্জের বাসস্ট্যান্ডে গ্রেপ্তার হন কমলেশ। মঙ্গলবার আলাদা গাড়িতে রাহুল ও শ্যামের সঙ্গেই শিলিগুড়িতে আনা হয় ওই মহিলাকে। গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় মহম্মদ সামসাদ, সাফিক খান ও 'প্ল্যানার' মহম্মদ আসাদকে গ্রেপ্তারির পর থেকে তদন্তে উঠে এসেছিল 'রাহুল' প্রসঙ্গ। যাঁর নাম উত্তরবঙ্গ সংবাদ প্রথম প্রকাশ্যে আনে জুনের ২৮ তারিখ। তাঁকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসাটাও যে সময়ের অপেক্ষা, তা প্রকাশিত হয়েছিল ওই প্রতিবেদনে। জুনের ৮ ও ১৫ তারিখ সোনার দোকানে ট্রায়াল রানে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি গোটা পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাহুলের। ঘটনার দিনও সামনে থেকে অপারেশনে নেতৃত্ব দেন তিনি।

রাহুলের নাম আদতে সুমিত কুমার। দোকানে লুটপাটের পর থেকে এক মহিলা সহ তিনজনের ছবি ভাইরাল হয়েছিল। সেই তিনজনের মধ্যে একজন রাহুল। মহম্মদ সামসাদদের ছবি দেখিয়ে রাহুলকে চিহ্নিত করেন তদন্তকারীরা। পুলিশের হাতে আরও তথ্য আসে। রাহুল এর আগে সোনা লুটের অভিযোগে দীর্ঘদিন বিহারের বেগুসরাই সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন। উত্তরাখণ্ডে তিনি লুট করতে গিয়ে পুলিশের ওপর গুলি চালিয়েছিলেন। রাহুলের বিরুদ্ধে এমন গুচ্ছ তথ্য নিয়ে উত্তরপ্রদেশে শিলিগুড়ি পুলিশের একটি দল যায়। দিল্লিতেও গিয়েছিলে একটি টিম।

গত বৃহস্পতিবার দিল্লি ঘেঁষা উত্তরপ্রদেশের দাঁদনে অভিযুক্তের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। যদিও সেই বাড়ি ফাঁকা থাকায় খালি হাতে ফিরতে হয় তাঁদের।

এরপর দশের পাতায়

পাকড়াও
- রাহুলের নাম আদতে সুমিত কুমার
- এক মহিলা সহ তিনজনের ছবি ভাইরাল হয়েছিল
- সেই তিনজনের মধ্যে একজন রাহুল
- রাহুল এর আগে সোনা লুটের অভিযোগে জেল খেটেছেন

'দাগিদের' সুযোগ, কোর্টে প্রশ্নে এসএসসি

কলকাতা, ১ জুলাই : ফের প্রশ্নের মুখে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের পর শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছিল এসএসসি। কিন্তু সেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলল হাইকোর্ট। ওই প্রক্রিয়ায় অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার কারণ জানতে চাইল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ।

৩০ মে এসএসসির ওই বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত নিয়োগবিধিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলাটি করেছিল যোগ্য চাকরিহারাদের একাংশ। সেই মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন দাগিদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হল?'

নিয়োগে নতুন জট

বিচারপতি ভট্টাচার্যের যুক্তি, এসএসসির ৩০ মে'র বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও বলা নেই যে, অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না। আমার পর্যবেক্ষণে এটা বিজ্ঞপ্তিটির একটা বড় ত্রুটি।' এব্যাপারে শুধু এসএসসি নয়, রাজ্য সরকারের কাছে আগামী সোমবারের মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছে আদালত।

মামলাকারীরা হাইকোর্টে পেশ করা আবেদনে অভিযোগ করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে এসএসসি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ও রুল প্রকাশ করেছে। শুধু অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র নয়, চাকরিহারাদের বয়সের ছাড় কিংবা অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত নম্বর ইত্যাদি কোনও নির্দেশই মানা হয়নি। বিচারপতি ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন,

এরপর দশের পাতায়

পুলিশ-অপরাধীদের সমানতালে তাল ঠোকাঠুকি

আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি রাখছে পুলিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : কেউ অটোমেটিক পিস্তল পুরোটাই ডিসমেন্টাল করে পরিষ্কার করছেন। বিভিন্ন বোল্টে তেল দিচ্ছেন। আবার কেউ রাইফেল তেলে ভেজানো কাপড় দিয়ে মুছে চকচকে করছেন। কেউ আবার টেবিলে কার্তুজ রেখে গুনে নিচ্ছেন। কোনও পুলিশকর্মী আবার কোমরে রাখা পিস্তল মাঝেমাঝেই বের করে একবার দেখে নিচ্ছেন। অভ্যাস না থাকায় কারও আবার বসতে গেলে বা কোনও কাজ করতে গেলে রিভলভারের খোঁচা লাগছে।

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন থানায় গেলে এখন এমনই ছবি ধরা পড়ছে। শহরে একের পর এক দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপের জেরে পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে বের হচ্ছে রিভলভার। কমিশনারেটের নির্দেশে শহরের সমস্ত থানার পুলিশকর্মীদের কোমরে এখন থেকে থাকবে রিভলভার। বিশেষ করে থানার সাদা পোশাকের পুলিশকর্মী এবং রাতের ডিউটিতে থাকা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে সবসময় থাকছে পিস্তল। এর পাশাপাশি ভ্যান ডিউটি, নাকা তল্লাশিতে থাকা পুলিশকর্মীদেরও সঙ্গে অস্ত্র রাখতে বলা হয়েছে।

শহরে এটিএম লুট ও ডাকাতির ঘটনার পরেই কমিশনারেট থেকে নির্দেশিকা এসেছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী, সদর তো বটেই, থানার অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র বের করা হচ্ছে। প্রতিদিন কত অস্ত্র বের হচ্ছে তার তথ্য রাখছেন থানার মালবাবুরা। এরপর সেই তথ্য যাচ্ছে সদর দপ্তরে।

এরপর দশের পাতায়

বারবার দুষ্কৃতীদের নজরে শিলিগুড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতী গ্যাংয়ের নজর এখন শহর শিলিগুড়ির দিকে। এই শহর এখন সফট টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। সোমবার রাতে উত্তরপ্রদেশের একটি গ্যাংকে পাকড়াও করার পর এই কথাটাই খোদ পুলিশ মহল থেকে শুরু করে শহরের আমজনতার মধ্যে ঘুরছে। প্রশ্নটা আরও জোরালো হয়েছে, গত সপ্তাহে বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত একের পর এক ছিনতাইয়ের ঘটনায়।

ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাকি গুয়াহাটির সূত্র পাওয়া গিয়েছে। সোমবার এব্যাপারে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে বলতে শোনা গেল, 'সোনা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছিল। ওই টিমটা গুয়াহাটি থেকে এসেছিল। আমরা গ্রেপ্তার করেছি।' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, বহিরাগত এই গ্যাংগুলোকে কীভাবে আটকানো সম্ভব? পুলিশ কমিশনার বলছেন, 'আমরা সবসময় নজর রাখছি।'

সোমবার রাতে কাওয়াখালি এলাকায় গ্রেপ্তার হওয়া উত্তরপ্রদেশের এই গ্যাং সম্পর্কে একাধিক তথ্য পেয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই গ্যাংটি এর আগে পুরুলিয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিল। সেখানেও ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করেছিল পুরুলিয়া পুলিশ। সম্প্রতি কয়েকদিন ধরে তারা রাঙ্গাপানি এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে হিলকার্ট রোডের সোনা লুট করা গ্যাংয়ের মতোই রেইকি করেছিল। তারপর প্ল্যান মোতাবেক সোমবার রাতে গাড়ি করে তারা মাটিগাড়া এলাকায় বড় ধরনের ডাকাতির জন্য যাচ্ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

পুলিশের আশঙ্কা আরও বাড়াচ্ছে, অভিনব প্রক্রিয়ায় গত সপ্তাহে বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত একের পর এক ছিনতাইয়ের ঘটনা। ছিনতাইয়ের একের পর এক অপারেশন দেখেই তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন, ঘটনায় জড়িতরা এলাকার নয়। ছিনতাইয়ের পরই অভিযুক্তরা যেভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল, তাতে পুলিশের অনুমান ছিল, ওই দুষ্কৃতীরা হয়তো বিহারের। চোপড়া থেকে শহরে একের পর এক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটিয়ে হয়তো বিহারে পালিয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে গত শনিবার ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের টিম ও আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের একটি টিম রাজগঞ্জের ইরানি বস্তি থেকে আরমান গোয়ালা নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেই নাকি গুয়াহাটি-যোগের হদিস পাওয়া যাচ্ছে। আরমান ও তার সঙ্গী এর আগেও দেশের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি গুয়াহাটিতে একই পদ্ধতিতে এক দিনে একাধিক ছিনতাই করে পালিয়ে গিয়েছে। গুয়াহাটিতে ধরা পড়ে তারা জেলও খাটে। এরপরই তাদের নজর পড়ে শিলিগুড়ির ওপর। এই অবস্থায় আরমানের সঙ্গীর খোঁজ করছে পুলিশ। তবে গোটা ঘটনায় একটা বিষয় পরিষ্কার, এই গ্যাংগুলি মূলত শহর সংলগ্ন এলাকায় ভাড়াবাড়িতে আস্তানা গেড়ে অপারেশনের ছক কষছে।

এরপর দশের পাতায়

তদন্ত চলছে
- ধৃত গ্যাংটি এর আগে পুরুলিয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিল
- সেখানেও ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল
- গত কয়েকদিন ধরে তারা রাঙ্গাপানি এলাকায় ঘরভাড়া নিয়েছিল
- আশপাশের এলাকায় রেইকি করেছিল

মাস্কের সংস্থাকে ভরতুকি বন্ধের হুমকি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১ জুলাই : ফের সংঘাত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং টেসলা কর্তা এলন মাস্কের!

আমেরিকায় দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিকল্প দল গঠনের সময় এসেছে বলে মাস্কের মন্তব্যে শুরু হয়েছে ওই সংঘাত। পালটা মাস্কের সংস্থাকে ভরতুকি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। ব্যয় সংকোচন সংক্রান্ত ট্রাম্পের 'বড় সুন্দর বিল' পাশ হলে পরের দিনই 'আমেরিকা পার্টি' নামে নতুন দল গঠন করা হবে বলে টেসলাকর্তা সমাজমাধ্যমে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবিত বিলকে 'রাজনৈতিকভাবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত' বলে সমালোচনা করেছেন মাস্ক।

পালটা নিশানা করে ট্রাম্পের দাবি, ভরতুকির ওপর টিকে রয়েছে মাস্কের সংস্থা। মাস্ক যে পরিমাণ ভরতুকি পেয়েছেন, তার সমতুল নজির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। ভরতুকি না পেলে ব্যবসা বন্ধ করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে মাস্ককে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যেতে হত। তিনি এতটাই ক্ষিপ্ত যে মাস্ককে কতটা খেসারত দিতে হবে, তার বার্তা দিয়েছেন ইঙ্গিতে। ট্রাম্পের কথায়, 'ভরতুকি না পেলে না থাকত রকেট উৎক্ষেপণ, না থাকত স্যাটেলাইট বা ইলেক্ট্রিক গাড়ি!'

ট্রাম্প-মাস্কের মূল সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে 'ইভি ম্যান্ডেট' অর্থাৎ বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য দেওয়া কর ছাড় (৭,৫০০ ডলার)। এই কর ছাড় ও বাইডেন সরকারের ইভি নীতির বরাবর বিরোধিতা করে আসছেন ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, 'ইলেক্ট্রিক গাড়ি ভালো, কিন্তু কাউকে জোর করে সেটা কিনতে বাধ্য করা যায় না। সেই কারণেই আমি বরাবর এর বিপক্ষে।'

এরপর দশের পাতায়

নতুন দল গড়তে চান টেসলা কর্তা

তখন অবশ্য সুখের দিন।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

দখলদারির বিরাম নেই

স্টেশন চত্বরে হোটেল থেকে ছোট দোকান, গাড়ি সাফাইয়ের ব্যবস্থা। এনজেপিতে দখলদারি। আজ তৃতীয় কিস্তি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : খোলনলচে বদলে ফেলা হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের। কিন্তু স্টেশন চত্বরে দখলদারির ছবিটা বদলাতে পারেনি রেল। বিশ্বমানের স্টেশন তৈরি করার জন্য একদিকে অবৈধ দখলদারদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, এই দখলদাররাই আবার স্টেশন চত্বরের অপর অংশে নতুন নির্মাণ করছে। গজিয়ে উঠছে হোটেল থেকে ছোট দোকান। এমনকি রেলের ক্যাম্পাসেই তৈরি হয়েছে গাড়ি পরিষ্কার করার দোকান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, স্থানীয় আইএনটিটিইউসি নেতাদের মদতেই ওই এলাকায় এধরনের নির্মাণগুলি তৈরি হচ্ছে।

রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের মদতে এভাবে কেন্দ্রের জায়গায় অবৈধ নির্মাণ তৈরি হলেও রেল কেন কোনও পদক্ষেপ করল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে শুধু দখলই নয়, গাড়ি ঢুকলে যে তোলা নেওয়া হয় সেই ট্রেন্ডও বন্ধ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে এনজেপি আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি সুজয় সরকারের বক্তব্য, 'যারা আগে ঠ্যালা নিয়ে দোকান করত তারাই বসেছে। নতুন করে কাউকে বসানো হয়নি।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

আগে যে পথে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের এসকালেটারের দিকে প্রবেশ করতে হত সেই পথে প্রচুর হোটেল, আইএনটিটিইউসি'র অফিস এবং দোকান ছিল। স্টেশন চত্বরে কাজ শুরু হওয়ায় এখন প্রবেশপথ বদলেছে। তাই ওই পথে এখন আর যাত্রীরা যাতায়াত করেন না। ফলে হোটেলগুলির একাংশের ব্যবসা মার খেয়েছে। অন্যদিকে, নিকাশিনালা সহ নির্মাণকাজের জন্য হোটেল এবং দোকানগুলির একাংশ ভাঙা পড়েছে। পাশাপাশি শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের কার্যালয়ও ভাঙা পড়েছে। অভিযোগ, শাসকদলের ওই পার্টি অফিস থেকে শুরু করে বেশ কিছু হোটেল নতুন করে অন্যদিকে তৈরি হয়েছে। যে পথে এখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে প্রবেশ করতে হয় এখন সেই দিকে সমস্ত হোটেল সরানো শুরু করেছে। একটি জায়গা দখলমুক্ত হলেও অন্যদিকে নতুন করে রেলের জমি দখল করে হোটেল তৈরি হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

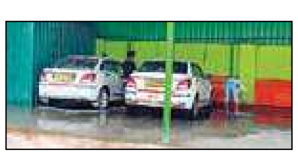

শুভ উদ্বোধন শুভ উদ্বোধন শুভ উদ্বোধন
মাহেন্দ্রক্ষণে জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র প্রভাত মোড়ে আজ উদ্বোধন হতে চলেছে
লক্ষ্মী গেস্ট হাউস
বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে স্মরণীয় এই মুহূর্তে গৌরবময় উপস্থিতিতে উদ্বোধন করবেন
শ্রীমৎ স্বামী বোধসারানন্দজী মহারাজ
সহ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ
গৌরবময় উপস্থিতি
স্বামী নরেশানন্দজী মহারাজ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, সারগাছি
স্বামী শিবপ্রেমানন্দজী মহারাজ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়ি
স্বামী বিশ্বাধারানন্দজী মহারাজ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, শিলিগুড়ি
উদ্বোধনের তারিখ
২ জুলাই, ২০২৫
সময়: সকাল ১১টা
স্থান: লক্ষ্মী টাওয়ার, ৫-৮/৪০, টেম্পল স্ট্রিট (ডি বি সি রোড ক্রসিং), জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
সকলের আমন্ত্রণ রইল
Address: Luxmi Tower, 5-8/40, Temple Street (D.B.C. Road Crossing), Jalpaiguri-735101
Telephone No: (03561) 224333, 9475140433, 8016792579 / Email: jpgluxmiguesthouse@gmail.com

নাতি কোলে টোটো চলে

ঋণের বোঝা কাঁধে জীবনযুদ্ধে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : দশটা হাত নেই। তবুও দশভুজার মতো সামলাচ্ছেন সবদিক। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চলছে। কাঁধে ঋণের বোঝা। দুই নাতি, অসুস্থ স্বামীর দায়িত্বও। ছোট নাতির যখন ১ মাস বয়স, তখন অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল মেয়ের। সেই থেকে জীবনযুদ্ধের ঝড়ঝাপটা থেকে আদরের বড়-ছোটকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বছর পঞ্চান্নর ফুলমালা মৃধা। টোটো চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন তিনি।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন জলেশ্বরীর বাসিন্দা ফুলমালা। বড় নাতির বয়স ১০ আর ছোটজন এখন ১ বছর দুই মাস। মাঝেমধ্যে একজনকে পাশে বসিয়ে, অপরজনকে কোলে বসিয়ে গামছা দিয়ে বেঁধে টোটো চালান। বড় নাতি পাশে বসেই বইয়ের পাতা উলটে দেখে। স্কুল বাদ যায়। এভাবে তো ঝুঁকিও কম নয়। সামান্য দুর্ঘটনা ঘটলে চোট পাবে খুদেরা। কোলে বসে থাকা বাচ্চাটির ক্ষেত্রে তা আরও বিপজ্জনক হতে পারে।

নিজের টোটোতে ফুলমালা মৃধা।

এদিকে, বাড়িতে রেখে গেলেও মুশকিল। বড়জন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। ভাইকে সামলাতে গিয়ে তার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে। পাশাপাশি রয়েছে রান্নাবান্না, ঠিক সময়ে বাচ্চাদের খাওয়ানোর ঝক্কি। তাই রোজ দিনেরবেলায় টোটো নিয়ে বের হতে পারেন না। সব কাজ সেরে রাতের দিকে বের হন। চেষ্টা করেন বড় ভাড়া ধরতে। এই যেমন, বিয়েবাড়ি, স্টেশনে দিয়ে আসা এবং মালপত্র বহন ইত্যাদি। এছাড়া চুক্তিভিত্তিক কাজও করেন। রংয়ের কাজে সাহায্যকারী, নির্মাণশ্রমিক হিসেবে। এত খাটুনির পরও একগাল হেসে বলে ওঠেন, 'দুটো বাচ্চা যেন মানুষের মতো মানুষ হয়। লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়ায়।'

ফুলমালার স্বামীর একটি ছোট্ট দোকান ছিল। রাস্তার দু'পাশে উচ্ছেদ অভিযানে সেটা তুলে দেওয়া হয়। তারপর থেকে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এখন চলাফেরা করা মুশকিল। পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী ফুলমালা। তাঁর কথায়, 'মেয়ে চলে যাওয়ার পরে ভেবেছিলাম, আমিও আর বেঁচে থাকব না। এত কষ্ট, ঋণের বোঝা নিয়ে চলব কীভাবে? তারপর এই দুটো শিশুর দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে এলাম। আমি না হয় জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে ফেলেছি। চলে গেলে আফসোস নেই। কিন্তু সামনে তো ওদের গোটা জীবন পড়ে। আমি চলে গেলে ওদের দেখার কেউ থাকবে না। হাজার কষ্ট হলেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।'

কথা বলার সময় শরীরটা ক্লান্ত লাগছিল মহিলার। জানালেন, আগের দিন রাত ১১টায় বেরিয়ে ভোরে বাড়ি ফিরেছেন টোটো নিয়ে। বিয়েবাড়ির ভাড়া ছিল। এরপর রান্নাবান্না করে বাকিদের খাইয়ে দু'চোখের পাতা এক করতে পারবেন। এই ধরাধামে এমন আরও বহু ফুল নিরন্তর জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের গল্প শুধু তাঁরাই জানেন আর জানে অদৃষ্ট।

চোপড়ায় আটক ৪ সন্দেহভাজন

চোপড়া, ১ জুলাই : এটিএম লুট কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে ৪ জনকে আটক করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে সেই ৪ জনকে আটক করা হয়। তারা সকলেই ভিনরাজ্যের বাসিন্দা বলে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ৪ জন হরিয়ানা থেকে এসেছে। কালীগঞ্জ এলাকায় তারা আড়াই-তিন মাস ধরে বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাস করছিল। এদিন পুলিশ তাদের থানায় তুলে নিয়ে গিয়েছে। আপাতত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে যেহেতু ঘটনার তদন্ত চলছে, তাই এখনই পুলিশকর্তারা বিশদে মুখ খুলতে রাজি নন।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে একের পর এক বড় বড় দুষ্কর্ম করছে বাইরে থেকে আসা দুষ্কৃতীরা। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে এটিএম লুটের পরপরই শিলিগুড়ির চম্পাসারিতে আবার এটিএম লুটের মতো ঘটনা ঘটেছিল। সেসব ক্ষেত্রে বাইরে থেকে আসা দুষ্কৃতীদের যোগসাজশই সামনে এসেছে।

ব্যবসা/বাণিজ্য

ব্যবহার করা ঘরে ফেলে রাখা পুরাতন গ্রহরত্ন খরিদ করা হয়। Ph : 8348687921. (C/117257)

হারানো/প্রাপ্তি

I, Narendra Pratap, my original 10th & 12th qualification certificate of the year 2008-2009 & 2010-2011. 10th Roll No. 5296149 & 12th Roll No. 5704049 has been lost. If found, please Call to 73630-18163. (C/117258)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে D. El. Ed-এ Online ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ - Manoranjan Saha Memorial B.Ed. College, Maynaguri, Jal - 99322-09369. President. (S/C)

কর্মখালি

৯টা থেকে ৯টা (9 AM to 9 PM) শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড লাগবে, বেতন - 12,000/-, M - 8001040040.

•

শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়াতে বাড়িতে কাজের জন্য মহিলা পরিচারিকা প্রয়োজন। ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ। Ph : 96419-17658. (C/116864)

অ্যাফিডেভিট

ভুলবশত আমার রেশন কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, স্কুল ও কাস্ট সার্টিফিকেটে কুমুদ অধিকারী হয়েছে, গত 24/06/2025 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে কুমুদ অধিকারী থেকে কুমুদ রায় অধিকারী হয়েছি। নয়া বাড়ি, দেবী ঠাকুর বাড়ি, জলপাইগুড়ি। (M) : 7365987250. (C/117259)

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সংসার সংগ্রাম, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ জামাই রাজা, সন্ধে ৭.০০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.০০ বোঝে না সে বোঝে না

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ মনসা কন্যা, বিকেল ৩.৫০ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৬.৫৫ লাভেরিয়া, রাত ১০.০৫ রাম লক্ষ্মণ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ পবিত্র পাপী, দুপুর ১.৩০ মানুষ কেন বেইমান, বিকেল ৪.৩০ শত্রু মিত্র, রাত ১০.৩০ তিনমূর্তি, ১.৩০ রিইউনিয়ন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নদিয়া নাগর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গরীবের সম্মান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিশোধ

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২৭ বদলা নাগ কা-থ্রি, দুপুর ১.৪০ ব্রুস লি, বিকেল ৪.২৫ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্টনি, রাত ১০.২৩ অপারেশন জাভা

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.১৯ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৩.১৩ কেশরি, ৫.৩৬ অ্যাটাক, সন্ধে ৭.৩০ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, রাত ১০.২০ সূরয়া

এমএনএক্স : দুপুর ১.৪০ এলিয়েন্স ইন দ্য অ্যাটিক, বিকেল ৩.০৫ লেডি ব্লাডফাইট, সন্ধে ৬.১০ ইনকামিং, সন্ধে ৭.৩০ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার-টু, রাত ৯.০০ শাটার, ১০.২৫ নো এসকেপ

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৩৮ দ্য মেরিন, ২.০২ স্টুয়ার্ট লিটল, বিকেল ৪.৫৮ স্পেকটার, সন্ধে ৭.১৯ সুপারফাস্ট, রাত ৮.৫৪ শার্লক হোমস-আ গেম অফ শ্যাডোজ

দ্য লায়নস রুল রাত ৮.১৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সাথী দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ডক্টরস ডে পর্ব
লাউ নারকেল, ব্ল্যাক শটস তৈরি শেখাবেন ডাঃ উৎসব দাস।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি
দুপুর ১২.১৯ অ্যান্ড পিকচার্স, বিকেল ৪.২৫ জি অ্যাকশন

Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar
e-NIT No 03/SOIL/RAD/ 2025-26 dated 24/06/2025 (https://wbtenders.gov.in)

E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below/at par/above) in Two Cover System (E-procurement) for livelihood improvement Horticulture as site specific activities on cluster basis under Rainfed Area Development & Climate Change (RAD-CC) 2025-26 of Coochbehar District on watershed basis from resourceful & bonafide agencies. Last date of application for tender papers is 03/07/2025 14:00 Hrs. For Details, please visit the site or office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

মালদা ডিভিসনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী

মালদা টাউন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণ সম্পর্কিত প্রি নন-ইন্টারলকিং (২৮.০৮.২০২৫ থেকে ৩০.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) ও নন-ইন্টারলকিং (৩১.০৮.২০২৫ থেকে ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত **আংশিক সংশোধন** করা হয়েছে : (১) ১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫) রামপুরহাট স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করার পরিবর্তে **বাতিল** থাকবে। (২) ১৩০১২ মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫) রামপুরহাট স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করার পরিবর্তে **বাতিল** থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিরাপত্তা নিয়ে উদাসীন প্রশাসন

বালাভূতে শুশুক কমছে নদীতে

শুশুক রক্ষায় বন দপ্তরের তরফে ফলাও করে বসানো হয়েছিল বোর্ড।

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১ জুলাই : পাড়াগাঁয়ের নদীতে শুশুকের দল যে সংসার পাততে পারে তা কস্মিনকালেও ভাবেননি গ্রামবাসীরা। তা-ও আবার বিরল প্রজাতির শুশুক। বর্ষার সময় যেহেতু তাদের বেশি দেখা যায় তাই বর্তমানে প্রায়দিনই তুফানগঞ্জে বালাভূত এলাকার নদীতে ভিড় চোখে পড়ে। পাঁচটি নদীর সংগমস্থল সেটি। ওই নদীতে মাথা উঁচিয়ে তাদের ডুব সাঁতার দেখতে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোক দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে প্রশ্ন হল, ওই শুশুকদের নিরাপত্তা কোথায়? কেন্দ্রীয় রিপোর্ট ইতিমধ্যে সিলমোহর দিয়ে বালাভূতের ওই নদীতে শুশুকের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, বন দপ্তরের তরফে ওই নদীকে তাদের স্থায়ী আবাসস্থলও বলা হয়েছে। তবে সেখানে শুশুকের নিরাপদ বাসস্থান তৈরিতে কোনও পদক্ষেপই করেনি প্রশাসন। ২০২১ সালে সেখানে শুশুক শিকারের একটি ঘটনা সামনে এসেছিল। সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলাও চলছে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। এরপরও বন দপ্তর ফলাও করে শুধু বোর্ড লাগিয়েই দায় সেরেছে বলে অভিযোগ। মাছ ধরার নামে শুশুকের ওপর জেলেদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনও কড়া নজরদারি নেই। এই পরিস্থিতিতে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে বন দপ্তরের উদাসীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহর কথায়, 'শুশুককে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালিয়ে আসছি আমরা। কিন্তু জাতীয় সম্পদ রক্ষায় প্রশাসনের তেমন নজরদারি নেই। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় নদীপথে বিএসএফের নজরদারি রয়েছে বলেই তাদের অস্তিত্বটুকু রয়েছে। না হলে কবেই চোরাচালানকারীদের হাতে মারা পড়ত শুশুক।'

বালাভূতে তোর্ষা, কালজানি, গদাধর, রায়ডাক-১ ও ঘরঘরিয়া নদী এসে মিলেছে। সেখানেই শুশুকের দর্শন মেলে। অন্যান্য জায়গায় নদীতে বছরের অন্য সময় জল অনেকটা কম থাকলেও বালাভূতের ওই নদীতে সারাবছরই জল থাকে। ফলে সেখানেই গড়ে উঠেছে তাদের স্থায়ী আবাসস্থল। ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে সংযোগ বলেই ওই জায়গায় শুশুক এসেছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে স্থানীয়রা বলছেন, আগে দেড় হাজার শুশুক থাকলেও ধীরে ধীরে সেই সংখ্যাটা কমতে শুরু করেছে। এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমান বলেন, 'জেলেদের মাছ ধরার জালে প্রায়শই আটকা পড়ছে শুশুক। কিন্তু তাদের নিয়ে প্রশাসনের কোনও মাথাব্যথাই নেই। শুশুককে ঘিরে বালাভূতে আলাদা পরিচিতি চাইছি আমরা।'

এদিকে বন দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে, শুশুকের নজরদারির জন্য টিম বানানো হয়েছে। কোনওরকম ঘটনা সামনে এলে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও হয়।

> জাতীয় সম্পদ রক্ষায় প্রশাসনের তেমন নজরদারি নেই। সীমান্ত এলাকায় নদীপথে বিএসএফের নজরদারি রয়েছে বলেই শুশুকের অস্তিত্বটুকু রয়েছে। না হলে কবেই চোরাচালানকারীদের হাতে মারা পড়ত শুশুক।
>
> **অরূপ গুহ** *সম্পাদক, ন্যাস গ্রুপ*

কোচবিহারের বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে কোচবিহারে শুশুকের উল্লেখ করা হয়েছে। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমরাও এখানকার শুশুক নিয়ে সতর্ক রয়েছি। স্থানীয় বাসিন্দা ও জেলেদের নিয়ে আমরা সচেতনতামূলক প্রচার করছি। জেলার যে নদীগুলিতে শুশুকের দেখা মেলে সেইসব জায়গায় আমাদের নিয়মিত নজরদারি চলছে।'

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR, POST. K K BARI, DIST. COOCH BEHAR-736179 (WB)
SCHOOL WEBSITE : https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR
WALK-IN-INTERVIEW

PM SHRI Kendriya Vidyalaya BSF Gandhinagar invites eligible candidates to appear for a walk-in-interview in the Vidyalaya premises on **05-07-2025 TGTs Mathematics** at 08.30 A.M. to prepare a panel of teachers to fill up vacancies on purely contractual basis for the Session 2025-26 as per schedule and visit https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in for more details, eligibility and Bio-data form. Filled in Bio-data form with photocopies of all testimonials are to be submitted at the time of registration on the date of interview.
For more information please visit the school website- **https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in**
Or you can call this number : **03582291709**

Principal

আরওবি নির্মাণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিপিএম-জিএসই উ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭, তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ** সিপিএম-জিএসই উ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭। **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনের অধীনে এলসি নং ওএস-৩, লামডিং ডিভিশনের অধীনে ২ এলকে এবং ৩ এলকে নির্মাণের জন্য আরওবি নির্মাণ। আনুমানিক মূল্য ঃ ১৪০,১৮,৬৯,৩৭৩.৬২ টাকা; **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৫; তারিখ ঃ ২৭-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনে এসটিএটিসিওএন সমন্বিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৯,৩০,৯৪৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৫৮,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় বিকাল ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২১-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহক দিয়ে মানুষের সেবায়

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
ছাব্বিসে, দার্জিলিং, পিন-৭৩৪২১৪
শিক্ষামন্ত্রকের অধীন একটি স্বশাসিত সংস্থা
বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ, ভারত সরকার

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, ছাব্বিসে, দার্জিলিং-এ ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, ছাব্বিসে, দার্জিলিং-এ ভর্তি পরীক্ষা (JNVST)র মাধ্যমে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

সাধারণ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য
- ছাব্বিসে, দার্জিলিং-এ অবস্থিত সহ-শিক্ষা আবাসিক বিদ্যালয় (CBSE অনুমোদিত)।
- ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য পৃথক হস্টেলের ব্যবস্থা।
- সায়েন্স ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব, স্মার্ট ল্যাব ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ সুসজ্জিত।
- বিনামূল্যে শিক্ষা, থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- খেলাধুলা ও শারীরিক ক্রীড়া কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান।
- বিভিন্ন সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ ও শিল্প কর্মশালার আয়োজন।
- স্কাউট ও গাইড কার্যক্রম।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য
- মানসম্মত শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, যার ফলস্বরূপঃ
- দশম শ্রেণির (বোর্ড পরীক্ষায়) সেরা ফলাফল
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির সেরা ফলাফল-নন-বোর্ড পরীক্ষায়
- ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে জার্মান ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা।

যোগ্যতা
- যে সকল প্রার্থী দার্জিলিং জেলার প্রকৃত বাসিন্দা এবং দার্জিলিং জেলার সরকারি/ সরকারি স্বীকৃত স্কুলে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত।
- প্রতিটি শ্রেণিতে পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ অধ্যয়ন করেছেন এবং সরকারি/ সরকারি স্বীকৃত স্কুল থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং ০১-০৫-২০১৪ থেকে ৩১-০৭-২০১৬ (তারিখ সহ) এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন।

সংরক্ষণ
- প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে ৭৫% আসন গ্রামীণ এলাকার প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।
- সরকারি নিয়ম অনুসারে SC, ST, OBC এবং দিব্যাঙ্গ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ।
- মোট আসনের অন্তত ১/৩ মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত।

আবেদনের শেষ তারিখ : ২৯-০৭-২০২৫

পরীক্ষার তারিখ : ১১-০৪-২০২৬

রেজিস্ট্রেশন ও বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন :
www.navodaya.gov.in or https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/

Or Scan the QR Code

হেল্প লাইন : ৭৯০৩৪৫৮১৯৮/৭০০১০৮৪৯৭৩/৭০০১৭৬১৬৯৭/৬২০৬৯৮৮১৮৯/৯৮৯৬১৩৬৭৯৬

প্রকাশক : জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, ছাব্বিসে, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ

বিভিন্ন ট্রেনে এসএলআর লিজে-এর লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **বিবরণ ঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিট ঃ** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
৫৫/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএফএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/২	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএপিটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/৪	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/৫	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/৬	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/৭	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/৮	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/৯	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-ডিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/১০	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/১১	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএপিটি-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/১২	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/১৩	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএফএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/১৪	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএপিটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/১৫	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/১৬	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএফএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/১৭	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/১৮	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-ডিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/১৯	১৫৬১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৬
৫৫/২০	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
৫৫/২১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএপিটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ০৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৫০ ঘণ্টা। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যায়কারীকে সমর্থন করে মানসিক অশান্তি। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। **বৃষ :** শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। উত্তেজনায় ক্ষতি হতে পারে। **মিথুন :** সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যে সমস্যা কাটবে। **কর্কট :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। নতুন জমি কিনতে পারেন। **সিংহ :** দূরের কোনও বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। **কন্যা :** আপনার বুদ্ধির ভুলেই কাজ নষ্ট হবে। প্রেমে সমস্যা। **তুলা :** অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। আপনার অলসতায় সমস্যা হতে পারে। **বৃশ্চিক :** সংসারের খুঁটিনাটির বিষয়ে নজর না দেওয়াই ভালো। দাম্পত্যে শান্তি ফেরায় আনন্দ। **ধনু :** সামান্য পেয়েই খুশি থাকুন। আপনার স্বপ্নপূরণে কাছের মানুষ বাধা দিতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। **মকর :** সাংসারিক সমস্যা আপনি নিজেই সমাধান করতে পারবেন। অপত্যস্নেহে অর্থব্যয়। **কুম্ভ :** স্বজনের সঙ্গে অযথা বিতর্ক এবং মনঃকষ্ট। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **মীন :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা সমস্যা তৈরি করতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১১ আষাঢ়, ২ জুলাই ২০২৫, ১৭ আহার, সংবৎ ৭ আষাঢ় সুদি, ৬ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২৪। বুধবার, সপ্তমী দিবা ১।৩১। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ১।২০। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৮।২৭। বণিজকরণ দিবা ১।৩১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।১৪ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১।২০ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১।২০ গতে একপাদদোষ, দিবা ১।৩১ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে দিবা ১।৩১ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৮।২০ গতে ১০।১ মধ্যে ও ১১।৪১ গতে ১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।২০ গতে ৩।৪০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।২২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।৩১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ১১।৪১ মধ্যে ধান্যরোপণ, ধান্যবৃদ্ধিদান, দিবা ১।৩১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সাধভক্ষণ নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন নবান্ন যবশ্রাদ্ধ নবোদকশ্রাদ্ধ কারখানারম্ভ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হারিয়ে যাওয়া ফোন ফেরাচ্ছে শিলিগুড়ি জিআরপি।

সীমান্ত থেকে উদ্ধার

এনজেপিতে ট্রেন থেকে ফোন চুরি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের এসি-টু টিয়ার কামরা থেকে খোয়া গিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের তরুণী ইউটিউবারের মোবাইল ফোন। সামাজিক মাধ্যমে লাইভ ভিডিও পোস্ট করে (ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) এনজেপি এবং শিলিগুড়ির নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছিলেন ওই তরুণী। ওই ভিডিও দেখে টনক নড়ে জিআরপির। ১২ সদস্যের দল গঠন করে দু'দিনের মধ্যে মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ওই তরুণীর মোবাইল উদ্ধার করে নিয়ে এল শিলিগুড়ির জিআরপি। ওই তরুণী অসমে রয়েছেন জানতে পেরে মোবাইল ফোনটি ফেরাতে জিআরপির একটি দল ইতিমধ্যে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। মোবাইল ফেরতের কথা জানতে পেরে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত ওই তরুণী ব্লগার। এবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশের ভালো দিকটাও তুলে ধরবেন বলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছেন। তরুণীর বক্তব্য, 'যখন ফোন চুরি হয়, তখন আরপিএফকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। ফোন ফেরত পাওয়ার কোনও আশা ছিল না। পুলিশ আমার ফোনের খোঁজ করে এত তাড়াতাড়ি ফেরত দিচ্ছে, আমি কৃতজ্ঞ।' শিলিগুড়ি জিআরপির এসআরপি কুঁয়রভূষণ সিংয়ের বক্তব্য, 'ফোন উদ্ধার আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। ফোন উদ্ধার হয়েছে এবং অভিযোগকারিণীকে ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

ওই তরুণী ব্লগার উত্তর-পূর্ব ভারতে ঘুরতে এসেছিলেন। তিনি অবধ-অসম এক্সপ্রেসের এসি-টু টিয়ার কোচে ছিলেন। তাঁর বক্তব্য, ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ ট্রেনটি এনজেপি স্টেশনে এলে আচমকা কয়েকজন তরুণ ট্রেনটিতে ওঠে। বিষয়টি তিনি আরপিএফকে জানান। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। বরং কিছু একটা স্প্রে করে তাঁর প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দামের ফোন চুরি করে নেয় দুষ্কৃতীরা। যথারীতি তাঁর ভিডিওটি ভাইরাল হয়। অনেকেই কমেন্ট বক্সে এনজেপিতে তাঁর মোবাইল ফোন চুরির কথা জানান। এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ভিডিওটি শেয়ার হয় প্রচুর। বিষয়টি নজরে আসে নিউ জলপাইগুড়ি জিআরপির। ঘটনার খোঁজ নিয়ে জিআরপি জানতে পারে আরপিএফের কাছে ওই তরুণী অভিযোগ করেছেন। এরপরেই মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে জিআরপি। দুজন সাব-ইনস্পেক্টর এবং ১০ জন কনস্টেবলকে নিয়ে একটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। পুলিশ জানতে পারে ফোনটি মালদায় রয়েছে। পুলিশের দলটি মালদায় যায়। ফোনটি ট্র্যাক করতে করতে বাংলাদেশ সীমান্তে চলে যায় পুলিশ। একটি জঙ্গল থেকে ফোনটি উদ্ধার হয়। তবে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন একটা বড় চক্র এমন ছিনতাইয়ের সঙ্গে যুক্ত। মূলত মালদা থেকেই পুরো চক্র চালানো হয়। উত্তরের সমস্ত বড় স্টেশনে এজেন্টরা কাজ করে। অধিকাংশই মালদা এবং উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা। মূলত স্টেশন এবং ট্রেনে চুরি, কেপমারিতে যুক্ত দলটি। দলটির সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় কিছু অসামাজিক তরুণ। মোবাইল ফোন চুরির পর তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় মালদায়। সেখান থেকে দু'দিনের মধ্যে তা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। দুই দেশের পাভাদের মধ্যে রয়েছে সেটিং। ফোনের দাম অনুপাতে কমিশন পায় এজেন্টরা। এর আগেও মালদা ও এনজেপির মধ্যে ট্রেন থেকে মোবাইল চুরি হয়েছে। ওই ফোনগুলির লোকেশন প্রথমে মালদা থাকলেও পরবর্তীতে মালদা সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দেখা গিয়েছে। শেষে বাংলাদেশে লোকেশন মিলেছে। ফলে ওই ফোন আর পাওয়া যায়নি। উত্তরপ্রদেশের ইউটিউবারের ফোন চুরির ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় বিষয়টি জিআরপির কাছে প্রেস্টিজিয়াস ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। তাই তড়িঘড়ি টিম গঠন করে ফোনটি উদ্ধার।

উঠছে প্রশ্ন

- এনজেপিতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন থেকে ইউটিউবার তরুণীর ফোন চুরি
- এনজেপি ও শিলিগুড়ির নিরাপত্তা নিয়ে ভিডিওতে সতর্কতা ওই তরুণীর
- মালদার বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ফোন উদ্ধার জিআরপির বিশেষ দলের
- স্টেশন ও ট্রেনে চুরির ঘটনায় মালদায় সক্রিয় চক্র, সাহায্যে স্থানীয়রা

ভালোবাসার বন্ধনে গ্রামেই পাখিরা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১ জুলাই : সাহিত্যে নোবেলজয়ী মরিস মেটারলিংকের কালজয়ী নাটক 'দ্য ব্লু বার্ড'-এর ভাইবোন মিতিল আর তিলতিল সুখের প্রতীক নীল পাখির খোঁজে বেরিয়েছিল। তারা বুঝতে পারেনি সুখের সেই পাখির বাস তাদের ঘরেই। ময়নাগুড়ি ব্লকের বড়গিলা গ্রামের খালপাড়ার বাসিন্দারা কিন্তু সেই 'সুখ' খুঁজে নিয়েছেন নিজেদের গ্রামেই। তাঁদের ভালোবাসায় ধরা পড়েছে পাখিরা।

ময়নাগুড়ি শহর থেকে কিলোমিটার আটেক দূরে খালপাড়া গ্রাম। দশক চারেক আগে গ্রাম থেকে রাখালহাটে যাওয়ার কাঁচা রাস্তার ধারে থাকা বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেয় কয়েকটি বক। স্থানীয় গ্রামবাসীরা সেই থেকেই ওই বকদের যাতে কেউ বিরক্ত না করে সেদিকে কড়া নজর রাখতেন। এমনকি গ্রামে থাকা ওই বাঁশঝাড় কেউ কাটেননি আজ পর্যন্ত।

নিশ্চিন্তে।। খালপাড়ায় আস্তানা গেড়েছে পাখির দল।

এমন করেই কেটেছে বছরের পর বছর। হাতেগোনা কয়েকটি বক আজ সংখ্যায় বেড়ে কয়েকশো। আর শুধু বক নয়, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, নাইট হেরন, শালিক, কাক সহ নানা পাখির আশ্রয়স্থল এই গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা রতন রায়, জীবন রায়রা জানান, প্রতিবছর বৈশাখ মাস নাগাদ গ্রামে একে একে হাজির হয় পাখির দল। গ্রামের বাঁশ বাগানে আশ্রয় নেয় তারা। কয়েকমাস ধরে ঘর বানিয়ে বাচ্চার জন্ম দেয়। তাদের লালনপালন করে বড় করে তোলে। তারপর কেউ পাড়ি দেয় নিজেদের পুরোনো ঠিকানায় আর কেউ থেকে যায় গ্রামে পাকাপাকিভাবেই।

স্থানীয় গ্রামবাসী দুলাল রায়, দেবেশ রায়রা জানান, আগে গ্রামে পাখিদের আস্তানার কথা শুনে পাখিশিকারিরা ভিড় জমাত। তবে গ্রামবাসীদের বাধায় কোনওদিন গ্রামে পাখি শিকার করতে পারেনি তারা। তখন থেকেই পাখিদের রক্ষায় বন্ধপরিকর গোটা গ্রাম। এভাবে দিনের পর দিন গ্রামবাসীর ভালোবাসা পেয়ে পাখিদের স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গিয়েছে খালপাড়া।

স্থানীয় স্কুল পড়ুয়া রূপেশ রায় জন্ম থেকেই পাখিদের প্রতি একটা টান অনুভব করে। রূপেশ জানায়, কেমন যেন আত্মীয়তা তৈরি হয়ে গিয়েছে ওদের সঙ্গে। সেই জানাল, সাতসকালে দলে দলে ওরা দূরদূরান্তের জলাশয়ে চলে যায়। সারাদিন খাবার জোগাড় করে সূর্যাস্তের আগেই ফিরে আসে। প্রতিদিন ভোরে পাখির কলরবে মুখরিত হয়ে থাকে গোটা গ্রাম।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'পাখি সংরক্ষণে গ্রামের এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। আগামীতে গ্রামে আসা পাখিদের দেখতে যাব।'

অন্য উপাখ্যান

- ময়নাগুড়ি শহর থেকে কিলোমিটার আটেক দূরে খালপাড়া গ্রাম
- শুধু বক নয়, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, নাইট হেরন, শালিক, কাক সহ নানা পাখির আশ্রয়স্থল এই গ্রাম
- তাদের যাতে কেউ বিরক্ত না করে সেদিকে বাসিন্দাদের কড়া নজর থাকে
- ঘর বানিয়ে পাখিগুলি বাচ্চার জন্ম দেয়। বড় করে তোলে

গরমে স্বস্তির স্নান। মঙ্গলবার তরিবাড়ির গুলমা নদীতে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিলেন গেটম্যান

গেট খোলা, চলে এল ট্রেন

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১ জুলাই : মদ্যপ অবস্থায় সুইচ রুমের মধ্যে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন গেটম্যান। এদিকে ট্রেন এসে দাঁড়িয়ে আছে সিগন্যালের ওপারে। খোলা রয়েছে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট। ট্রেনচালক প্রায় ১০ মিনিট ধরে জোরে হর্ন দিলেও ঘুম ভাঙেনি গেটম্যানের। পরে গেটম্যানের এক সহকর্মী ওই ব্যক্তির ঘুম ভাঙিয়ে গেট বন্ধ করান। তারপর ট্রেনচালক ট্রেন এগিয়ে নিয়ে এসে সুইচ রুমের সামনে দাঁড়ান। তখন গেটম্যানের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ট্রেনের চালক ও গার্ড।

মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি রোড বাজার লেভেল ক্রসিংয়ে। ডিব্রুগড় থেকে কন্যাকুমারীগামী ডাউন বিবেক এক্সপ্রেস ময়নাগুড়ি রোডে আটকে পড়ে। ঘটনার জেরে ওই গেটম্যানকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ঘটনার জেরে ওই ট্রেনের যাত্রী ও এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। রেলের পদস্থ আধিকারিকরা ময়নাগুড়ি রোড স্টেশনে আসেন।

আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অমরজিৎ গৌতম ওই গেটম্যানের গাফিলতির কথা মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ওই গেটম্যানের মেডিকেল চেকআপ করানো হয়েছে। তাকে কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গেটম্যান গেট বন্ধ না করলেও স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার জন্য সিগন্যাল লাল ছিল। তাই ট্রেন আগেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনায় বিবেক এক্সপ্রেস ওই জায়গায় প্রায় ১০ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল।'

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গেটম্যানের নাম হীরেন্দ্রনাথ রায়। আগে তিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করলেও মাস তিনেক ধরে তিনি চুক্তির ভিত্তিতে রেলের গেটম্যানের কাজ করছিলেন। হীরেন্দ্রর এক সহকর্মী বলেন, কথাবার্তা অসংলগ্ন থাকায় দুপুরেই বোঝা গিয়েছিল হীরেন্দ্র মদ্যপান করেছেন। এরপর তাঁর বদলে ওই জায়গায় অন্য একজনকে দায়িত্ব দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু তার আগেই এই ঘটনা। হীরেন্দ্র শুধু বিবেক এক্সপ্রেসের চালক ও গার্ডের সঙ্গেই বচসায় জড়িয়ে পড়েননি, তাঁর ঘুম কেন ভাঙানো হল, সেই প্রশ্ন তুলে তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপরেও চড়াও হন। তখন স্থানীয়রা তাঁকে উত্তমমধ্যম দেন। খবর পেয়ে এরপর পুলিশ এসে তাঁকে নিয়ে যায়।

ঘটনার সময় ওই স্থানেই ছিলেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা পেশায় বেসরকারি সংস্থার কর্মী মুন্না বণিক। মুন্না বলেন, 'ট্রেনটি এসে

ট্রেনচালকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছেন গেটম্যান।

> ওই গেটম্যানের মেডিকেল চেকআপ করানো হয়েছে। তাকে কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গেটম্যান গেট বন্ধ না করলেও স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার জন্য সিগন্যাল লাল ছিল। তাই ট্রেন আগেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল
>
> **অমরজিৎ গৌতম**
> ডিআরএম, আলিপুরদুয়ার

দাঁড়িয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে হুইসল দিতে থাকে। তখনও গেট খোলা থাকায় সন্দেহ হওয়ায় সুইচ রুমে গিয়ে দেখি গেটম্যান নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। অনেক ডাকাডাকি করেও তাঁর ঘুম ভাঙানো যায়নি। এরপর অন্য এক কর্মী এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে গেট বন্ধ করান।' এলাকার বাসিন্দা দেবদুলাল বৈদ্য, সুবীর সাহা, অসীম বিশ্বাস, শুধধর বর্মন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখে ওই গেটম্যানের দিকে এগিয়ে যান। তখন ওই গেটম্যান তাঁদের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। দেবদুলাল বলেন, 'এই ঘটনায় রেলের গাফিলতিই প্রকাশ্যে এসেছে।'

ঘটনার পর ট্রেনের গার্ড রেলের কন্ট্রোল রুমে গোটা বিষয়টি জানান। এর পরেই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় গেটম্যানের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই গেটম্যানের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি রোড এলাকার বাসিন্দারা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

রক্তদান শিবির নিয়ে দুই গোষ্ঠীর বিরোধ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : ডক্টরস ডে উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে দুটি গোষ্ঠীর কাজিয়া। মঙ্গলবার মেডিকেলের আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকে দুই গোষ্ঠীর পরে দুটি গোষ্ঠী আলাদাভাবে রক্তদান করেছে। পড়ুয়াদের কোনও পক্ষই এনিয়ে মুখ খুলতে চাননি।

ডক্টরস ডে উপলক্ষ্যে আগে থেকেই মেডিকেল কলেজের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়ারা অরাজনৈতিক ব্যানারে (উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ স্টুডেন্টস) রক্তদান শিবিরের জন্য ব্লাড ব্যাংকের অনুমতি নিয়েছিলেন। তাঁরা এদিন সকালে ব্লাড ব্যাংকের সেমিনার হলে রক্ত দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানার লাগিয়ে কিছু চিকিৎসক ওই সেমিনার হলের দখল নিতে চান। তাঁরা বলেন, 'এখানে রক্তদান শিবির করতে হলে আমাদের ব্যানারেই করতে হবে।' এই সংগঠন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত হওয়ায় পড়ুয়ারা প্রস্তাবে রাজি হননি। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই। ছাত্রছাত্রী হিসেবে কলেজে পড়ছি। তাই আমরা অরাজনৈতিক ব্যানারেই রক্তদান শিবির করব।' তাঁরা বিষয়টি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সকে জানান। অভিযোগ, এই দুই মেডিকেল কর্তাই জুনিয়ার ডক্টরস ফোরামের কথা মতো বাকিদের চলার পরামর্শ দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সাধারণ পড়ুয়ারা সেমিনার কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। পরে তাঁরা ব্লাড ব্যাংকে সাধারণ মানুষের মতোই লাইনে দাঁড়িয়ে রক্ত দিয়েছেন। ডিন ডাঃ অনুপম নাথগুপ্ত বলেছেন, 'আমি থাকাকালীন রক্তদান শিবির নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি।'

ব্লাড ব্যাংক অধিকর্তা ডাঃ মৃন্ময় দাস বলেছেন, 'পড়ুয়াদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী, এটা আমার জানা ছিল না। পরে দেখলাম দুটো গোষ্ঠী আলাদা হয়ে গিয়েছে। একপক্ষ সেমিনার কক্ষে রক্তদান শিবির করেছে। সেখানে ৩৬ ইউনিট রক্ত পাওয়া গিয়েছে। আর অপরপক্ষ অর্থাৎ সাধারণ পড়ুয়ারা নীচে লাইনে দাঁড়িয়ে রক্ত দিয়েছেন। সেখান থেকে ৯৫ ইউনিট রক্ত পেয়েছি।'

কী ঘটনা

- ডক্টরস ডে উপলক্ষ্যে আগে থেকেই মেডিকেল কলেজের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়ারা অরাজনৈতিক ব্যানারে শিবিরের অনুমতি নিয়েছিলেন
- তাঁরা এদিন সকালে ব্লাড ব্যাংকের সেমিনার হলে রক্ত দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেন
- কিন্তু কিছুক্ষণ পর ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানার লাগিয়ে কয়েকজন চিকিৎসক ওই সেমিনার হলের দখল নিতে চান

একের পর এক চুরিতে উবেছে রাতের ঘুম

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : একের পর এক চুরির ঘটনায় ত্রস্ত ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। কখনও বাড়ি থেকে চুরি হচ্ছে সাইকেল-সাউন্ড সিস্টেম, কখনও আবার মহিলার গলার চেন ছিনতাই হচ্ছে রাস্তায়, বাড়িতে ঢুকেও চলছে লুটপাট। সেকারণে একটিয়াশাল, শান্তিনগর, হাতিয়াডাঙ্গা, জলেশ্বরীর বাসিন্দারা রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন। পুলিশ অবশ্য পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

ডাবগ্রাম-২ ভক্তিনগর থানার অধীন। বৃহস্পতিবার চুরি হয় দক্ষিণ একটিয়াশালের বাসিন্দা শংকর রায়ের বাড়িতে। তাঁর অভিযোগ, এলাকায় পুলিশের টহলদারি নেই। তাই দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত। সোমবার দক্ষিণ শান্তিনগরে এক বাড়িতে লুটপাটের পাশাপাশি বৃদ্ধকে নির্যাতন করে দুষ্কৃতীরা। সেই পরিবারেরও অভিযোগ, টহল নেই। জলেশ্বরীর বাসিন্দা আনামিকা দাসের বক্তব্য, 'পুলিশের নজরদারি না থাকায় চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা বাড়ছে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। আমাদের রাতের ঘুম উড়েছে। সবসময় সতর্ক থাকতে হচ্ছে। বাড়িতে তালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেও চিন্তায় থাকি, কখন কী ঘটে যায় এটা ভেবে। টহলদারি বাড়ানো উচিত।'

উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দক্ষিণ একটিয়াশালের বাসিন্দা মিলন রায়ও। তাঁর কথায়, 'আশপাশের গলিগুলো অন্ধকারে ঢেকে থাকে। মাঝেমধ্যেই চুরির ঘটনা ঘটছে। পুলিশ কেন পদক্ষেপ করছে না?' তবে পুলিশ সূত্রের খবর, যারা চুরি করছে, তাদের অনেককে শনাক্ত করা গিয়েছে। যদিও এতে উদ্বেগ কাটছে না স্থানীয়দের। প্রায় প্রতিদিন চুরির খবরে চিন্তিত তাঁরা। এ বিষয়ে ডিসিপি ইস্ট রাকেশ সিং বলেন, 'ডাবগ্রাম-২ এলাকায় টহল চলছে। চুরির ঘটনায় অনেককে আটকও করা হয়েছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে টহলদারি আরও বাড়ানো হবে।'

অপহরণে উত্তরপ্রদেশ থেকে ধৃত ১

খড়িবাড়ি, ১ জুলাই : একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াকে অপহরণের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের মুরাদাবাদ থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ আলাউদ্দিন। ওই তরুণ নকশালবাড়ির লালপুলের বাসিন্দা। অপহৃত ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০ মে দুপুর ২টো নাগাদ ওই নাবালিকা অফিকাটিতে টিউশন পড়তে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিল। রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান মেলেনি। পরের দিন খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের হলে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মোবাইলের সূত্র ধরে ২৮ জুন উত্তরপ্রদেশের মুরাদাবাদে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। এরপর মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আলাউদ্দিনের সন্ধান চলতে থাকে। মঙ্গলবার তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'ধৃত মহম্মদ আলাউদ্দিনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। অপহৃত পড়ুয়ার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার গোপন জবানবন্দি নথিভুক্তির প্রক্রিয়াও চলছে।'

চিকিৎসক দিবস

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : তামাকবিরোধী বার্তার সঙ্গে মঙ্গলবার সামসিয়া হাই মাদ্রাসার পড়ুয়ারা চিকিৎসক দিবস পালন করে। প্ল্যাকার্ড হাতে র‍্যালি বের হয়। তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করতে এই কর্মসূচি বলে জানান স্কুলের টিচার ইনচার্জ জিয়াউদ্দিন আলি।

এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর ১৪৩তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। চিকিৎসক দিবস উপলক্ষ্যে বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ। পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফে মাতৃসদনের চিকিৎসকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : ভক্তিনগর থানা এলাকায় তরুণীর ধর্ষণের অভিযোগে মঙ্গলবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণীর সঙ্গে বেশকিছু দিনের পরিচয় বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তির। মঙ্গলবার রাতে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। সেসময় হঠাৎই সেখানে হাজির হন ওই তরুণীর স্বামী। স্ত্রীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরা হয়। এরপর ভক্তিনগর থানার পুলিশ তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

তরুণের অপমৃত্যু, ঘনাচ্ছে রহস্য

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : এক তরুণের অপমৃত্যুর ঘটনায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে চাঞ্চল্য ছড়াল। নর্দমার ওপরে থাকা লোহার সিঁড়িতে দড়ি বেঁধে তিনি ঝুলে পড়েছিলেন। কমল দাস (২১) নামে ওই তরুণ টিকিয়াপাড়ার মজদুর কলোনির বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর বাড়িতে কোনও সমস্যা ছিল না। কী কারণে ঘটনাটি ঘটল সে বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। তারা পুরোপুরিভাবে অন্ধকারে বলে ওই তরুণের বৌদি মোনা দাস জানিয়েছেন।

পেশায় মালবাহী গাড়িচালক কমল প্রতিদিনের মতোই সোমবার রাতে বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়েছিলেন। সকাল ৭টা নাগাদ ঘটনাটির খবর পাওয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

গর্ভবতী হাতির দেহ উদ্ধার বামনপুকুরিতে

হাতির দেহ।। একটি গর্ভবতী হাতির দেহ উদ্ধার হল বামনপুকরি রেঞ্জের সুখিয়াখোলা এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে সুখিয়াখোলায় জলাধারের পাশে হাতিটিকে পড়ে থাকতে দেখেন বনকর্মীরা। তড়িঘড়ি পশু চিকিৎসকদের খবর দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২৫ বছরের গর্ভবতী হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে। তথ্য : তমালিকা দে, ছবি : দীপেন্দু দত্ত

ছোবলে জখম

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : রান্নাঘরে চা বানাতে গিয়ে সাপের ছোবলে জখম হল এক নাবালিকা। ঘটনার জেরে মঙ্গলবার ফুলবাড়ির পশ্চিম ধনতলার চুনাভাটি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। জখমের নাম পিংকি সরকার (১৩)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাবার জন্য চা বানাতে রান্নাঘরে গিয়েছিল পিংকি। কিন্তু রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডারের পেছনে যে গোখরো রয়েছে, তা সে দেখতে পায়নি। চা বানানোর সময় হঠাৎ করে সাপটি পিংকির পায়ে ছোবল মারে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। ফুলবাড়ি ব্যাটালিয়ন মোড়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা গোখরোটিকে উদ্ধার করেছেন।

প্রতিবাদ মিছিল

বাগডোগরা, ১ জুলাই : কলকাতার আইন কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল কমিটির তরফে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে একটি মশালমিছিল করা হয়। ছিলেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি অরিজিৎ দাস প্রমুখ।

ছাত্র সংঘর্ষ

নকশালবাড়ি, ১ জুলাই : ছাত্রদের দুই দলের সংঘর্ষে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকা রণক্ষেত্রের রূপ নিল। মঙ্গলবার নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন দুপুরে জনবহুল রাস্তার মাঝে সংঘর্ষ চলে। যার ফলে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সংঘর্ষের ভিডিও ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এদিন প্রায় ১০ থেকে ১৫ জন ছাত্র ফিল্মি কায়দায় পরস্পরকে কিল, ঘুসি মারছিল। পোশাক দেখে বোঝা যায় তারা নন্দপ্রসাদ হাইস্কুল ও নকশালবাড়ি নেপালি হাইস্কুলের পড়ুয়া। আশপাশের বাসিন্দারা চিৎকার করলেও কেউ পাত্তা দেয়নি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তারপরেও মারধর চলতে থাকে।

অনেকেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে এই দৃশ্য দেখলেও কেউ কাছে যাননি। পরে এক পক্ষের পড়ুয়াদের আরও সঙ্গীসাথী এলাকায় দৌড়ে এলে অপর দল এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। যদিও এ নিয়ে নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নীতীশ ঘোষ বলেন, 'আমার ঘটনাটি জানা নেই, তবে দ্রুত এই নিয়ে আমরা মিটিং ডেকে ব্যবস্থা নেব।' স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, বিষয়টি দ্রুত স্কুল কর্তৃপক্ষদের দেখা উচিত। স্কুলের সময়ে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পড়ুয়াদের জমায়েত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। সারাদিন গল্পগুজব ও সিগারেটের টান চলতে থাকে। তার সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় কথাবার্তার ফোয়ারা চলে। স্থানীয়দের দাবি, একাধিকবার স্কুলে ফোন করে জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এলাকার এক বাসিন্দা প্রবীর বিশ্বাস বলেন, 'পড়ুয়ারা আজকাল অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে একে অন্যকে আক্রমণ করে। কোনও ভালো কিছু শুনতেও চায় না। এক্ষেত্রে স্কুলের শিক্ষক থেকে অভিভাবক সকলকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।'

নকশালবাড়ি

প্লাস্টিক বর্জনে সচেতনতায় জোর চাকুলিয়ায়

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১ জুলাই : প্লাস্টিকে হাঁসফাঁস দশা চাকুলিয়ার। যেখানে-সেখানে প্লাস্টিকের স্তূপ। বর্ষা নামলে পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর। প্লাস্টিকের নানা সামগ্রীতে জল জমে তৈরি হয় ডেঙ্গির আঁতুড়। পরিবেশ দূষণ তো হয়ই। পরিস্থিতি বদলে শেষপর্যন্ত অভিযান শুরু করল চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতই।

শুধু ক্যারিব্যাগ বাজেয়াপ্ত বা জরিমানা ইত্যাদি অভিযানে সমস্যার আমূল সমাধান সম্ভব নয় বুঝে সচেতনতা সৃষ্টির পথে হাঁটল পঞ্চায়েত। মঙ্গলবার বিভিন্ন বাজার ও জনবহুল জায়গায় এই অভিযান চলে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খোদ প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন। পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যরা তো ছিলেনই।

প্লাস্টিকের অতিরিক্ত ও অপরিকল্পিত ব্যবহার চাকুলিয়ার পরিস্থিতি ভয়াবহ করে তুলেছে। এই অভিযানে প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে কাপড়ের ব্যাগ, কাগজের প্যাকেট ও পচনশীল উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দোকানদারদের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যাগ বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতের এই অভিযানে সাড়া দিয়েছেন ব্যবসায়ীরাও।

স্থানীয় ব্যবসায়ী সঞ্জয় সাহা বলেন, 'আমরাও চাই প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ হোক। প্লাস্টিক ব্যবহারের অভ্যাস পালটাতে হলে প্রশাসনের উচিত লাগাতার প্রচার করা। শুধু দোকানদারদের উপর দায় চাপিয়ে বসে থাকলে চলবে না।' চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন বলেন, 'প্লাস্টিক বর্জনের অভিযান আগেও অনেকবার হয়েছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলাই এবারের অভিযানের লক্ষ্য।'

স্থানীয় বাসিন্দারা এই অভিযানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধর জানান, চাকুলিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতেও এই অভিযান চালানো হবে। প্রশাসনিকভাবে লাগাতার এই কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নেশাচক্রে জেরবার

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ শিলিগুড়ির ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের নদীর চর এলাকা। বিদ্যাচক্র কলোনিতে নদীর পাড় থেকে শুরু করে লক্ষ্মী কলোনির নদীর পাড়- সব জায়গায় একই ধরনের পরিস্থিতি। অভিযোগ, বিকেলের পর থেকে এই অঞ্চলগুলিতে শুরু হয়ে যায় নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য। পুলিশ কখনও তল্লাশি করতে গেলে তারা নদীতে নেমে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালালেও বাস্তবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। সন্ধে হতেই নেশাগ্রস্তরা নদীর চরে ভিড় জমাতে শুরু করে। পরিস্থিতি দেখে ক্ষুব্ধ ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাসও। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এলাকায় সচেতনতা অভিযান চালাচ্ছি। পুলিশ ও প্রশাসনকে বলেছি। যারা দিনের পর দিন এই দৌরাত্ম্য চালাচ্ছে, তাদের কোনওভাবেই ছাড় দেওয়া যাবে না, কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।'

বিদ্যাচক্র কলোনি হয়ে লক্ষ্মী কলোনি যাওয়ার পথে নদীর পাড়ে চলে ওই নেশার আসর। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'সন্ধের পর নদীর পাড় এলাকায় যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই তো স্বাভাবিক।' শুধু পুলিশি অভিযান নয়, ওয়ার্ড স্তরে সচেতনতা প্রয়োজন বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। এলাকার বাসিন্দা মাধবী দাস বলেন, 'এলাকায় যেভাবে দৌরাত্ম্য বাড়ছে, তাতে সমস্যা বেড়েই চলবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বড্ড গরম।। *শিলিগুড়ির কাছে শিমুলবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন হলদিবাড়ির অনিমেষ রায়।*

হাসপাতাল থেকে রোগী যাচ্ছে চেম্বারে

প্রসূতি বিশেষজ্ঞকে 'ধমক' বৈঠকে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : জেলা হাসপাতাল থেকে রোগীকে চিকিৎসক চেম্বারে নিয়ে যাচ্ছেন। অথবা গরিব পরিবারের কেউ একটু জটিল রোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। বিশেষ করে প্রসূতি বিভাগে এমন ঘটনা বাড়ছে। এমন অভিযোগ খোদ জেলা স্বাস্থ্যকর্তার কাছেই পৌঁছেছে। এসব বন্ধ করতে গিয়ে চিকিৎসকদের কড়া ভাষায় ধমক দিলেন দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। জেলা স্বাস্থ্যকর্তার এমন ভূমিকার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকরা মঙ্গলবার হাসপাতাল সুপারের কাছে প্রতিবাদপত্র দিয়েছেন। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের বক্তব্য, 'রোগীকে হাসপাতাল থেকে চেম্বার, নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া, একটু জটিল রোগী দেখলেই মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হচ্ছে। এসব কেন হবে? হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক রয়েছেন। চিকিৎসার সমস্ত পরিকাঠামো রয়েছে। তার পরেও এসব ঘটনা ঘটছে। সেই জন্য আমি সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছি।' প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে কেউ ভুল বুঝিয়েছেন। আর সেটা নিয়েই তিনি বৈঠকের মধ্যেই দুর্ব্যবহার করেছেন। এটা অনুচিত।

প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য সোমবার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে প্রসূতি বিভাগের সমস্ত

একনজরে

হাসপাতাল থেকে চেম্বারে রোগী নিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসক, বক্তব্য স্বাস্থ্যকর্তার

পরিকাঠামো থাকার পরেও কেন মেডিকেলে রেফার, প্রশ্ন ওই স্বাস্থ্যকর্তার

বৈঠক চলাকালীন প্রসূতি বিভাগের বিশেষজ্ঞকে ধমক, প্রতিবাদে চিকিৎসকরা

চিকিৎসক, হাসপাতালের অন্য আধিকারিকরাও ছিলেন। ওই বৈঠকে হাসপাতালে প্রতি মাসে গর্ভবতী মহিলা ভর্তি, সন্তান প্রসব, প্রসবকালীন মৃত্যু সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এই সভাতেই হাসপাতালে একটি ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সূত্রের খবর, বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সরাসরি হাসপাতালের সবচেয়ে প্রবীণ প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডাঃ পারশ নাথের সমালোচনা করেন। তাঁর নেতৃত্বে এই বিভাগে অনেক অনিয়ম চলছে বলে অভিযোগ করেন ওই স্বাস্থ্যকর্তা।

তিনি বলেন, হাসপাতাল থেকে রোগীকে বেসরকারি হাসপাতাল অথবা ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেক সময় রোগীকে সঠিকভাবে চিকিৎসার চেষ্টা না করেই মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হচ্ছে। এটা কেন হবে? এখানে তো প্রসূতি বিভাগে পর্যাপ্ত চিকিৎসক রয়েছেন। এখানে সমস্ত চিকিৎসার পরিকাঠামোও তৈরি রয়েছে। তার পরেও কেন রেফার হচ্ছে? এসব নিয়ে তো রাজ্য থেকে অনেক কথা শুনতে হচ্ছে। বৈঠকে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেছেন, 'হাসপাতাল থেকে রোগীকে নার্সিংহোম, প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ হাওয়ায় ভেসে বলছি না। আমার কাছে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। এসব বরদাস্ত করা হবে না।'

এই ঘটনার প্রতিবাদে হাসপাতাল সুপারকে চিঠি দিয়েছেন প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকরা। সেখানে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক যেভাবে একজন প্রবীণ প্রসূতি বিশেষজ্ঞকে অপমান করেছেন তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তবে ঘটনা নিয়ে ডাঃ পারশ নাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'তেমন কিছু হয়নি।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ সেলিমের

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে এসে অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর অভিযোগ, 'কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যক্ষরা ঠুঁটো জগন্নাথ। আদতে কলেজ চালাচ্ছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। যার ফলে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, হুমকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের।' আরজি কর হাসপাতালের পর কসবার আইন কলেজের ঘটনার প্রেক্ষিতেই এই মন্তব্য করেন তিনি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে কীভাবে তৃণমূলের ছাত্র নেতারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সেলিম। পাশাপাশি আরও জানান, তৃণমূলের মদতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন তোলাবাজ, গুন্ডাদের আখড়া হয়ে উঠেছে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সেলিম বলেন, 'থ্রেট কালচার চলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে।' তৃণমূলের পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধেও ধর্ম, জাতপাত নিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। তাঁর অভিযোগ, ভিনরাজ্যে বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে বাঙালিদের হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে।

নারী সুরক্ষা, দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য মিছিল ও সভা করছে সিপিএম। ৪ জুলাই এই দাবিতে শিলিগুড়ি পুরনিগম অভিযান করবে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছি। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লাগাতার প্রতিবাদ সভা, মিছিল চলবে।'

এদিন রাজ্য সম্পাদকের উপস্থিতিতে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির নয়জনের নতুন সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

গয়না চুরি

বেলাকোবা, ১ জুলাই : গৃহস্থ বাড়ির কালী মন্দিরে চুরি। সোমবার রাতে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা অঞ্চলে তালমার নিধনপাড়ায় সজল দে'র বাড়ি সংলগ্ন কালী মন্দিরে বিগ্রহের গা থেকে সোনার গয়না চুরি যায়। সজলের ছেলে সুজয় জানিয়েছেন, 'ঘুম থেকে উঠে সকালে ঠাকুর প্রণাম করতে গিয়ে দেখি মন্দিরের দরজা খোলা। ভাবি, হয়তো বাবা মন্দিরের দরজা খুলেছেন। এরপর প্রণাম সেরে চলে যাই।' দুপুরে সজল পুজো করতে গিয়ে দেখেন, ঠাকুরের কপালে টিপ ও টিকলি নেই। কানের একজোড়া দুলও পাওয়া যাচ্ছে না।

সম্পাদকমণ্ডলী গঠন নিয়ে মতবিরোধ

সেলিমের সামনে হইচই সিপিএমে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : নতুনদের সুযোগ করে দিতে হবে, সেই যুক্তিতে সিপিএমের নানা কমিটি থেকে বাদ পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ অনেক নেতার নাম। এসএফআই, ডিওয়াইএফআইয়ের মতো গণসংগঠনগুলিতেও নতুনদের সুযোগ করে দিতে পুরোনো নেতাদের বিদায় জানানো হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই 'বুড়ো'দের ভার ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে না দার্জিলিং জেলা সিপিএম। মঙ্গলবার দলের সম্পাদকমণ্ডলী গঠনেও সেই প্রবীণদেরই ভিড়। আর সেটা নিয়েই এবার গর্জে উঠলেন জেলা কমিটির সদস্যরা। কেন বারবার বয়স্কদেরই সম্পাদকমণ্ডলীতে ঠাঁই দেওয়া হচ্ছে, কেন নতুন প্রজন্ম সুযোগ পাচ্ছে না, শিলিগুড়ি শহর থেকেই বা প্রতিনিধিত্ব কম কেন? দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের উপস্থিতিতে জেলা কমিটির বৈঠকে এই প্রশ্নগুলি তুললেন অনেকেই। আর এতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির বৈঠক।

অশোক ভট্টাচার্যকে কেন দলের সমস্ত কর্মসূচি থেকে ব্রাত্য করে রাখা হচ্ছে, এদিন রাজ্য সম্পাদককে সেই প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি বৈঠক শেষ করে দেন সেলিম। দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক অবশ্য বলেছেন, 'দলীয় নীতি মেনেই নতুন সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। কোথাও কোনও মতপার্থক্য নেই।'

এদিন সেলিমের উপস্থিতিতেই শিলিগুড়ির অনিল বিশ্বাস ভবনে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে দলের সদ্য গঠিত জেলা কমিটির ৪০ জন সদস্যের প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে জেলা সম্পাদক সমন পাঠক ন'জনের প্রস্তাবিত সম্পাদকমণ্ডলী পেশ করেন। সেই তালিকায় সমন পাঠক, গৌতম ঘোষ, ঝরেন রায়, নুরুল ইসলাম, দিলীপ সিং, জয় চক্রবর্তী, শুষমা লাকড়া এবং পাহাড় থেকে কেবি ওয়াত্তার, শচীন খাতি রয়েছেন। এই তালিকা কানে পৌঁছোতেই সভাস্থলে ক্ষোভ ছড়ায়।

দলীয় সূত্রের খবর, পুরোনো কমিটিকেই রেখে শুধুমাত্র চা বাগানের নেত্রী শুষমা লাকড়াকে সম্পাদকমণ্ডলীতে নেওয়া হয়েছে। শুষমা লাকড়া জেলায় পরিচিত মুখ নয়। পাশাপাশি পাহাড়ের নেতা শচীন খাতি গত সম্পাদমণ্ডলীতে থাকলেও তাঁর ভূমিকা নিয়ে দলেই বহু প্রশ্ন উঠেছিল। অথচ তাঁকে আবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। মণি থাপা, স্নিগ্ধা হাজরা, মুকুল সেনগুপ্তের মতো দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া নেতা-নেত্রী এবং সৌরভ দাস, সৌরভ সরকার, সৌরাশিস রায়ের মতো অনেক যোগ্য তরুণ থাকলেও তাঁদের এবারও ব্রাত্য রাখা হয়েছে। অভিযোগ, বিগত সম্পাদকমণ্ডলী গঠনের সময়ও অসুস্থতার অজুহাতে মুকুল সেনগুপ্তকে নেওয়া হয়নি।

সাংবাদিক সম্মেলনে মহম্মদ সেলিম। মঙ্গলবার।

প্রশ্ন বহু

অশোক ভট্টাচার্যকে কেন সমস্ত কর্মসূচি থেকে ব্রাত্য করে রাখা হচ্ছে

কেন বারবার বয়স্কদেরই সম্পাদকমণ্ডলীতে ঠাঁই দেওয়া হচ্ছে

শিলিগুড়ি শহর থেকেই বা প্রতিনিধিত্ব কম কেন

দলীয় নীতি মেনেই নতুন সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। কোথাও কোনও মতপার্থক্য নেই।

সমন পাঠক, জেলা সম্পাদক

অথচ তিনি সুস্থ এবং নিয়মিত দলের কাজকর্ম করছেন। এসব নিয়ে সভায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পাহাড়ে সংগঠন কার্যত কিছুই নেই। তা সত্ত্বেও কেন পাহাড় থেকে দুজনকে সম্পাদকমণ্ডলীতে রাখা হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন একাধিক নেতা। শিলিগুড়ি শহর থেকে সম্পাদকমণ্ডলীতে সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়েও প্রশ্ন ওঠে সভায়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির পাহাড়ে আলাদা জেলা কমিটি রয়েছে। সিপিএমেও আলাদা পার্বত্য শাখা তৈরি করে সেখানে পাহাড়ের নেতাদের দায়িত্ব দেওয়ার দাবিও উঠেছে এদিন।

বয়সের কারণে বিমান বসুকে কমিটি থেকে সরালেও দলে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। অথচ অশোককে কোনও বৈঠক, জনসভাতে ডাকাই হয় না, ডাকলেও তাঁকে বলতে দেওয়া হয় না।

কেন তা হচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলে এদিন সভায় কার্যত হুলুস্থুল করেন কয়েকজন নেতা। অশোককে ব্রাত্য করে রাখায় যে দল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেকথাও উদাহরণ দিয়ে বলেন তাঁরা। বৈঠকে একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়ে তড়িঘড়ি প্রস্তাবিত কমিটির অনুমোদন দিয়ে সভা ছাড়েন সেলিম।

অবৈধ নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১ জুলাই : পুকুর ভরাট করে অবৈধ নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ দিল খড়িবাড়ি ব্লক প্রশাসন। খড়িবাড়ির কেশরডোবায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে দেড় বছর আগে এক বিঘা এলাকাজুড়ে একটি পুকুর অবৈধভাবে ভরাটের কাজ শুরু করেছিলেন বিমল সরকারের পরিবারের সদস্যরা। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে খড়িবাড়ি ব্লক প্রশাসন। পুকুর ভরাট বন্ধ করে আড়াই লক্ষ টাকা জরিমানা করে খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। এছাড়া একটি মামলাও হয় এই পুকুর নিয়ে। মঙ্গলবার দুপুরে খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রতিমা সুব্বা সহ খড়িবাড়ি পুলিশের আধিকারিকরা তদন্ত করে ফের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। পরিদর্শনের পর খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি

খড়িবাড়ি কেশরডোবায় পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা।

রাজস্ব আধিকারিক বলেন, 'দেখে মনে হচ্ছে দু'দিন আগেও পুকুর ভরাট করা হয়েছে। নির্মাণকাজের জন্য সেখানে কিছু বালি-পাথর ফেলা রয়েছে।' সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে জানান তিনি। এহেন অবৈধ কাজে বিস্মিত খড়িবাড়ির বিডিও বলেন, 'বহুদিন ধরে অবৈধভাবে পুকুর ভরাটের অভিযোগ রয়েছে। খাসজমিতে থাকা পুকুরের অংশ ছাড়াও এখন কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের জায়গায় থাকা পুকুর অবৈধভাবে

দেখে মনে হচ্ছে দু'দিন আগেও পুকুর ভরাট করা হয়েছে। নির্মাণকাজের জন্য সেখানে কিছু বালি-পাথর ফেলা রয়েছে।

প্রতিমা সুব্বা, ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক

ভরাট করা হচ্ছে। আদালতে একটি মামলাও চলছে। সরকারি খাসজমিতে অবৈধভাবে নির্মাণকাজ চলছে। আপাতত সমস্ত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক জেলা হাসপাতালে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : প্রসূতি বহির্বিভাগে এসে মাল্লাগুড়ির সবিতা চিকিৎসকে বললেন, 'ডাক্তারবাবু বিয়ের সাত বছর পেরিয়ে গেল। একটা সন্তান নিতে পারলাম না। শ্বশুরবাড়ি, পাড়াপড়শিদের কটূক্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। কিছু একটা করুন।' একই সমস্যা নিয়ে প্রসূতি বিভাগে চিকিৎসকের কাছে এসেছিলেন লেকটাউনের সমাদ্দার দম্পতি। তাঁদের বিয়ের ১০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। অনেক তুকতাক করেও সন্তানের মুখ দেখতে পাননি। তাঁদের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকাও নেই যে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গিয়ে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা আইভিএফ পদ্ধতিতে সন্তানের মুখ দেখবেন।

দুটো ঘটনা উদাহরণ মাত্র। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি বহির্বিভাগে প্রতিদিন এমন প্রচুর রোগী আসছেন। গোটা দেশের সঙ্গে এই অঞ্চলেও বন্ধ্যাত্ব সমস্যা দিন-দিন বাড়ছে। এই সমস্যা মেটাতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে 'ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক' চালু করল স্বাস্থ্য দপ্তর। এই ক্লিনিকে বন্ধ্যাত্ব সমস্যা নিয়ে আসা দম্পতির সমস্ত রকম পরীক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। উত্তরবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এই উদ্যোগ এটাই প্রথম। চিকিৎসকরা বলছেন, প্রাথমিকভাবে বন্ধ্যাত্ব মনে হলেও অনেক ক্ষেত্রে সামান্য চিকিৎসায় রোগী সন্তানধারণ করতে পারেন। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেছেন, 'বন্ধ্যাত্ব এখন একটা বড় সমস্যা। হাসপাতালে এই সমস্যা নিয়ে প্রচুর রোগী আসছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্যই এই নতুন ক্লিনিক। সপ্তাহে প্রতিদিনই এই ক্লিনিক চালু রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আগামীতে আইভিএফ পদ্ধতিতে সন্তানধারণের ব্যবস্থা সরকারি স্তরে চালু করা যায় কি না সেই চেষ্টাও হচ্ছে।'

আইভিএফ এখন বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। শুধু শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গজুড়ে আইভিএফ সেন্টারের রমরমা ব্যবসা চলছে। একটি রোগী পেলেই কয়েক লক্ষ টাকা লুটে নেওয়ার ছক কষছে এই সেন্টারগুলি। গরিব মানুষকেও সন্তান পেতে এই সেন্টারগুলিতে ছুটতে হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী, 'জেলা হাসপাতাল সহ প্রায় সব হাসপাতালেই বহির্বিভাগে সন্তান না হওয়ার সমস্যা নিয়ে প্রচুর দম্পতি আসছেন। প্রতিনিয়ত এই সমস্যা নিয়ে বহির্বিভাগে ভিড় বাড়ছে। সেই জন্যই শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগের অধীনেই ইনফার্টিলিটির

সপ্তাহে প্রতিদিনই এই ক্লিনিক চালু রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আগামীতে আইভিএফ পদ্ধতিতে সন্তানধারণের ব্যবস্থা সরকারি স্তরে চালু করা যায় কি না সেই চেষ্টাও হচ্ছে।

ডাঃ তুলসী প্রামাণিক
মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক
দার্জিলিং

বহির্বিভাগ চালু করা হল। এখানে মহিলার পাশাপাশি তাঁর স্বামীরও বিভিন্ন পরীক্ষা করা হবে। তার পরেও তাঁরা স্বাভাবিকভাবে সন্তান নিতে অপারগ হলে ভবিষ্যতে সরকারিভাবে আইভিএফ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও প্রতিদিন গড়ে পাঁচ-ছয়জন মহিলা এই সমস্যা নিয়ে বহির্বিভাগে আসছেন। প্রসূতি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে বাচ্চা না হলেই বলা হয় যে বন্ধ্যাত্ব রয়েছে। সেটা ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কিছু চিকিৎসা, জীবনশৈলীর রদবদলেই এটা ঠিক হয়ে যায়। তবে, সঠিক চিকিৎসা হলে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক নিয়মে সন্তানধারণ সম্ভব। বাকি ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে আইভিএফ-এর সাহায্য নিতে হয়।'

মিসড কলে প্রেম, ঘরছাড়া নাবালক

দিনহাটা, ১ জুলাই : মিসড কলে প্রেমের শুরু। মাস ছয়েকের সম্পর্ক। আর তাতেই প্রেমিকার ডাকে ঘর ছাড়ে ১৪ বছরের নাবালক। মেদিনীপুর থেকে প্রায় ৭৪০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যায় দিনহাটায়। এদিকে, ছেলেকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে চিন্তায় পড়েন মেদিনীপুরে তার পরিবারের সদস্যরা। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। থানায় নিখোঁজের অভিযোগও দায়ের করা হয়। শেষমেশ সোমবার দিনহাটা থানার পুলিশ মেদিনীপুরের ওই নাবালককে উদ্ধার করে।

আইসি জয়দীপ মোদকের কথায়, 'মেদিনীপুরের একটি ছেলে হঠাৎই বাড়িতে কিছু না বলেই বেরিয়ে যায়। পরবর্তীতে জানতে পারি এখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আর সেজন্যই সোমবার দিনহাটায় পৌঁছায়। আমাদের কয়েকজন পুলিশকর্মী ওই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেটিকে উদ্ধার করে। মঙ্গলবার ছেলেটির পরিবারের সদস্যরা থানায় এলে তাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' ঘটনার সূত্রপাত মাস খানেক আগে। মেদিনীপুরের নাবালকের মোবাইল থেকে মিসড কল আসে দিনহাটা শহর সংলগ্ন এলাকার এক নাবালিকার ফোনে। এরপর সেই নম্বরে ফোন যেতেই দু'-এককথায় শুরু হয় প্রেম। কয়েকমাস পর থেকে দেখতে শুরু করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন নিয়েই রবিবার বাড়িতে কিছু না বলেই ওই নাবালক মেদিনীপুর থেকে দিনহাটার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। হঠাৎ ওই নাবালকের পরিবারের এক সদস্য বইয়ের ভাঁজে মেয়েটির নম্বর খুঁজে পায় বলে জানা গিয়েছে। সেই নম্বরে ফোন করতেই নাবালিকা স্বীকার করে নেয়, তার সঙ্গে দেখা করতেই দিনহাটা আসছে নাবালক। এরপরই ওই নাবালকের পরিবারের তরফ থেকে দিনহাটা থানায় যোগাযোগ করলে শুরু হয় তল্লাশি।

মলের দুর্গন্ধে হুলুস্থুল তুফানগঞ্জে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১ জুলাই : দিনতিনেক ধরে মাঠের মধ্যে খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে মলের স্তূপ। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর ফলে অতিষ্ঠ এলাকার বাসিন্দারা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, দুর্গন্ধে অসুস্থ হয়ে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এলাকার তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুর এলাকায়। এলাকারই এক পরিবারের হঠকারী কাজের ফলে ওই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এদিন স্থানীয়দের চরম ক্ষোভের জেরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির উদ্যোগে অবশ্য সমস্যা মেটে।

এদিন ওই এলাকায় স্থানীয়দের ক্ষোভ এমন আকার নেয় যে, পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় যেতে হয় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও স্থানীয় উপপ্রধান কমলাকান্ত বর্মনকে। পরবর্তীতে উপপ্রধান উদ্যোগ নিলে শান্ত হন বাসিন্দারা।

হঠাৎ কেন এই সমস্যা? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শিকারপুরের বাসিন্দা সহিদুল মিয়াঁ গত রবিবার নিজের বাড়ির মলের ট্যাংক সাফ করিয়েছেন সাফাইকর্মীদের দিয়ে। কিন্তু জমে থাকা মল আর মাটিচাপা

দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি। বরং বাড়ির পিছনে খোলা জায়গায় ফেলে রেখে দিয়েছেন। গত তিনদিন ধরে সেই মলের স্তূপ সেখানে পড়ে রয়েছে। আর তাতেই বিপত্তি। খোলা জায়গায় মল ফেলে রাখাতেই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সেই বাড়ির আশপাশে প্রায় দশটি পরিবার বসবাস করে। তারা প্রথমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, সহিদুলকে মল মাটিচাপা দিতে বললেই সেই বাড়ির লোকজন নাকি লাঠিসোঁটা নিয়ে মারতে আসেন প্রতিবেশীদের। সেইসঙ্গে চলে গালিগালাজও। তাই বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এলাকাবাসী। স্থানীয় মোকসেদ আলির কথায়, 'দুর্গন্ধের জেরে বাড়িতে রান্না করতে পারছি না। মাছি ভনভন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' এতটাই দুর্গন্ধ যে, বাড়িতে টিকতে না পেরে দিনেরবেলা রাস্তায় থাকছেন তাঁরা। ঘটনায় ওই এলাকায় শিশু ও বয়স্ক সহ একাধিক বাসিন্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তুফানগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মনিরা খাতুন, সাহিদা খাতুন ও মহিমা বিবি।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মঙ্গলবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বাসিন্দারা। হুলুস্থুল বেধে যায় এলাকায়। এলাকাবাসীরা একত্র হয়ে ওই বাড়ি ঘেরাও করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও উপপ্রধান। পরবর্তীতে উপপ্রধানের উদ্যোগে মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা হলে শান্ত হন বাসিন্দারা। উপপ্রধান কমলাকান্ত বলেন, 'পরবর্তীতে এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য পরিবারটিকে সতর্ক করা হয়েছে। আবার তাঁরা এমন কাণ্ড ঘটালে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সাবধান করা হয়েছে।' যদিও সেই পরিবার কেন খোলা অবস্থায় মলের স্তূপ ফেলে রেখেছিল, সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে চাননি সহিদুলরা।

মাইলফলক

রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের টেলিমেডিসিন উদ্যোগ 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' ২০২১ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৬ কোটি টেলিমেডিসিন পরিষেবা দিয়েছে। টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ শপথ

কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ বুধবার বিধানসভায় শপথ নেবেন। বিধানসভার নৌসের আলি কক্ষে দুপুর ৩টের সময় এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে।

বর্ষপূর্তি

রাজধানী এক্সপ্রেসের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন হল শিয়ালদা স্টেশনে। উপস্থিত ছিলেন রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা। এই ট্রেন শিয়ালদা থেকে নয়াদিল্লি পর্যন্ত যায়।

দেহ উদ্ধার

সল্টলেকের বিসি ব্লকে সরকারি আবাসনের নীচ থেকে উদ্ধার হল এক সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়ার দেহ। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

দুর্নীতিতে কড়া আদালত

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলা

কলকাতা, ১ জুলাই : দুর্নীতি হলে আদালত কড়া পদক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। চোখ বন্ধ করেও থাকবে না, ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রাথমিকে পক্ষপাতিত্ব হয়েছে তা পর্ষদের নথি থেকেই স্পষ্ট বলে মন্তব্য করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ।

মঙ্গলবার ৩২ হাজার চাকরি মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, আদালত যদি দেখে দুর্নীতি হয়েছে, প্রশাসনিক কর্তারা যুক্ত আছেন, মন্ত্রীরা যুক্ত আছেন তখন কী করব? কিছুই করব না? টাকার বিনিময়ে যদি চাকরি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে একজন বিচারপতি কি চোখ বন্ধ করে থাকবেন?' প্রাথমিক শিক্ষকদের তরফে আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র এদিন সওয়াল করেন। তিনি আদালতে দাবি করেন, দুর্নীতির জন্য পর্ষদ দায়ী হলে বাকিরা কেন দায় নেবে। আদালত পর্ষদকে দুর্নীতিগ্রস্ত মনে করলে নতুন প্রক্রিয়ার জন্য আবার তাদের কাছে পাঠাচ্ছে। এটা কি ন্যায় বিচার হল? সেক্ষেত্রেও তো আরও একটা দুর্নীতি হতে পারে।

বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী জানতে চান, 'তাহলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কোথায় পাঠানো উচিত?' উত্তরে ওই আইনজীবী জানান, অন্য কোনও স্বশাসিত সংস্থার কাছে পাঠানো যেতে পারে। পাল্টা বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'চাকরির পাঁচ বছর পর আপনারা এসে বলছেন, আমাদের রুটি, মাখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফিরিয়ে দিন। দুর্নীতি হয়েছে অথচ হস্তক্ষেপ করতে বারণ করছেন।' যথাসময়ে পর্ষদের থেকে এর ব্যাখ্যা চাওয়া হবে বলেও মন্তব্য করে ডিভিশন বেঞ্চ। ওই আইনজীবীর আরও দাবি, একক বেঞ্চ এমন কোনও তথ্য পায়নি যাতে নিয়োগ বাতিল করা হবে। প্রভাবিতদের মামলায় সংযুক্ত করা হয়নি। বেঞ্চমার্ক নম্বর জেলাভিত্তিক ও ক্যাটিগোরিভিত্তিক আলাদা ছিল। তবে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'তখন কেন আপনারা নির্বাক দর্শক হয়ে ছিলেন। এতদিন পরে এসে বলছেন।' এদিনও মামলার সওয়াল-জবাব পর্ব শেষ হয়নি। মামলার পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার।

> চাকরির পাঁচ বছর পর আপনারা এসে বলছেন, আমাদের রুটি, মাখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফিরিয়ে দিন। দুর্নীতি হয়েছে অথচ হস্তক্ষেপ করতে বারণ করছেন।
>
> **তপোব্রত চক্রবর্তী** *বিচারপতি*

কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে ল' কলেজের পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

দাপট থেকে রেহাই পেতেন না অভিভাবকরাও

মনোজিৎ সহ তিন অভিযুক্তকে বহিষ্কার

কলকাতা, ১ জুলাই : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে অবশেষে সাতদিন পর পদক্ষেপ করলেন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ কর্তৃপক্ষ। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ও বাকি দুই পড়ুয়াকে বহিষ্কার করা হল। মঙ্গলবার কলেজে গভর্নিং বডির জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিনই ধৃতদের হেপাজতের মেয়াদ শেষে আলিপুর আদালতে তোলা হলে ৮ জুলাই পর্যন্ত মনোজিৎ, প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জইব আহমেদের পুলিশি হেপাজত এবং নিরাপত্তারক্ষীকে ৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের তরফেও জানানো হয়েছে, তাদের হাতেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ উঠে এসেছে। তদন্তের স্বার্থে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতিতে আরও একটি আইনি কলেজে প্রাক্তনীদের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যোগেশচন্দ্র ল কলেজের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর কোনও প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রী পরবর্তী পাঁচ বছর কলেজের কোনও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তবে কিছু অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যেমন সরস্বতী পুজো বা বিশেষ কিছু ম্যাচের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। কসবা কাণ্ডের প্রেক্ষিতে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার মন্তব্যে ফের বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের তরফে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছিল। তারপরই তড়িঘড়ি গভর্নিং বডির বৈঠক হয়। বৈঠকেই মূল অভিযুক্ত মনোজিৎকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কলেজ থেকে অন্য দুই অভিযুক্ত প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও জইব আহমেদকে বহিষ্কার করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দুপুর দুটোর পর থেকে কলেজে কেউ ঢুকতে পারবে না। নির্যাতিতার পরিবার চাইলে তার চিকিৎসার জন্য সাহায্য করবে কলেজ। ক্লাস না হলেও অফিসিয়াল কাজকর্ম চলবে। ১৫ তারিখ থেকে পরীক্ষা হবে।

কলেজ বন্ধের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, ২৬ জুন রাতে পুলিশের পক্ষ থেকে কলেজে কর্তৃপক্ষকে ফোন করে গণধর্ষণের কথা জানিয়ে অকুস্থল নিরাপদ রাখার কথা বলা হয়েছিল। কলেজ খোলা থাকলে তদন্তে সমস্যা হতে পারে। তাই কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আবারও পরিচালন সমিতির বৈঠক ডাকা হবে বলে জানা গিয়েছে। পরিচালন কমিটির সদস্য হরিপদ বণিক জানান, উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে কলেজ খোলার ব্যাপারে জানানো হবে। তাঁরা যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়ও দোষীদের শাস্তির দাবি করেন। আরেক সদস্য নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করারও প্রস্তাব রেখেছেন বৈঠকে।

পুলিশি তদন্তে বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে, তিন অভিযুক্তের কল ডিটেলস খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ২৬ জুন মনোজিতের সঙ্গে ভাইস প্রিন্সিপালের ফোনে কথা হয়েছিল। মনোজিতের সিডিআর থেকে এমনই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার রাত থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পর্যন্ত কার কার সঙ্গে কথা হয়েছে সেই নম্বরও চিহ্নিত করছে পুলিশ। প্রয়োজনে তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এদিনও বেশ কয়েকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। মনোজিতের দাপট থেকে অভিভাবকরাও রেহাই পেতেন না। এক প্রাক্তন ছাত্রের অভিভাবক জানান, আগেই যদি ব্যবস্থা নেওয়া হত তাহলে এই ঘটনা ঘটত না।

এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হয়। তবে অভিযুক্তদের তরফে জামিনের আবেদন করা হয়নি। তাদের আইনজীবীর দাবি, এটা ষড়যন্ত্র। এফআইআর পড়লে মনে হয় না গণধর্ষণ। নির্যাতিতার মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হলে তা ফরেন্সিকে পাঠানো হোক। সরকারি আইনজীবী ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠানোর আবেদন করেন।

মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া এদিন মন্তব্য করেন, ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটলে গেল গেল রব। তবে কোন ঘটনাকে তিনি উল্লেখ করেছেন তা স্পষ্ট করেননি। তবে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি মনে করেন না অশোক দেবের সুপারিশে চাকরি হয়েছে। কলেজ বন্ধ থাকা ঠিক নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল জানান, ঘটনার পরে ভাইস প্রিন্সিপাল ফোন করে অশোক দেবকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু ছুটির দিন হওয়ায় তিনি বিষয়টি সোমবার ভেবে দেখার কথা বলেন।

মিছিলের অনুমতি

কলকাতা, ১ জুলাই : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কালীঘাট থেকে কসবা থানা পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশি অনুমতি না মেলায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শর্তসাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি দেন। তাঁর নির্দেশ, রাসবিহারী থেকে কসবা ল কলেজ পর্যন্ত বুধবার মিছিল করতে পারবে বিজেপি যুব মোর্চা।

সময় বাড়ল স্নাতকে ভর্তির

কলকাতা, ১ জুলাই : স্নাতকে ভর্তির পোর্টালে আবেদনের সময়সীমা বাড়াল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। আগের সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবারই ছিল আবেদনের শেষ দিন। এদিনই দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রায় ২ সপ্তাহ আগে শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে স্নাতকে ভর্তির অভিন্ন পোর্টাল চালু হয়েছিল 'সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশন পোর্টাল'। ব্রাত্য জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৪২ জন পড়ুয়া নিজেদের নথিভুক্ত করেছেন এই পোর্টালের মাধ্যমে। ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৯১৪ জন আবেদন করেছেন ইতিমধ্যেই। নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২ হাজার ৯০১ জন ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। এছাড়াও তথ্য বলছে, চ্যাটবট 'বীণা' উত্তর দিয়েছে ৩৩,২৬৭ টি প্রশ্নের। পূর্ব ঘোষিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, মঙ্গলবার ছিল প্রথম ফেজের ভর্তির আবেদনের শেষ দিন। তবে সেই সময়সীমা এদিন বাড়িয়ে দেওয়ায় সন্তুষ্ট পড়ুয়ারা।

আন্দোলনে সরকারি কর্মীরা

কলকাতা, ১ জুলাই : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও ডিএ না পেয়ে আবার রাজ্যের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ আন্দোলনের পথে যাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা। একটি কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সরকার কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ না মেটালে তারা রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করবে। ছয়মাসের মধ্যে কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ রাজ্য সরকারকে মিটিয়ে দিতে বলেছিল সর্বোচ্চ আদালত। ছ'মাসের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত শুক্রবার।

হাইকোর্টে কার্তিক

বহরমপুর, ১ জুলাই : মঙ্গলবার নবগ্রাম থানায় হাজিরা এড়ালেন ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রমের কার্তিক মহারাজ। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। সেক্ষেত্রে মহারাজের আবেদন, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করা হোক। তার ভিত্তিতেই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

রেজিস্ট্রেশনের সময় বদল

কলকাতা, ১ জুলাই : রেজিস্ট্রেশনের সময়সূচি বদলাল দ্বাদশ শ্রেণির। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, রাজ্যের স্কুলগুলি ৭ জুলাইয়ের বদলে আগামী ১৪ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত তৃতীয় সিমেস্টারের এনরোলমেন্ট ফর্ম অনলাইনে জমা করতে পারবে। 'বাংলার শিক্ষা' পোর্টাল বন্ধ থাকার দরুন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংসদ।

আজ প্রকাশ্যে পদ্মের রাজ্য সভাপতির নাম

অরূপ দত্ত ও নবনীতা মণ্ডল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : বিজেপি রাজ্য সভাপতির কুর্সিতে বসার জন্য শেষপর্যন্ত কার ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে বুধবারই। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণার জন্য বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে দলের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সমর্থক-অনুরাগীরা।

এই মুহূর্তে গেরুয়া শিবিরের কাছে প্রশ্ন একটাই। রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্তের হাত থেকে ব্যাটন কি শমীক ভট্টাচার্যের হাতে যাবে? নাকি রাজ্য সভাপতি হিসাবে দ্বিতীয় ইনিংস খেলবেন ফের সুকান্ত মজুমদারই। রাজ্য সভাপতির দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া দিলীপ ঘোষ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিতীয়বার রাজ্য সভাপতি পদে থাকার পর তাঁর আর চেয়ার নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই। বুধবার নির্বাচনের দিন তিনি দুর্গাপুরে দলীয় কাজে থাকবেন।

গত সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছিল দলের নির্বাচন প্রক্রিয়া। এরাজ্যে তা শুরু হয়েছিল আরও মাস দুয়েক পরে। সেই প্রক্রিয়ার সূত্র ধরেই বুধবার রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত (আসলে মনোনয়নপত্র জমা) হতে চলেছেন। মঙ্গলবার রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও সূচি প্রকাশ করেছে বিজেপি। সেই সূচি অনুযায়ী বুধবার বেলা ২টো থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া সম্পূর্ণ হবে। এরপর বিকাল ৫টার মধ্যে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা বুধবার সন্ধ্যা ৬টা। বুধবার রাজ্য সভাপতি পদে যদি একটি নাম প্রস্তাব করে মনোনয়নপত্র জমা পড়ে তাহলে নির্বাচনের আর কোনও দরকারই হবে না। তবে একাধিক মনোনয়নপত্র জমা পড়লে নির্বাচনের প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণভাবে বিজেপির সভাপতি নির্বাচন বলা হলেও আসলে তা সহমতের ভিত্তিতেই করা হয়। এটাই রীতি। তবে রাজ্যে শেষবার এর ব্যতিক্রম হয়েছিল প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদারের রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের সময়। সেবার দলের বিরোধী গোষ্ঠী অসীম ঘোষকে প্রার্থী করে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। তবে এবার সেই পরিস্থিতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না রাজ্য নেতৃত্ব।

রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্ত মজুমদারের দ্বিতীয় ইনিংস নিয়ে যারা আশাবাদী, সেই অংশের মতে, বিধানসভা ভোটের আট মাস আগে দলের রাজ্য সভাপতি বদল করার ঝুঁকি নিতে চাইবে না দল। এবিভিপি থেকে উঠে আসা বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে আগামী ২৬-এর ভোট পর্যন্ত রাজ্য সভাপতির কুর্সিতে রাখতে চান দলের উত্তরবঙ্গ লবি। বিধায়ক ও সাংসদ সংখ্যা, সাংগঠনিক শক্তির নিরিখে উত্তরবঙ্গে বিজেপি এগিয়ে। তবে নানা সময়ে সুকান্ত-শুভেন্দু দ্বৈরথ নিয়ে কিছু টানাপোড়েন চলেছে। ফলে বিধানসভা ভোটের আগে দলের অভ্যন্তরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সুকান্তের হাতেই আবার ব্যাটন তুলে দিতে পারেন মোদি-শা-রা।

অন্যদিকে, রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্তর উত্তরসূরি হিসাবে যাঁর নাম নিয়ে চর্চা সবথেকে বেশি, তিনি হলেন শমীক ভট্টাচার্য। মোদির অপারেশন সিঁদুরের হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সওয়াল করতে যাওয়া তাঁর টিমের অন্যতম সেরা পারফর্মার শমীক। সম্প্রতি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মোদির সাক্ষাতের সময় সব সাংসদের উপস্থিতিতে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা মোদির কাছে শমীকের বিশেষ প্রশংসা করেন।

এদিকে, অপারেশন সিঁদুর কাণ্ডে মোদির পর মঙ্গলবার রাতে নাড্ডার দেওয়া বৈঠক ও নৈশভোজে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছেন শমীক। সেখানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের মূল কান্ডারি রবিশংকর প্রসাদও। সম্প্রতি বিদেশ সফরে শমীকের টিমের নেতৃত্বে ছিলেন রবিশংকর। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের মাহেন্দ্রক্ষণের পূর্ব মুহূর্তে দিল্লিতে রবিশংকর-শমীক ও নাড্ডার এই রাজযোটককে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহী বলেই দাবি করছে শমীক শিবির।

অনুষ্ঠানসূচি

- বুধবার বেলা ২টা থেকে ৪টার মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে
- এরপর বিকাল ৫টার মধ্যে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে
- মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা বুধবার সন্ধ্যা ৬টা
- রাজ্য সভাপতি পদে যদি একটি নাম প্রস্তাব করে মনোনয়নপত্র জমা পড়ে তাহলে নির্বাচনের আর কোনও দরকারই হবে না

এআই হাবের জন্য ক্যাম্পাস ব্যবহারের অনুমতি

কলকাতা, ১ জুলাই : রাজারহাটে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হাব তৈরির জন্য আইটিসি ইনফোটেককে ক্যাম্পাস ব্যবহারের ছাড়পত্র দিলেন নিউটাউন-কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া-৩ এলাকায় ১৭ একর জমিতে ১২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে আইটিসি ইনফোটেক। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এই খবর জানিয়ে লিখেছেন, 'আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আইটিসি লিমিটেড বিশ্বমানের আইটি অ্যান্ড আইটিইএস (ইনফর্মেশন টেকনলজি এনাবেলড সার্ভিসেস) ক্যাম্পাসের জন্য অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৫ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।' অকুপেন্সি সার্টিফিকেট হল, ভবনটি যে বসবাসের জন্য নিরাপদ এবং পুরসভার নিয়ম মেনে করা হয়েছে এই সংক্রান্ত সার্টিফিকেট। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এটি বাংলার একটি মাইলফলক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ডিজিটাল এবং প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগে বিনিয়োগের জন্য এটি অন্যতম গন্তব্য হতে চলেছে। যা পশ্চিমবঙ্গের উত্থানকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

এই ক্যাম্পাসে তিনটি ভবন থাকছে। একটি বহুতল অফিস টাওয়ার, একটি ব্যবসায়িক সহায়তা কেন্দ্র এবং একটি নলেজ সেন্টার। সবমিলিয়ে ১৪.৫ লক্ষ বর্গফুটেরও বেশি জায়গাজুড়ে এটি করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে নিউটাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে গ্লোবাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে এটিই প্রথম এআই হাব। রাজারহাটে এটি তৈরি করছে আইটিসি ইনফোটেক। ৪০টি দেশের সংস্থাকে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইটিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী। তিনিই তখন জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ বিনিয়োগই হয়েছে এই রাজ্যে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে কোম্পানি চালানোর খরচ যেমন কম হয়, তেমনই সুবিধাজনক কাজের পরিবেশ এবং প্রশাসনিক সহযোগিতা অতি দ্রুত মেলে। তাই আগামীদিনেও এই রাজ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইটিসি গ্রুপ।

অতিরিক্ত শূন্যপদে ঘুষ : সিবিআই

কলকাতা, ১ জুলাই : অতিরিক্ত শূন্যপদ বা সুপার নিউমেরারি পদে নিয়োগের জন্যও ঘুষ দিতে হয়েছে বলে হাইকোর্টে দাবি করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, উচ্চপ্রাথমিকের শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় অতিরিক্ত শূন্যপদে চাকরি পেতে ঘুষ দিয়েছেন প্রার্থীরা। তাই তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তদন্তের ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। উচ্চপ্রাথমিকে অতিরিক্ত শূন্যপদ সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইয়ের অবস্থান জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সিবিআই রিপোর্ট জমা দেয় আদালতে।

সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী দাবি করেন, এই পদগুলিতে নিয়োগের জন্য আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছেন তাঁরা। আদালতের অনুমতি পেলে এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হবে। বিচারপতি জানতে চান, কোন বিষয়ে ও কতগুলি পদে নিয়োগ করা হয়েছে?

সিবিআইয়ের বক্তব্য, 'এখনই এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তার জন্য নতুন করে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করতে হবে। এফআইআর দায়েরের জন্য রাজ্যের অনুমতি দরকার।' বিচারপতি জানিয়ে দেন, এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনানির প্রয়োজন রয়েছে। ৪ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বেবিকে জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতা, ১ জুলাই : খড়্গপুরে প্রবীণ বাম নেতার ওপর হামলার ঘটনায় তৃণমূলনেত্রী বেবি কোলেকে মঙ্গলবার থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করল পুলিশ। সোমবার রাতেই খড়্গপুর টাউন থানায় বেবির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ওই বাম নেতা অনিল দাস। তাঁর বিরুদ্ধে বেবিও থানায় পালটা অভিযোগ দায়ের করেছেন। 'আমরা বামপন্থী' সংগঠনের নেতা অনিলের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কেন পদক্ষেপ করছে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর ছেলে। তাঁর প্রশ্ন, বেবিকে কেন গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ? সিআইডি কিংবা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বেবির অভিযোগ, আর্থিক প্রতারণা, জালিয়াতি সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে অনিল দাসের বিরুদ্ধে। অনিলের ওপর হামলার কারণ হিসেবে বেবির যুক্তি, 'দু'বছর আগে তিন মহিলার কাছ থেকে ওই ব্যক্তি ৫০ হাজার টাকা করে নিয়েছেন। তাঁদেরকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। পরে কাজ না পাওয়ায় তিন মহিলা টাকা ফেরত চান। তখন ওই ব্যক্তি মহিলাদের কু-প্রস্তাব দেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে খারাপ কথাও বলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদে বেবি কোলে আছে, থাকবে।'

গগনে গরজে মেঘ... *কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আগাম বরাদ্দ

কলকাতা, ১ জুলাই : 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' চালাতে দরাজহস্ত রাজ্য সরকার। মঙ্গলবারই জনপ্রিয় এই সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে আগামী তিন মাসের জন্য অর্থবরাদ্দে ছাড়পত্র দিয়েছে সরকার। একইভাবে আদিবাসীদের জন্য সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প 'জয় জোহার'-এর আগামী তিন মাসের বরাদ্দ টাকা খরচে অনুমোদন দিয়েছে নবান্ন।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চালাতে ওই সময়ের জন্য তুলনামূলকভাবে কম অর্থবরাদ্দের কথা জানিয়েছে সরকার। চলতি আর্থিক বছরে প্রকল্পগুলির বরাদ্দ খাতের মাত্র ৩৩ শতাংশ অর্থ আগামী তিন মাসে খরচ করা যাবে বলে এদিন জানানো হয়েছে।

এমনকি পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে কর্মচারীদের মাস মাইনে, অফিস খরচ, বিদ্যুৎ, টেলিফোন সহ বিভিন্ন খাতে আর্থিক বরাদ্দ আগামী তিন মাসে চলতি বছরের বাজেটের ৭৫ শতাংশে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খরচ চালাতে কম আর্থিক অনুমোদন নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে সরকারি মহলে।

অশোককে নিয়ে অস্বস্তি, ক্ষমা চাইলেন মদন

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা, ১ জুলাই : সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ঘটনায় বজবজের বিধায়ক অশোক দেবের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রর সঙ্গে অশোকবাবুর যোগাযোগ ছিল। এমনকি ওই কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে তাঁর নিয়মিত যাতায়াতও ছিল। অশোকবাবুর সুপারিশে মনোজিৎ ওই কলেজে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বলে বিরোধীরা প্রথম থেকেই অভিযোগ তুলেছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, মঙ্গলবার অবশেষে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন অশোকবাবু। ধৃত মনোজিতের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমার সুপারিশে কেউ চাকরি পায়নি। আমি কারোর চাকরির জন্য সুপারিশ করি না। কলেজে অস্থায়ী কর্মীর প্রয়োজন ছিল। নিজেই চাকরি পেয়েছে। এখানে আমার কোনও ভূমিকা ছিল না।'

আইন কলেজে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করেছিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হতেই তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। ৭২

বিড়ম্বনায় তৃণমূল

ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। মঙ্গলবারই তিনি দলের রাজ্য সভাপতির কাছে তাঁর জবাব পাঠিয়ে দিয়েছেন। জবাবে তিনি এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। আগামীদিনে এই জাতীয় বেফাঁস মন্তব্য তিনি করবেন না বলে দলের রাজ্য সভাপতিকে আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্যকে তুলে না ধরে বক্তব্যের একাংশকে সংবাদমাধ্যমে প্রচার চালানোর পালটা অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি।

আইন কলেজের ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় তৃণমূল নেতৃত্ব চরম অস্বস্তিতে পড়েছে। বজবজের বিধায়ক অশোক দেবের সঙ্গে কথাও বলেছেন সুব্রত বক্সী। এদিন অশোকবাবু তাঁর সাফাই দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা দোষীদের কড়া শাস্তি দেব। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বহিষ্কার করা হয়েছে। কলেজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সেই চেষ্টা করা হবে। বিষয়টি নিয়ে বিকাশ ভবনে জানানো হয়েছে।' তবে মনোজিৎকে তিনি চাকরি দিয়েছেন কি না, সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন বিধায়ক। আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, মনোজিৎকে দলের সদস্য হিসেবে চিনতেন, বিশেষ কোনও কারণে নয়। কসবা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত বিপথে যাচ্ছে বলে আগেই তাঁর বাবাকে ডেকে সতর্কও করেছিলেন তিনি। তাঁর দাবি, আমি ওঁর বাবাকে ডেকে সতর্ক করেছিলাম। ছেলে খারাপ পথে যাচ্ছে। ওঁর বাবা বলেছিল, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হয়নি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৫ সংখ্যা, বুধবার, ১৭ আষাঢ় ১৪৩২

পাপের দায়

কলেজকে যে মনোজিৎ মিশ্র হারেম বানিয়ে তুলেছিলেন, তা কিন্তু সকলের অজানা ছিল না। মনোজিৎ মানে দক্ষিণ কলকাতায় আইন কলেজে গণধর্ষণে মূল অভিযুক্ত সেই তরুণ। সকলে বলতে কলেজ কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব প্রমুখ। সাহস করে প্রথম বর্ষের ছাত্রীটি থানায় অভিযোগ জানানোয় এখন তৎপর অনেকে। কিন্তু মনোজিতের এই অপরাধ এই প্রথম নয়, একের পর এক অভিযোগ আসছে বন্যার জলের বেগে।

সেইসব অভিযোগ একেকটা শিউরে ওঠার মতো হাড়হিম করা কাহিনী যেন। বয়সে ছোট বা বড়, জুনিয়ার কিংবা সিনিয়ার- কলেজের অনেক ছাত্রীই মনোজিতের দুষ্কর্মের শিকার হয়েছেন। অনেক ঘটনা সেই দুর্ভাগা ছাত্রীদের সহপাঠীরা জানেন। মোট ১১টি অভিযোগ থানায় দায়ের হয়েছে মনোজিতের নামে। অভিযোগ করার সাহস পাননি- এমন ছাত্রীর সংখ্যা যে কত, তার হিসেব নেই। অভিযোগ করলে অ্যাসিড ছুড়ে খুন, এমনকি পরিবারকে নিকেশ করার হুমকি জুটেছে।

অন্য ছাত্রীদের সামনে মনোজিৎ অসভ্যতা করলেও কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পাননি এতদিন। মনোজিতের হুমকির ভয় তো ছিলই, তার ওপর সমস্যা ছিল যে, অভিযোগ করেও প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত একেবারেই ছিল না। পুলিশ অভিযোগ নিতে চাইত না। কলেজ কর্তৃপক্ষ উলটে মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিত। তৃণমূল নেতৃত্বের নাগাল পেতেন না ছাত্রীরা। কতটা দাপট ছিল মনোজিতের, তা স্পষ্ট কলেজটির প্রাক্তন অধ্যক্ষ দু'বার বহিষ্কার করলেও ফের তিনি ফিরে আসায়।

এরকম একজন ঘৃণ্য অপরাধে জড়িতকে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রশ্রয় দিত, তা বোঝা যায় কলেজের পরিচালন সমিতি তাঁকে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করায়। যে পরিচালন সমিতির সভাপতি অতি পরিচিত প্রাক্তন ছাত্র নেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেব। অস্থায়ী কর্মী হলেও তাঁর কাছে কলেজের সিসিটিভির নিয়ন্ত্রণ থাকত। মাথায় শাসকদলের হাত ছিল বলেই না এত কর্তৃত্ব করতে পারতেন মনোজিৎ।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা এখন বলছেন, মনোজিতের সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ হাতে এসে গিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে অসুবিধা হবে না। প্রশ্ন আসে, গত কয়েক বছর ধরে যখন কসবা থানায় ছাত্রীরা একের পর অভিযোগ করতে গিয়েছেন বা অভিযোগ জানিয়েছেন, তখন পুলিশ নীরব ছিল কী কারণে?

তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মুখে মনোজিৎ সম্পর্কে 'জানোয়ার' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। সেই জানোয়ারকে গুলি করে মারা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। প্রশ্ন উঠবেই, এই যদি তৃণমূল নেতৃত্বের মনোভাব হয়, তাহলে এতদিন দলের নাম করে এই দুষ্কর্ম ও ঔদ্ধত্য মনোজিৎ চালিয়ে গেলেন কীভাবে? কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেব ওই কলেজের প্রাক্তনী ও বর্তমান অস্থায়ী কর্মী মনোজিতের এই পাপের দায় এড়াতে পারেন না।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিবাদ করলে কখনও হাথরস, উন্নাও কিংবা ধানতলা-বানতলার উদাহরণ টেনে আনছে তৃণমূল যাতে প্রতিবাদের ধার লঘু হয়ে যায়। এটা ঘটনা যে, বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে এধরনের ঘটনা কম নেই। যেখানে শাসকের প্রশ্রয় ছিল। আবার বাম আমলেও এরকম ঘটনায় তেমন প্রতিকার হয়নি। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তৃণমূলের জমানাতেও এমন দুর্বৃত্তের সংখ্যা অনেক।

শাসকদল হিসেবে তৃণমূল নেতাদের কারও প্রশ্রয় ছিল বলেই মনোজিতের মতো লোকেরা এমন অবাধে এত নিকৃষ্ট অপরাধ দিনের পর দিন করে পার পেয়ে যেতে পারেন। এখন কলকাতার ওই আইন কলেজের ছাত্রীরা বলছেন, মনোজিতের জন্য ওই প্রতিষ্ঠানে কোনও তরুণীই নিরাপদ ছিলেন না। পরিস্থিতি কতটা খারাপ হলে এরকম অভিযোগ উঠতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এই পাপের দায় তাই অবশ্যই তৃণমূলের।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম- দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

আলোচিত

আদালত যদি দেখে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, প্রশাসনিক কর্তা ও রাজ্যের মন্ত্রী যুক্ত রয়েছেন, তখন বিচারপতিরা কী করবেন? কিছুই কি করবেন না? যদি বিচারপতি দেখেন, টাকার বিনিময়ে চাকরি হয়েছে, নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে, তখন কি তিনি চোখ বন্ধ করে থাকবেন?

- বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী

ভাইরাল

চুরির ভয়ে দরজা, দেরাজে তালা ঝোলাতে হয়। তা বলে জুতোয় তালা? ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, জুতো খুলে ধর্মীয় স্থানে ঢুকেছেন ভক্তরা। সেখানে এক জোড়া জুতোতে বড় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা দেখে সমাজমাধ্যমে হাসির রোল।

আজ

১৭৫৭

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদদৌলা প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯২৯

নাট্যকার অমৃতলাল বসুর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

আত্মা যে অন্তরে রয়েছে তার খোলস হচ্ছে রথ। শরীর হচ্ছে রথ। শরীরটা যাঁর, যে আত্মা শরীরকে অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি হচ্ছেন রথী।

রথের দড়ি স্পর্শে জীবনের অশেষ প্রাপ্তি

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

চন্দন ঘষতে ঘষতে চন্দনগন্ধী সুবাস ছড়ায়। জানা জিনিস তাই আরও একটু জানলে ক্ষতি নেই।

মহাভারতে আছে, যখন কৃষ্ণের অন্তর্ধান হবে, মৌষলপর্ব শেষ হয়েছে, সেই সময় নগর শেষ হয়ে গ্রামের, বনের শুরু, সেই জায়গায় বিষণ্ন মনে বসে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতের ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে তিনি ভাবছেন। এমন সময় জরা নামে এক ব্যাধ সেই বনে হাজির হল। সে উপস্থিত তার শিকারের খোঁজে। ঘন অরণ্য নয় ঠিকই, তবুও এদিক-ওদিক লতাপাতা। তার মধ্যেই কৃষ্ণ হেলান দিয়ে রয়েছেন। তাঁর চরণ দু'খানি পাতার আড়ালে। ঠিক বোঝা যায় না চরণ বলে। বরং মনে হয় হরিণের কান বুঝি! সেই ব্যাধও কৃষ্ণের পায়ের তলদেশকে ভাবল হরিণের কান বলে। ছুড়ে বসল বিষাক্ত শর। চিৎকার করে উঠলেন কৃষ্ণ। অকুস্থলে হাজির হল ব্যাধ। স্বয়ং ভগবানকেই সে প্রায় হত্যা করে বসেছে। যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁর পক্ষে বিষাক্ত হলেও এই সামান্য শরে তাঁর ইহলোক থেকে মুক্তির কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তবুও সেই ঘটনা ঘটল। আসলে ভগবানের লীলা সংবরণের সময় এসে গিয়েছিল। পৃথিবীতে কোনও ঘটনার পিছনে তো কারণ-অকারণ কিছু ঘটনা থাকেই। তাই পার্থিব জীবন থেকে মুক্তির সময় উপস্থিত হয়েছিল।

যাই হোক, চিৎকার শোনার পর জরা সেখানে উপস্থিত হয়। কৃষ্ণের পা জড়িয়ে ধরে। শঙ্কিত হয়ে পড়ে সে। ততদিনে কৃষ্ণের ভগবৎ মহিমার কথা কারও জানতে বাকি নেই। জরা ব্যাধও সে কথা জানে। তাই সে আরও বেশি ব্যাকুলিত, চিন্তিত। কৃষ্ণ জরাকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, এমনটা হওয়ারই ছিল। সে উপলক্ষ্য মাত্র। ইহলোক, পরলোক কোনও লোকেই কৃষ্ণকে শরবিদ্ধ করার জন্য তার পাপের ভারা বাড়বে না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, তুমি তোমার ব্যাধবৃত্তি দিয়েই ক্ষুধা নিবারণ করো।

মহাভারতে উল্লেখ না থাকলেও স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, এরপর অর্জুন এসে কৃষ্ণের দাহের ব্যবস্থা করলেন। মুশকিল হল, কৃষ্ণের সর্বঅঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও তাঁর হৃদয়, আমার মতে নাভিপদ্ম দগ্ধ হল না।

অর্জুনের চেষ্টা বৃথা গেল।

এমন সময় দৈববাণী হল, এই 'হৃদয়' বা অস্থি বা নাভিপদ্ম একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডে যুক্ত করে ভাসিয়ে দাও। আকাশবাণীতে আরও বলা হল, সেই কাষ্ঠখণ্ডে চাইলে অর্জুন কৃষ্ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এঁকে দিতে পারেন।

যে জরা কৃষ্ণকে হত্যা করেছিল, সে পরজন্মেও ভক্তিমান ব্যাধ হয়ে জন্মাল উৎকল দেশে। রাজা এই প্রান্তিকদেরও খাতির করতেন, কারণ শত্রুদের থেকে রক্ষা পেতে এই শবর-ব্যাধদের প্রয়োজন ছিল। ব্যাধের বাসস্থানের সামনেই ছিল এক পাহাড়, নীলাচল। সেই পাহাড়কে ব্যাধ নীলমাধব বলে পুজো করতে শুরু করল। অনেকে বলেন, সেই পাহাড়ের থেকেই কৃষ্ণের নীল ছটা, নব-নীরদ অসম্ভব সুন্দর কিছু প্রকাশ পেত। সেই নীল পাহাড়ের পুজোপাঠে মেতে রইল নবজন্ম লাভকারী ব্যাধ।

সেই সময় অবন্তীর রাজা ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি এক তীর্থযাত্রীর কাছে এই ব্যাধের পুজোপাঠের খবর পেলেন। এই নীলমাধব নাকি স্বয়ং বিষ্ণু, স্বয়ং কৃষ্ণ। সেইসঙ্গে তিনি এ-ও স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, তিনি যেন পুরীতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেই মন্দিরের বিগ্রহ কী হবে!

ইন্দ্রদ্যুম্ন সৈন্যসামন্ত নিয়ে ছুটলেন নীলমাধবকে সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু ব্যাধের পুজোপাঠ করা সেই পাহাড়ে গিয়ে তিনি কোনও কিছুরই খোঁজ পেলেন না। ইন্দ্রদ্যুম্ন হতাশ হয়ে পড়লেন। রাজার এক মন্ত্রী ছিলেন, যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান-ধীর-স্থির। তিনি রাজাকে বললেন, তিনি যখন স্বপ্ন দেখেছেন তখন মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। এবং নীলমাধবও নিশ্চিত আছেন। বিদ্যাপতি রাজার কাছ থেকে সময় চেয়ে হাজির হলেন নীলমাধবের পূজক বিশ্বাবসুর বাড়িতে।

মন্ত্রী সেই গৃহে প্রথম মুখোমুখি হলেন বিশ্বাবসুর কন্যা ললিতার। এমন একটা কাহিনী প্রচলিত। প্রথম দেখায় হৃদয় তোলপাড় হল তাঁদের। ললিতার চেষ্টাতেই মন্ত্রীর ঠাঁই হয় বিশ্বাবসুর বাড়িতে। বিশ্বাবসুর বাড়িতে থাকতে থাকতেই বুঝতে পারলেন, প্রতিদিন তিনি কোথায় যেন ফুল-বেলপাতা নিয়ে পুজো করতে যান। কিন্তু তাঁর পশ্চাতে যাওয়ার কারও কোনও অনুমতি নেই। মন্ত্রী ললিতাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সে কোনও কথা ভাঙে না। ধীরে ধীরে মন্ত্রী ললিতাকে প্রেমের প্রস্তাব দেন। তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। বিশ্বাবসুর অনুমতিতে তাঁদের বিবাহও সুসম্পন্ন হয়। তিনি শ্বশুরবাড়িতেই ঘরজামাই থাকতে শুরু করেন। প্রথমে ললিতাকে, পরে সরাসরি বিশ্বাবসুকে বিদ্যাপতি অনুরোধ জানালেন তাঁর পূজিত বিগ্রহ দর্শনের জন্য। মেয়ের বারংবার অনুরোধে বাবা বিশ্বাবসু শেষমেশ সম্মতি দিলেন। কিন্তু শর্ত হল, বিদ্যাপতিকে বিশ্বাবসুর লোকেরা সেখানে চোখ বেঁধে নিয়ে যাবে। বিগ্রহ দর্শনের পর পুনরায় চোখ বেঁধে ফিরিয়ে আনা হবে।

বিদ্যাপতি মন্ত্রী। তাঁর বুদ্ধির সঙ্গে বিশ্বাবসু পারবেন কেন! মন্ত্রী সকলের মঙ্গলকামনায় ভূতাপসারণ করার জন্য সেই সর্ষের বীজ ছড়াতে ছড়াতে চললেন চোখ বাঁধা অবস্থায়। কারণ, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে নীলমাধবের হদিস দিতে হবে। বিগ্রহ দেখে অতীব মুগ্ধ বিদ্যাপতি। ফিরে আসতে হল চোখ বাঁধা অবস্থায়। কিছুদিন পরে বর্ষা নামল। সর্ষের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গাছে পরিণত হল। ফুল এল সেই গাছে। হলুদে হলুদ।

এবার বিশ্বাবসুর অনুমতি চাইলেন নিজের বাড়ি ফেরার বিষয়ে। স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবেন। বিশ্বাবসু বিন্দুমাত্র সন্দেহের চোখে না দেখে বিদ্যাপতিকে অনুমতি দিলেন। তিনি বাড়ি না ফিরে নীলমাধবের বিষয়ে খবর দিলেন রাজাকে। রাজা নীলমাধবের দর্শনে মন্দিরে এসে হাজির হলেন। কিন্তু না, এবারেও তিনি ব্যর্থ হলেন। নীলমাধবের দর্শন পেলেন না। ভীষণ পণ করে কুশশয্যা তৈরি করে আমরণ সেখানেই কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। স্বপ্নে জানলেন পুরীর সৈকতে ফিরে যাওয়ার কথা। সেখানেই তিনি একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড সমুদ্রের জলে ভেসে আসতে দেখবেন। সেই কাষ্ঠেই নীলমাধবের 'হৃদয়' প্রোথিত আছে। সেই দারুমূর্তিই পরবর্তীতে জগন্নাথ দেব।

একটু অন্য কথায় যাই। আমরা এই যে আমাদের কর্ম-কাজ সবকিছু ছেড়ে রথ টানতে চলে যাই। রথের রশিতে টান দিতে যাই। কিন্তু কেন? এ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। এমনি এমনি কিন্তু রথের রশিতে টান দেওয়া হয় না, রথ চালনা করার জন্যই তা করা হয়। নইলে রশির কোনও মানে নেই। তবে, রশি এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল রথ চালানো।

'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।' নিজের আত্মাকে রথী বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ রথ যাঁর আছে। আমাদের অন্তরাত্মা, যিনি ভিতরে রয়েছেন, তা হচ্ছে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ। অর্থাৎ সেই অন্তর্যামী, যিনি সমস্ত কিছুর সাক্ষী থাকেন কিন্তু কোনও কিছুর সঙ্গে জড়ান না। তবে তিনি চেতন এবং আত্মা। তাঁর সঙ্গেই তো পরমাত্মার মিল হয়। তিনিই আমি। এই যে বোধ, যেখানে আত্মাকে- অন্তর্যামীকে ধরে রাখা হয়, সেটিই হল রথ। সেই রথকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় মোক্ষের দিকে।

আমাদের সকলের মধ্যে আত্মা বিরাজমান। জগন্নাথের রথ চালনাকারীর মধ্যেও সেই আত্মা। আত্মা যে অন্তরে রয়েছে তার খোলস হচ্ছে রথ। শরীর হচ্ছে রথ। শরীরটা যাঁর, যে আত্মা শরীরকে অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি হচ্ছেন রথী। গুণ আছে যাঁর গুণী। ধন আছে যাঁর ধনী। তেমনি রথ আছে যাঁর তিনি রথী। শরীরটাকে রথ হিসেবে ধরে যদি আমরা জগন্নাথের রথ চালাই, তাহলে মুক্তির দিকে, মোক্ষলাভের উদ্দেশে আমরা নিজেদের চালনা করব। এখানেই রশের রথির গুরুত্ব।

ঠিক যেমন আত্মাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি না, তেমনই জগন্নাথের বিগ্রহকেও আমরা স্পর্শ করতে পারি না। তার মানে আমরা যে কর্ম করি, সেটাই হচ্ছে রথের রশি। আমরা যদি ভালো কর্ম করতে পারি, তাহলে মোক্ষলাভ করতে পারব। আমরা জগন্নাথকে চালনা করছি মানে সুকর্ম করার চেষ্টা করছি। রথের রশি টেনে চালানোর চেষ্টা করছি। পুরীতে ওই গুণ্ডিচা মন্দিরে মোক্ষ লুকিয়ে রয়েছে।

'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসেন অন্তর্যামী।' রথ যে দেবতা নয়, তা রবীন্দ্রনাথের কথার মধ্যেই স্পষ্ট। 'হাসেন অন্তর্যামী' অর্থাৎ তাঁকেই আমরা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে চালাচ্ছি। রথের রশি ধরে টানার সময়ে তাঁর কথাই ভাবছি। তাঁর দেখানো পথেই আমরা হাঁটছি।

জনমন জনমত

মেয়রের কাছে অনুরোধ

শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চারটে ভবন এখন অনলাইনে বুক করা যাবে। খবরে প্রকাশ, মেয়র এই অর্ডার কার্যকরী করতে অনুমতিও দিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্ত রাজ্যবাসী বিশেষ করে উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য ভালো হবে। অনেকে উপকৃতও হবেন। তবে, এই বিষয়ে শিলিগুড়িবাসী এতদিন যে সুযোগসুবিধা পেয়ে আসছিলেন সেই সুযোগ থেকে যে বঞ্চিত হবে তা আর বলার অবকাশ রাখে না।

ভালো পরিবেশে থাকতে সবাই পছন্দ করেন। উত্তরবঙ্গের উত্তরের দিকের প্রায় সব জেলার মানুষ শিলিগুড়ি অতিথিনিবাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। ফলে অনলাইনের সুযোগ নিয়ে তাঁরা নিজেদের জেলার ভবন বুক না করে বেলেঘেটার শিলিগুড়ি অতিথিনিবাস বুক করতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন এটা বলাই যায়। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ নীতিতে যা হওয়ার তাই হবে।

দুটো ভিআইপি সুট রুম ও ডর্মিটরি রুমটি বাদ দিলে ১৪/১৫টা রুম অবশিষ্ট থাকে। সেখানে এই প্রক্রিয়ায় শিলিগুড়ির কতজন রুম বুক করার সুযোগ পাবেন? এতদিন প্রয়োজনে কর্পোরেশনের উলটো দিকে পান্থনিবাসের অফিসে গিয়ে ম্যানুয়ালি বুক করার যে সুযোগটা পেতাম সেটা আর পাওয়া যাবে না।

এই অবস্থায় মেয়রের কাছে অনুরোধ, অন্তত কয়েকটা রুম শিলিগুড়িবাসীর জন্য বরাদ্দ রাখুন। সেটা কীভাবে করা যাবে তা আপনি, আপনার টিম ও বিশেষজ্ঞরা ঠিক করবেন। আশা করি আপনি এই অনুরোধ রাখবেন।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

অন্য কাজ বেশি, পড়ানোর সময় কম শিক্ষকদের

হঠাৎ সেদিন সব অস্থায়ী কর্মীকে সরিয়ে দিয়ে, শিক্ষকদের দ্বারা সারা বছর ধরে নির্বাচন কমিশনের কাজ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশিকা এসেছে। উভয় সরকার পণ করেছে, কোনও দপ্তরের শূন্যপদ সহজে পূরণ করা হবে না, বরং যেসব সরকারি দপ্তর আছে সেগুলোও ধ্বংস করে দেওয়া হবে। বরাবরের মতোই, শিক্ষাক্ষেত্রটা সবার আগে চোখে পড়ে।

জনগণের চোখে পট্টি দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে সরকারের প্রহসন, সত্যিই নিন্দনীয়। প্রতি বছর হাজার হাজার শূন্যপদ তৈরি হলেও শিক্ষক নিয়োগ নেই। নিয়োগ হলেও তাতে দুর্নীতি। বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই-তিনজন শিক্ষক দিয়ে চলছে। গাঁজাখুঁড়ি সিলেবাস। নেই শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক। নেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক। প্রাথমিকে তো কেরানি বা গ্রুপ-ডি পদটাই নেই। স্কুল গ্র্যান্ট বলতে এখন বছরে শুধু কয়েক হাজার টাকা। তবুও দীর্ঘদিন যাবৎ, মিড-ডে মিল দপ্তরের দায়িত্ব পালন শিক্ষকদের উপরেই চাপিয়ে দেওয়া আছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের একটা কর্মসূচি, শিশুরা যেন সদা সুস্থ থাকে। সেজন্য আয়রন ট্যাবলেটের দায়িত্বও শিক্ষকদের ওপর। তাছাড়া বিভিন্ন স্কলারশিপ, যোজনা, জনমুখী প্রকল্প, বই, জামা, জুতো ইত্যাদি সবকিছুর দায়ভার শিক্ষকদের ওপরেই।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অভিযানও যেমন করতে হয়, জনগণনার দায়িত্বও থাকে। এককালে তো গ্রাম-শহরের টয়লেট গোনার কাজও করতে হত শিক্ষকদের। এখন গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিশু সুরক্ষা, নারী সুরক্ষার দায়িত্ব শিক্ষকদের হাতে। হুটহাট করে স্কুল বন্ধ করে দিয়ে র‍্যাশন পর্যন্ত বিতরণ করতে হয়। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, পশুপ্রেমের মতো মহান একটা কাজ, 'পথকুকুরদের ভোজন', সেটা পর্যন্ত সারাবছর শিক্ষকদের দ্বারাই করিয়ে নেওয়ার নির্দেশিকা এসেছে। এভাবেই যদি শিক্ষকরা সারাবছর সারাদিন শিক্ষাদান ব্যতীত অন্য দপ্তরের কাজ করতে থাকেন, স্কুলে পড়াবে কে?

ষড়যন্ত্রটা বহুমুখী। শিক্ষকদের দিয়ে কাজগুলো করিয়ে নিলে শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন দ্রুত ভেঙে পড়বে, তেমনই অন্য দপ্তরে খুব বেশি কর্মী পুষতে হবে না। নিয়োগ বন্ধ রাখলেও চলবে। শিক্ষাদান নিম্নমানের হবে। একটা প্রজন্ম অশিক্ষিত থাকবে। দেশের অন্দরেই দুর্নীতি চালানো সহজ হবে।

শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় যেমন কিছু হয় না। ঘরে বসে হাপিত্যেশ করলেও দেশের উন্নতি হয় না। তরুণসমাজকে শুধু পড়াশোনা করলে চলবে না, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রও বুঝতে হবে। মিড-ডে মিল, খাদ্য দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, শিক্ষাক্ষেত্র এমনকি নির্বাচন কমিশনের মতো দপ্তরের অধীনে সরকারিভাবে বিএলও'র মতো স্থায়ী পদে নিয়োগের দাবি তুলতে হবে।

শিক্ষকরা আছেন। থাকবেন। সমাজের জন্য লড়াই করছেন। করবেন। শিক্ষকদের এভাবে শিক্ষাবহির্ভূত কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। এটাই সকলের দাবি হোক।

দীপঙ্কর বর্মন
পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

গ্রন্থাগারগুলো সচল করা দরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দিনদিন তলানিতে এসে ঠেকেছে। প্রতিদিন সময়মতো খোলা ও বন্ধ করা হয় না। ফলে দুই-এক জন পাঠক থাকলেও তাঁরা এসে ফিরে যেতে বাধ্য হন। সম্ভবত গ্রন্থাগারকর্মীর অভাবে গ্রন্থাগারগুলোর এই অচলাবস্থা। এক গ্রন্থাগারিক দুই-তিনটি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে আছেন বলে শোনা যায়। সমস্যা বা সমালোচনা থাকলেও কীভাবে গ্রন্থাগারগুলো সচল করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আমার মনে হয়, গ্রন্থাগারে যেসব পরিষেবা সচল রয়েছে তার পাশাপাশি 'সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র' গড়ে তোলা যেতে পারে। স্থানীয় কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে মাসে একদিন সাহিত্য পাঠের আসর বসানো যেতে পারে। সেখানে প্রখ্যাত কবি বা সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। গ্রন্থাগারিকরা এব্যাপারে

উদ্যোগ নিক। ফলে যাঁরা সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী তাঁদের গ্রন্থাগারে আসার প্রবণতা বাড়বে। জেলা বইমেলা থেকে প্রাপ্ত নতুন বইগুলি তাঁদের নজরে আসবে। ধীরে ধীরে কবি, সাহিত্যিক ও পাঠকের সংখ্যা বাড়বে। নতুন কবিদের সন্ধান পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগার কবি, সাহিত্যিক ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করুক। নতুন কবিদের কবিতার বই প্রকাশে পরামর্শ দিলে ও সহযোগিতা করলে উপকৃত হবে। গ্রন্থাগার একটি সাহিত্যের আড্ডাখানায় পরিণত হবে।

জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর এব্যাপারে উদ্যোগ নিলে সাহিত্যচর্চা নতুন দিশা পাবে। কবি, সাহিত্যিক ও পাঠকদের হাত ধরে এগিয়ে চলুক গ্রন্থাগার পরিষেবা।

অমিয়কুমার চৌধুরী
ওয়ার্ড নম্বর ১০, বুনিয়াদপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮১

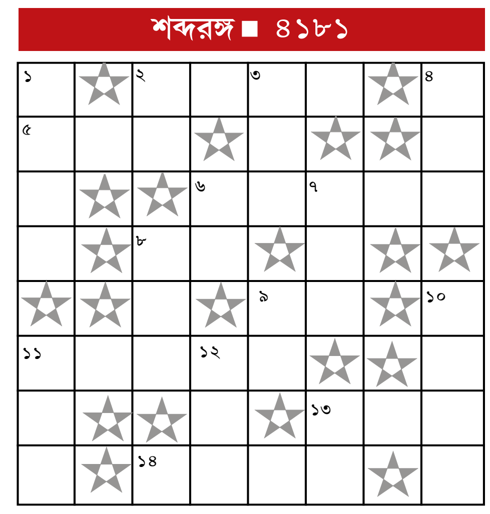

পাশাপাশি : ২। হিমালয়পত্নী, মেনকা ৫। দিব্যিসূচক উক্তিবিশেষ ৬। লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দল ৮। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসা বাজার ৯। বিয়ের পাত্রপাত্রীর অন্যতম, আশীর্বাদ, স্বামী ১১। যে বন বাংলাদেশে আছে, পশ্চিমবঙ্গেও আছে ১৩। কান্না, বিলাপ, কাতরোক্তি ১৪। বাহুর অলংকারবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। তোষামুদে ২। দশনামী সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকবিশেষ ৩। জমির আল, পতিত জমি ৪। একবার, মাত্র একবার ৬। সুবৃহৎ ও দীর্ঘজীবী গাছবিশেষ, ন্যগ্রোধ ৭। কিরীট, মুকুট, শিরোনাম, চূড়া ৮। মাছজাতীয় হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণী ৯। জঙ্গল, অরণ্য, কানন ১০। চাঁদ ১১। বন্ধু, মিত্র, সখা, হিতৈষী ১২। মুখ, বর্ণনা, বিবরণ ১৩। মিশ্র ধাতুবিশেষ, রাং ও তামার মিশ্রণে তৈরি ধাতু।

সমাধান ■ ৪১৮০

পাশাপাশি : ১। দবদবা ৩। সুশ্রুত ৫। পতিতপাবন ৬। কলঙ্ক ৭। পাইক ৯। ধানাইপানাই ১২। কিনার ১৩। করপাল।

উপর-নীচ : ১। দণ্ডকাক ২। বাইতি ৩। সুতপা ৪। তপন ৫। পঙ্ক ৭। পাই ৮। কপিঞ্জল ৯। ধানুকি ১০। ইয়ার ১১। নালিক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তেলেঙ্গানায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৪

১ কোটি করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রাজ্যের

হায়দরাবাদ, ১ জুলাই : মঙ্গলবার ইট-লোহা-টিনের স্তূপের মধ্যে থেকে একের পর এক দেহ বার করে আনছিলেন উদ্ধারকারীরা। অধিকাংশ দেহ এমনভাবে পুড়ে গিয়েছে যে চেনা দায়। ডিএনএ পরীক্ষা না করে যে সেগুলির পরিচয় জানা কঠিন, তা স্বীকার করে নিয়েছেন তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। তবে কেউ প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সরকারি হিসাব বলছে, সাঙ্গারেড্ডি জেলার বিস্ফোরণে কার্যত ধ্বংস হয়ে যাওয়া ওষুধ কারখানা থেকে ১৩টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই সংখ্যাটা ৪৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিস্ফোরণের সময় কারখানায় অন্তত ৯০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। তাঁদের অনেকের খোঁজ মেলেনি। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন উদ্ধারকর্মীরা। হতাহতদের বড় অংশ ভিনরাজ্য থেকে আসা শ্রমিক। মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন শ্রমিক কারখানায় কাজ করতেন। এরাজ্যের শ্রমিকদের বেশিরভাগ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থেকে গিয়েছিলেন। দাসপুরের হরিরাজপুরের অন্তত ৪ জন কারখানাটিতে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে অসীম টুডু এবং শ্যামসুন্দর টুডুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বাকি ২ জনের একজনের সোমবার ছুটি ছিল। অপরজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের অবস্থা জানতে পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশের তরফে তেলেঙ্গানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। মঙ্গলবারই তেলেঙ্গানার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ৪ শ্রমিকের পরিজনেরা।

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। মৃতদের পরিবার পিছু ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত, কারখানার রিঅ্যাক্টরে প্রথমে বিস্ফোরণ ঘটে। তার জেরে কেন্দ্রটির বড় অংশে আগুন ধরে যায়। উড়ে যায় ছাদ। ধসে পড়ে দেওয়াল। তেলেঙ্গানা রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা ও অগ্নিনির্বাপণ

একনজরে

- বিস্ফোরণের সময় কারখানায় ৯০ শ্রমিক কাজ করছিলেন
- অনেকের খোঁজ মেলেনি, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে
- হতাহতদের অনেকে মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা
- এরাজ্য থেকে যাওয়া শ্রমিকদের বেশিরভাগ পশ্চিম মেদিনীপুরের

পরিষেবার ডিরেক্টর ওয়াই নাগি রেড্ডির বক্তব্য, 'শিল্প বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজ বাতাসে শুকনো করার সময় এই ঘটনা ঘটেছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে কতজন লোক আছে সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই।'

প্রশাসনের অপর একটি সূত্রে আবার কারখানার 'স্প্রে ড্রায়ার'-এ তাপমাত্র বেড়ে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার মুহূর্তে সেটির তাপমাত্রা সম্ভবত ৮০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে গিয়েছিল। যার জেরে বিস্ফোরণের তীব্রতা এত বেশি হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী দামোদর রাজনারসীমা জানান, ঘটনার সময় ৯০ জন কর্মী সেখানে কাজ করছিলেন। তাঁদের বেশিরভাগ নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার সুযোগ পাননি। ধ্বংসস্তূপের নীচে বেশ কয়েকজন চাপা পড়েছেন। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত একাধিক শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে মনে করছেন বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কর্মীরা।

তেলেঙ্গানা প্রশাসনের তথ্য বলছে, বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া কারখানাটি সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন। ওষুধ ছাড়াও কারখানাটিতে মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজ (এমসিসি), খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রসাধনী দ্রব্য তৈরি হত। তেলেঙ্গানা ছাড়াও গুজরাটে সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজের ২টি কারখানা রয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জকে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, শ্রমিকদের হতাহত হওয়ার পাশাপাশি তেলেঙ্গানার উৎপাদনকেন্দ্রের পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিস্ফোরণের কারণে কারখানাটি আপাতত ৯০ দিনের জন্য বন্ধ রাখা হবে।

বিস্ফোরণের ঘটনায় সুর চড়াতে শুরু করেছে বিরোধীরা। দুর্ঘটনার স্বচ্ছ তদন্তের দাবিতে দীর্ঘদিন পর পথে নেমেছে বিরোধী দল ভারত রাষ্ট্র সমিতির নেতা-কর্মীদের। বিস্ফোরণের জন্য রাজ্য সরকারের নজরদারির অভাবকে দায়ী করেছে বিজেপি।

স্বজনহারার কান্না...তেলেঙ্গানা ওষুধ কারখানার বিস্ফোরণে স্বজন হারানোর শোক (ওপরে)। হাসপাতালে মহিলাকে সান্ত্বনা কে কবিতার।

বাতাসে উড়ছিল শ্রমিকদের দেহ

হায়দরাবাদ, ১ জুলাই : তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলায় একটি ওষুধ কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শেষ হয়নি। মঙ্গলবারও কারখানা ও তার আশপাশের এলাকা বিস্ফোরণের তীব্রতার সাক্ষ্য বহন করছে। ধসে পড়া দেওয়াল, বেঁকেচুরে যাওয়া মোটা লোহার বিম, কয়েক মুহূর্তে ধ্বংস হওয়া বিরাট শক্তপোক্ত চুল্লির অবশিষ্টাংশ নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, ওষুধ তৈরির কারখানায় কী ধরনের রাসায়নিক জড়ো করা হয়েছিল যা থেকে এত তীব্র বিস্ফোরণ ঘটেছে? সেই রাসয়নিকের পরিমাণ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কয়েকজন শ্রমিকের দেহ শূন্যে উড়ে গিয়েছিল। একাধিক দেহ ছিটকে পড়েছিল প্রায় ১০০ মিটার দূরে। ওষুধের কারখানায় বিস্ফোরণের এহেন পরিণতির কারণ কী? এদিন পর্যন্ত কোনও প্রশ্নের জবাব মেলেনি। হতাহত শ্রমিক পরিবারগুলির

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে নতুন প্রশ্ন

আর্তনাদ আর কান্নায় এলাকার বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্যমন্ত্রী দামোদর রাজনারসীমার কথায়, 'সোমবার কারখানায় ৯০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। বিস্ফোরণের ফলে কারখানার শেড উড়ে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কয়েকজন শ্রমিক ১০০ মিটার দূরে গিয়েছে পড়েছেন।'

কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মৃতের সংখ্যা গোপনের অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বিধায়ক মহীপাল রেড্ডি। তিনি বলেন, 'সংস্থাটি কোনও ধরনের নিরাপত্তাবিধি না মেনে কাজ করছিল। বহু মানুষ মারা গিয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা গোপন করা হচ্ছে।'

কমিশনের কাছে দরবার তৃণমূলের

ভোটার তালিকা সংশোধন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : বিহারে বিধানসভা ভোটের আগে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিসন বা এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দ্বৈরথ ক্রমশ বাড়ছে তৃণমূল-আরজেডির। চাপের মুখে কমিশন পিছু হটেছে ঠিকই। কিন্তু তাতে প্রতিবাদ থামাতে নারাজ জোড়াফুল এবং লণ্ঠন শিবির। মঙ্গলবার তৃণমূলের মুখ্য সচেতক তথা শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে। ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস এবং রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে একাধিক বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছি। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যাঁদের জন্ম ১৯৮৭ সালের পরে, তাঁদের অভিভাবকদের জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান সংক্রান্ত তথ্য দিতে হবে। অথচ যাঁরা ইতিমধ্যেই বৈধ ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত, তাঁদের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়।' কল্যাণ জানান, জন্ম শংসাপত্রের ভিত্তিতেই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না এবং আগে থেকে তালিকাভুক্ত ভোটাররা তালিকাতেই থাকবেন বলে কমিশন আশ্বাস দিয়েছে।

তাঁর সাফ কথা, '২০২৪ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরে এসআইআর করা উচিত। ২০২৪ সালে নির্বাচন হয়েছে। তাহলে ২০০৩ সালকে কেন বেস লেভেল হিসেবে ধরা হবে? গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা থাকা খুবই জরুরি।' মহারাষ্ট্রের ভোটে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তুলে দেশজুড়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই ব্যাপারে কল্যাণ বলেন, 'মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানার ভোটপ্রক্রিয়া শুরুর দিন কয়েক আগেই প্রচুর সংখ্যক ভোটারকে তালিকাভুক্ত করা হল কীভাবে? কমিশনের সার্কুলার দেখে মনে হয়েছে শর্তাবলি আগে, নাম অন্তর্ভুক্তি পরে।'

> ২০০৩ সালকে কেন বেস লেভেল হিসেবে ধরা হবে? গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা থাকা খুবই জরুরি।
>
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

একই কথা বলেন ফিরহাদ হাকিমও। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে কমিশন। আধার লিংক সংক্রান্ত ইস্যুতে তৃণমূল জানায়, 'আধার বাধ্যতামূলক নয় বললেও, বাস্তবে ছবি ও আধার নম্বর সংগ্রহের নির্দেশে সাধারণ মানুষের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হচ্ছে।'

কমিশনের নির্দেশ প্রসঙ্গে বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবও এদিন সুর চড়ান। একটি সংবাদমাধ্যমকে আরজেডি নেতা বলেন, 'বিহারে শেষবার ভোটার তালিকা সংশোধন হয়েছিল ২০০৩ সালে। তারপর থেকে আর এই কাজটি হয়নি। সেই বার ওই কাজটি শেষ হতে ২ বছর সময় লেগেছিল। তারপরই হয়েছিল বিধানসভা ভোট। এবার ভোট নভেম্বরে হওয়ার কথা। বিজ্ঞপ্তি জারির প্রক্রিয়া শুরু হতে আর মাত্র ২ মাস বাকি। এর অর্থ মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে কমিশনকে নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। তাও আবার যখন বিহারের ৭৩ শতাংশ এলাকা বন্যায় জলমগ্ন।'

নির্বাচন সদনে কল্যাণের নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। নয়াদিল্লি।

মোদির ৫ দেশ সফর শুরু আজ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গত দশ বছরের মধ্যে দীর্ঘতম বিদেশ সফর শুরু হচ্ছে বুধবার। আগামীকাল তিনি আট দিনের সফরে রওনা হচ্ছেন। যাবেন পাঁচটি দেশে। প্রথমে আফ্রিকার ঘানায়। সেখান থেকে ক্যারিবিয়ান দেশ ত্রিনিদাদ ও টোবাগো হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা। সেখান থেকে ব্রাজিলে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান ও গ্লোবাল সাউথের বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের সম্প্রসারণ ঘটাবেন। ব্রাজিল থেকে তিনি যাবেন বিরল খনিজ, ইউরেনিয়াম ও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সামুদ্রিক হিরের মজুত ভাণ্ডার যে দেশে রয়েছে, সেই নামিবিয়ায়। আফ্রিকার এই দেশে একাধিক ভারতীয় হিরে প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানি রয়েছে। মোদির নামিবিয়া সফরে হিরে শিল্পে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও বাড়তে পারে। বিশ্বের সর্বাধিক সামুদ্রিক হিরের মজুত রয়েছে নামিবিয়ায়। যার আনুমানিক পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন ক্যারেটেরও বেশি। নামিবিয়া কিন্তু সরাসরি কাঁচা বা আকরিক হিরে ভারতে পাঠায় না। লন্ডন হয়ে তা ভারতে আসে।

অতিরিক্ত কাজের প্রয়োজন নেই

কর্মীদের বার্তা ইনফোসিসের

বেঙ্গালুরু, ১ জুলাই : স্বাস্থ্যই সম্পদ। তাই অতিরিক্ত কাজ না করে নিজের স্বাস্থ্যকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। ইনফোসিস চায় কর্মীদের কাজ ও জীবনযাপনের মধ্যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য বজায় রাখতে। সংস্থার সর্বস্তরের কর্মীদের উদ্দেশে এমনই বার্তা দিল তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা 'ইনফোসিস'।

এক সময় যখন ইনফোসিসের সহ প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি দেশের তরুণসমাজকে প্রতি সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখনই বিস্তর বিতর্ক হয়। কিন্তু এখন ইনফোসিস নিজেই চাইছে, তাদের কর্মীরা যেন বেশি কাজ না করে নিয়মিত সময় মেনে কাজ করেন এবং নিজের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের যত্ন নেন।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, যে সমস্ত কর্মী নির্ধারিত সময়ের পরেও অফিসের কাজ করছেন, সংস্থার তরফে তাঁদের কাছে মেল পাঠানো হচ্ছে। সেই মেলে শরীরের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইনফোসিস-এর এই বার্তা ফের আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে সংস্থার কর্ণধার নারায়ণ মূর্তির সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা করে কাজ করার পরামর্শ।

ইনফোসিস কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, সপ্তাহে ৫ দিন কাজ করবেন কর্মীরা। প্রতিদিন সর্বাধিক ৯ ঘণ্টা ১৫ মিনিট কাজ করবেন তাঁরা। বাড়িতে থেকে কিংবা অফিসে এসে— নির্ধারিত এই সময়ের বাইরে অফিস করলেই সংশ্লিষ্ট কর্মীকে স্বাস্থ্যবার্তা পাঠিয়ে দেবে সংস্থাটি। বাড়িতে থেকে যাঁরা কাজ করবেন, বিশেষভাবে নজর রাখা হবে তাঁদের ওপর। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার নির্দেশ মোতাবেক, সপ্তাহে ৪৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের বেশি কাজ করবেন না কর্মীরা।

সংস্থার অন্দরের খবর, অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অনেক কর্মী প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অনেকে পরিবারকে সময় দিতে পারছেন না বলে সমস্যা হচ্ছে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও। এর প্রভাব পড়ছে অফিসের কাজে। ফলে কর্মীদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে এই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় ৩ লক্ষ ২৩ হাজারেরও বেশি কর্মী কাজ করেন।

২০২৩ সালে ইনফোসিস কর্তা নারায়ণ মূর্তি অবশ্য সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজের পক্ষে সওয়াল করে বলেছিলেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি এবং জাপানের মানুষেরা দেশের উন্নতি করতে অতিরিক্ত সময় কাজ করেছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তরুণ প্রজন্মের আরও কঠিন পরিশ্রম করা উচিত।' ইনফোসিস স্বয়ং কর্ণধারের সেই প্রস্তাবের উলটো পথে হেঁটে তা কার্যত খারিজ করে দিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শিবকাশীর বাজি কারখানায় আগুন, মৃত ৬

চেন্নাই, ১ জুলাই : ফের বিস্ফোরণ। তেলেঙ্গানার পর তামিলনাড়ুতে। ভারতে বাজি তৈরির পীঠস্থান তামিলনাড়ুর শিবকাশী। মঙ্গলবার সেখানকার একটি বাজি কারখানায় ঘটেছে ভয়ংকর বিস্ফোরণ। ঘটনায় কমপক্ষে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৫ জন গুরুতর আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিখোঁজ একাধিক শ্রমিক। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিস্ফোরণের পরেই কারখানাটিতে আগুন লেগে যায়। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল গোটা এলাকা।

বিরুদ্ধনগর জেলার পুলিশ সুপার কান্নান জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে শিবকাশীর চিন্নাকামানপট্টিতে অবস্থিত একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে তার শব্দ শোনা গিয়েছে। কারখানার আশপাশের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে পুলিশ ও দমকল। তবে কারখানার ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও বেশ কয়েকজন শ্রমিক আটকে রয়েছেন বলে উদ্ধারকর্মীদের ধারণা। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গত বছরও শিবকাশীতে একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর আবার একই ঘটনার জেরে এলাকার বাজি কারখানাগুলির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পদপিষ্টের ঘটনায় দায়ী আরসিবি

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হয়ে গণমৃত্যুর জন্য রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকেই প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করল সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল (ক্যাট)। তাদের মতে, আরসিবি সেদিনের অঘটনের জন্য দায়ী। পুলিশ তো আর জাদুকর কিংবা ভগবান নয় যে, সবার সব দোষ ঢেকে দেবে। ক্যাটের পর্যবেক্ষণ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত গত ৪ জুন বেঙ্গালুরুতে যে বিশাল জনসমাবেশ ঘটানো হয়েছিল, তার দায় মূলত আরসিবি কর্তৃপক্ষের।

ট্রাইবিউনালের রায়ে বলা হয়েছে, আরসিবি পুলিশের অনুমতি ছাড়াই সমাজমাধ্যমে জয় উদযাপনের ঘোষণা করেছিল। ফলে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো অত্যুৎসাহী মানুষ বিপুল সংখ্যায় জড়ো হয়েছিলেন স্টেডিয়ামের বাইরে। এমন বড় জমায়েত নিয়ে অবশ্যই আগে থেকে পুলিশকে জানানো প্রয়োজন ছিল আরসিবি'র। সেটা না করে তারা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। পুলিশ যে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেনি, এটা ঠিক। কিন্তু পুলিশের কাছে এত কম সময় ছিল যে, তারা উপযুক্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে উঠতে পারেনি। রায়ে আরও বলা হয়, 'পুলিশও মানুষ। তারা ভগবান বা জাদুকর নয়। তাদের কাছে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নেই, যাতে ঘষলেই সব ইচ্ছাপূরণ হয়ে যায়।'

পদপিষ্ট হয়ে বহু হতাহতের ঘটনায় রাজ্য সরকার যেসব পুলিশ আধিকারিককে বরখাস্ত করেছিল, তাঁদের মধ্যে আইপিএস অফিসার বিকাশকুমার বিকাশ ট্রাইবিউনালে মামলা করেছিলেন। ট্রাইবিউনাল

মনে করছে ট্রাইবিউনাল

সেই বরখাস্তের আদেশ খারিজ করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে বেঙ্গালুরু পুলিশের তৎকালীন কমিশনার বি দয়ানন্দ ও ডেপুটি কমিশনার শেখর তেক্কান্নাভারের সাসপেনশনের বিষয়টিও পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে তারা।

ট্রাইবিউনালের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা ভাবছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তবে তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই তিন আইপিএস অফিসারের সাসপেনশন নিয়ে পুনর্বিবেচনা করছে সরকার।

অবোলাদের বাঁচাতে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

পাটনা, ১ জুলাই : অবোলা প্রাণীদের বাঁচাতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। বিহারের শেখপুরা এলাকায় রেললাইনে চলে গিয়েছিল দুটি মহিষ। উলটো দিক থেকে ছুটে আসছিল বারাণসী-দেওঘর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। তাদের বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল যাদব (৫০)। কিন্তু চালক আপৎকালীন ব্রেক কষলেও শেষরক্ষা হয়নি। ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় দুটি মোষ সহ ওই ব্যাক্তির। কয়েক মিটার দূরে ছিটকে পড়ে দেহগুলি। ঘটনায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে স্থানীয়রা।

আদানির পাওনা মেটাল বাংলাদেশ

ঢাকা, ১ জুলাই : বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ আদানি পাওয়ারের পাওনার বড় অংশ মিটিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। ২৭ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের কাছে আদানিদের পাওনার পরিমাণ ছিল ৪৩৭ মিলিয়ন ডলার (৩.৭ হাজার কোটি টাকা)। তার মধ্যে ৩৮৪ মিলিয়ন ডলার (৩.২ হাজার কোটি টাকা) শোধ করতে পেরেছে মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। তবে এখনও বাংলাদেশের কাছে ভারতীয় সংস্থাটির বকেয়া ও সারচার্জ বাবদ ৫০০ মিলিয়ন ডলার (৪.২ হাজার কোটি টাকা) পাওনা রয়েছে। কয়েক মাস আগে যা ২ বিলিয়ন ডলার ছিল। অর্থাৎ ৩৮৪ মিলিয়ন ডলার যোগ করলে বকেয়া বাবদ আদানি পাওয়ারকে প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে ঢাকা। বকেয়ার বড় অংশ পেয়ে যাওয়ায় ২০২৫-এর মার্চ থেকে বাংলাদেশে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছে আদানি পাওয়ার।

ট্রাম্প-দাবি উড়িয়ে বার্তা

ওয়াশিংটন, ১ জুলাই : ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধের কৃতিত্ব দাবিতে ছেদ টানতে নারাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য যাই হোক, ট্রাম্প বারবার তার উলটোপথে হেঁটেছেন। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী নিজের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে এনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের যাবতীয় বক্তব্য ভোঁতা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেন জয়শংকর।

তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে দ্বিপাক্ষিক, সেই ব্যাপারে ভারতে ঐকমত্য আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতির ব্যাপারে আমি বলতে পারি, ৯ মে রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যখন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ফোন করেছিলেন তখন আমি ঘরের মধ্যেই ছিলাম। ভান্স বলেছিলেন, আমরা যদি কয়েকটি বিষয় মেনে না নিই তাহলে পাকিস্তানিরা ভারতের ওপর বড়সড়ো হামলা চালাবে।'

বিদেশমন্ত্রীর কথায়, পাকিস্তানের হামলার কথায় খুব একটা বিচলিত হননি প্রধানমন্ত্রী। বদলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, 'পাকিস্তানি হামলার যথাযথ জবাব দেওয়া হবে। পাকিস্তান ওই রাতেই আমাদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালিয়েছিল। আমরা পালটা জবাব দিয়েছিলাম। তার পরদিন সকালেই মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও আমাকে ফোন করে বলেছিলেন, পাকিস্তানিরা আলোচনায় আগ্রহী। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমি বলতে পারি। বাকিটা আপনাদের ওপরই ছাড়ছি।'

বাণিজ্য অস্ত্রে তিনি ভারত ও পাকিস্তানকে ঠান্ডা করেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন ট্রাম্প। যদিও তা মানতে চাননি বিদেশমন্ত্রী।

পহলগাম ইস্যুতেও পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, কাশ্মীরের অর্থনীতিকে ধ্বংস করতেই পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা।

যত কাণ্ড এয়ার ইন্ডিয়ায়

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : এয়ার ইন্ডিয়ার ফাঁড়া যেন কাটতেই চাইছে না। মাত্র ৩৮ ঘণ্টার ব্যবধানে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকগামী অভিশপ্ত এআই-১৭১-এর মতো দশা হতে পারত নয়াদিল্লি-ভিয়েনা এআই-১৮৭-র। ১২ জুন আহমেদাবাদ বিপর্যয় হয়েছিল। ১৪ জুন নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাত ২টো ৫৬ মিনিটে ভিয়েনার উদ্দেশে রওনা দেয় এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৭৭ বিমানটি। জানা গিয়েছে, বিমানটি আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ৯০০ মিটার নীচে নেমে আসে। বারবার 'ডোন্ট সিংক' সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। শেষমেশ পাইলটদের তৎপরতায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই ৯ ঘণ্টা ৮ মিনিটের সফর অতিক্রম করে ভিয়েনায় অবতরণ করে এআই-১৮৭।

এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই বিমানের দুই পাইলটকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার এক মুখপাত্র বলেন, পাইলটের রিপোর্ট পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ম মেনে ডিজিসিএ-কে জানানো হয়েছে। ওই বিমানের রেকর্ডার থেকে উদ্ধার হওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে এয়ার ইন্ডিয়ার হেড অফ সেফটিকে সমন পাঠানো হয়েছে। এদিকে আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট ১১ জুলাইয়ের মধ্যে প্রকাশ করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। বিমানের একজন বাদে ২৪১ জন যাত্রীই মারা গিয়েছেন।

আরও চাপে 'মহারাজা' : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়ার কাজকর্ম নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এবার দুর্ঘটনায় মৃতদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তা নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়া এবং এবং অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারের নির্মাতা বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে মামলার চিন্তাভাবনা করছে ব্রিটেনের একটি পরিবার। ওই পরিবারের কিছু সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ব্রিটেনের আদালতে এয়ার ইন্ডিয়া ও বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বিমান ভেঙে মৃত ৬

ওয়াশিংটন, ১ জুলাই : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহায়ো প্রদেশে একটি বেসরকারি জেট বিমান ওড়ার কিছুক্ষণ পরই ভেঙে পড়ায় মারা গেলেন পাইলট সহ ছয়জন। মন্টানা প্রদেশের বোজম্যানগামী সেসনা ৪৪১ বিমানটি উড়েছিল ইয়ংসটাউন ওয়ারেন থেকে। ওড়ার পরই বিমানটি একটি বাড়ির পিছন দিকের ভেঙে পড়ে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

তাপপ্রবাহে পুড়ছে গোটা ইউরোপ

প্যারিস, ১ জুলাই : দক্ষিণ ইউরোপজুড়ে তীব্র গরমে নাভিশ্বাস উঠেছে মানুষের। ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, তুরস্ক সহ একাধিক দেশে একযোগে গরমে লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। প্যারিসে তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। স্পেন ও পর্তুগালে জুন মাসের রেকর্ড গরম ধরা পড়েছে— কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৪৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তুরস্ক, ইতালি ও ফ্রান্সে দাবানল ছড়িয়েছে। তাপপ্রবাহে পুড়ছে স্পেনও। সে দেশের বার্সেলোনা শহরে চলতি বছর জুন মাসে তাপমাত্রা যে জায়গায় পৌঁছোয়, তা গত একশো বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

চলতি গ্রীষ্মের প্রথম বড় ধরনের তাপপ্রবাহ উত্তর ভূমধ্যসাগর উপকূলজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু স্থলভাগেই নয়, সাগরের জলের তাপমাত্রাও জুন মাসে রেকর্ড ছুঁয়েছে—২৬.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ফ্রান্সের ১৬টি এলাকায় 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। প্যারিস অঞ্চলে সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত দূষণ ছড়াতে পারে এমন যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১,৩৫০টি স্কুল আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে সে দেশের শিক্ষামন্ত্রক। মঙ্গলবার আইফেল টাওয়ার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ঘোষণাও করা হয়েছে।

বিভিন্ন শহরে গরম সামলাতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ— মার্সেইতে সুইমিং পুলে অবাধ প্রবেশাধিকার, বোর্দো শহরে রাত ১১টা পর্যন্ত পার্ক খুলে রাখা, ভেনিসে বয়স্কদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিউজিয়ামে নিখরচায় ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এমন তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহের ঘটনা আরও বাড়বে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

মাদ্রিদের পর্যটক আগাথ লাকঁ বলেন, 'এই গরমে দিনের পরিকল্পনা বদলে ফেলতে হচ্ছে— সকালেই ঘোরাঘুরি সারতে হয়, দুপুরে ঘরে ফিরতে হয় ঠান্ডা আমেজ পেতে।' স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'এটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। বছরের পর বছর মাদ্রিদ আরও গরম হয়ে উঠছে।'

মিলানে প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে পুলে মাথা ডোবালেন যাত্রী। (ডানদিকে) তুরস্কের আকিসারের জঙ্গলে দাবানল।

নতুন ছবি মালিক-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে রাজকুমার রাও এবং প্রসেনজিৎ। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে। -এএফপি

মেট্রো ইন দিনো-র প্রচারে

আদিত্য-সারার মেট্রো ভ্রমণ

'মেট্রো ইন দিনো'র প্রচারে মেট্রো চড়লেন আদিত্য রায় কাপুর ও সারা আলি খান। মুম্বাইয়ে তাঁদের ভ্রমণের ছবি নেটে ঘুরেই চলেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আদিত্য ও সারা সেলফি তুলছেন, সারার হাত আদিত্যর কাঁধে। এক ভক্ত ওঁদের সঙ্গে সেলফি তোলার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে সে ইচ্ছাও পূরণ হয়। সারা মেয়েটিকে তাঁর পাশে ডেকে নেন, তারপর ক্যামেরায় সকলের হাসিমুখ। দুজনের একসঙ্গে কথোপকথন ও মেট্রো ভ্রমণের ছবিও তার একটি ক্লিপে দেখা যায়। সারা পরেছিলেন স্লিভলেস টপ, ম্যাটিং প্যান্ট, দুটোই নেভি ব্লু রঙের। আদিত্য নীল প্যান্ট, নেভি ব্লু ও সাদা চেক শার্ট পরেছিলেন। ভিডিও ইন্সটায় শেয়ার করে সারা ক্যাপশন করেন, 'মেট্রো মে মস্তি'। ছবিতে এছাড়া আছেন অনুপম খের, নীনা গুপ্তা, কঙ্কনা সেনশর্মা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, আলি ফজল, ফতিমা সানা শেখ প্রমুখ। পরিচালক অনুরাগ বসু বলেছেন, 'সব অভিনেতারাই এককথায় রাজি হয়েছেন এই ছবি করতে। তাঁরা আমার ওপর ভরসা করেছেন। ওঁরা যেভাবে অভিনয় করেছেন, আর কেউ করতে পারত না বলে আমি মনে করি।'

ছেলের ধর্ম জানালেন না বিক্রান্ত

ছেলে বর্ধন মাসের জন্মের শংসাপত্রে ধর্মের জায়গাটা ফাঁকা রেখেছেন বিক্রান্ত মাসে। গত বছর পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন তিনি। তার আগে বলেছিলেন, তাঁর পরিবারে বহু ধর্মের মিলন হয়েছে যেমন, তাঁর মা শিখ, বাবা খ্রিশ্চান, ভাই মুসলিম এবং তাঁর পরিবার কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম পালন করে না। এখন ছেলের শংসাপত্রে নিজের ধর্মবিশ্বাসের কথা জানাবার সুযোগ পেয়ে তাকে কাজে লাগিয়েছেন বিক্রান্ত। তাঁর বক্তব্য, 'আমি মনে করি, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ। ধর্ম বেছে নেবার অধিকার সকলের আছে। আমাদের বড়িতে সব ধর্মের অস্তিত্ব আছে। আমি পুজো করি, গুরুদ্বারে যাই। তাই ছেলের শংসাপত্রে এই কলাম ফাঁকা রেখেছি। সরকার থেকে দেওয়া শংসাপত্রে ধর্মের উল্লখ করতে বলা হয়নি, সরকার কারও ধর্মের কথা জানতে চায় না। আমার খারাপ লাগবে যদি আমার ছেলে ধর্মপালনের ভিত্তিতে কাউকে মান্যতা দেয়। আমি সেভাবে ওকে বড় করব না।'

এর আগে বিক্রান্ত বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি কেউ একজন আছেন যিনি আমার দেখাশোনা করছেন, আমার সঙ্গে আছেন। আমাকে সুস্থ রাখছেন। তাঁকেই আমি ঈশ্বর মানি। কোনও পূজাপদ্ধতি মানি না।' তাঁর এই কথায় সে সময় তাঁর সমালোচনা হয়। ছেলের নাম ঠিক হলেও নামকরণের একটি অনুষ্ঠান হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

শেফালির ওষুধ নিয়ে মুখ খুললেন বন্ধু

শেফালি জারিওয়ালা মৃত্যুর আগে ঠিক কী ওষুধ নিয়েছিলেন? পুলিশ জেনেছে, ভিটামিন সি ড্রিপ। শেফালির বন্ধু পূজা ঘাইও সে কথাই জানিয়েছেন। তবে এই ভিটামিন সি ড্রিপে কোনও ভুল কিছু দেখছেন না তিনি। পূজা স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোভিডের পর থেকে এই ভিটামিন সি খুবই প্রয়োজনীয় ওষুধ। দুবাইয়ের সবকটা স্পা, স্যালোন, পার্লারেও এই ড্রিপ চলে। সুতরাং এই ড্রিপে ভয়াবহ কিছু নেই বলে জানিয়েছেন পূজা।

শুধু তাই নয়, পূজা ঘাই আরও জানান, অ্যান্টি এজেইং চিকিৎসা শেফালির পক্ষে খুব জরুরি ছিল। যে পেশায় তিনি আছেন, সেই পেশায় সবসময় নিজের সেরাটা দিয়ে হয়। শেফালিও তাই দিতেন। কিন্তু বয়সকে ধরে রাখা না গেলে, সব দেওয়াই ফাঁকি থেকে যাবে। তাই এই চিকিৎসাটা জরুরি। দোষের মধ্যে প্রেস্ক্রিপশন অনুযায়ী সাম্প্রতিক ইঞ্জেকশনটা নেওয়ার দিনে উপোস করেছিলেন শেফালি। সেটাই হয়তো তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকতে পারে বলে জানাচ্ছেন তাঁর বন্ধু।

শুটিং শেষে আবেগতাড়িত রণবীর

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণ ছবির প্রথম অংশ রামায়ণ পার্ট ১-এর শুটিং শেষ হল। এই দিনের ক্যামেরার পিছনের ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়েছে। তাতে ছবির নায়ক রাম মানে রণবীর কাপুর ও লক্ষণ বা রবি দুবে নিজের বক্তব্য রেখেছেন। রণবীরকে দৃশ্যতই আবেগতাড়িত দেখিয়েছে। সাই পল্লবী, যশ, রবি সবাইকে নিয়ে এইরকম একটি প্রোজেক্টে কাজ করেছেন বলে তার জন্য সবাইকে কৃতজ্ঞত জানিয়েছেন । বক্তব্যের সময় রবি রণবীরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আর একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে রণবীর ও রবি এবং অন্য সবাই কেক কাটছেন। নীতেশও সেখানে হাজির। সবাই চিৎকার করে, হাততালি দিয়ে মুহূর্তটিকে সজীব করেছেন। নিঃসন্দেহে খুবই আনন্দের দিন। অনুষ্ঠান আরও আবেগতাড়িত হয় যখন রণবীর রবিকে জড়িয়ে ধরেন। লক্ষ্মণ রামের সোহদর, যিনি শ্রীরামের ছায়া হয়ে সারাজীবন কাটিয়েছেন। রবি লক্ষ্মণ হয়েছেন। এই মুহূর্তে রণবীর ও রবিকে সেই মহাকাব্যের রাম ও লক্ষ্মণ বলেই মনে হয়েছে। ছবিতে সাই পল্লবী হয়েছেন সীতা, সানি দেওল শ্রী হনুমান, যশ রাবণ, কাজল আগরওয়াল মন্দোদরী হয়েছেন। অস্কারজয়ী ভিএফএক্স স্টুডিও ডিএনইজি দেখছে ছবির ভিশুয়াল এফেক্টসের দিকটা। রামায়ণের প্রথম ভাগ মুক্তি পাবে ২০২৬-এর দিওয়ালিতে, পরের ভাগ আসবে ২০২৭ সালের দিওয়ালিতে।

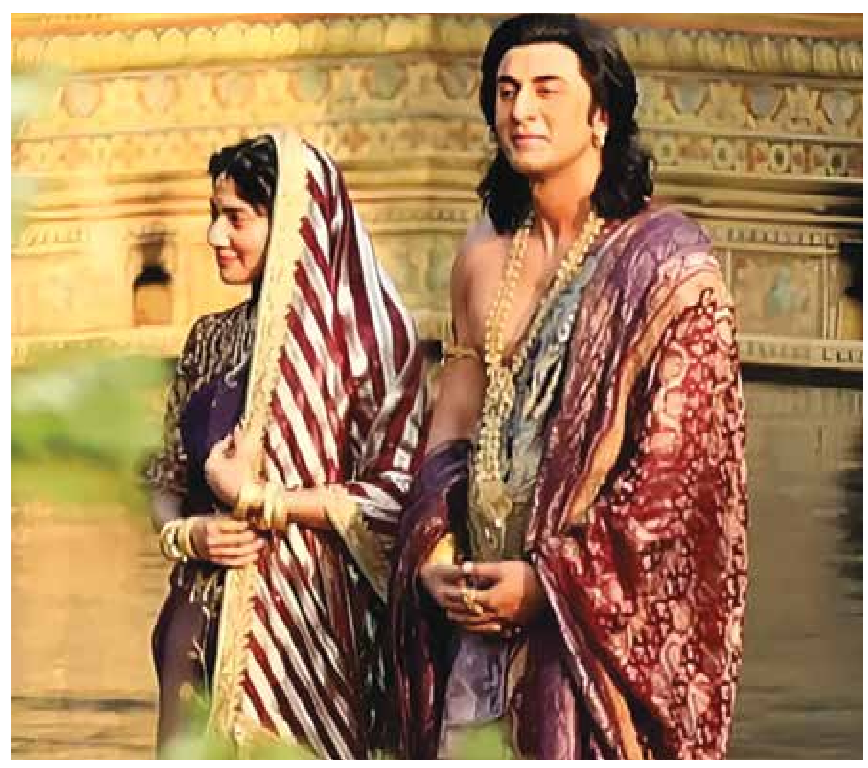

দিলজিৎকে সমর্থন করেও সরে গেলেন নাসির

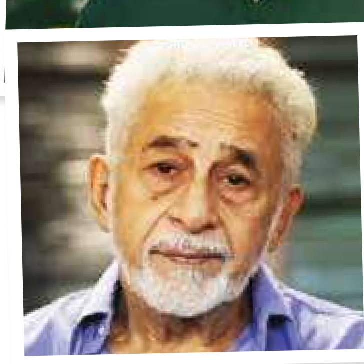

সর্দার জি ৩-এ পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের সঙ্গে কাজ করার জন্য নায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ ভারতে বিরোধিতার মুখে পড়েছেন এবং তার জেরে ছবি এ দেশে মুক্তি পায়নি। পাকিস্তানে অবশ্য ছবি জমকালো ব্যবসা করেছে। দিলজিতের বিরোধিতার মুখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এক জ্বালাময়ী পোস্ট করেছিসেন নাসিরুদ্দিন শাহ। তাতে তিনি লেখেন, কাস্টিং দিলজিৎ করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে জুমলা পার্টি মুখ খোলার সুযোগ খুঁজছিল, এবার সেটা পেয়েছে। যারা আমাকে বলছে পাকিস্তানে যাও, আমি তাদের বলছি, তোমরা কৈলাসে যাও।'এই পোস্টের পর নাসিরুদ্দনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও নিন্দা শুরু হয়। তারপরই তিনি তাঁর পোস্ট ডিলিট করে দেন। তাঁর পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় পরিচালক অশোক পণ্ডিত বলেছেন, আমরা ওঁর কথায় বিস্মিত নই। উনি আমাদের গুণ্ডা বলেন—ওঁর কথা প্রমাণ করে উনি হতাশায় ভুগছেন। নাসিরের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন বিশিষ্ট কবি কুমার বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'আমরা ভালোবাসার কথা বলব, তোমরা শত্রুতা করবে, তাহলে শান্তির বার্তা নিয়ে তোমাদের পায়রা আমাদের দরজায় পাঠিও না। এত অহংকার ঠিক নয়। তোমাকে কে তৈরি করেছে? যে তোমার দেশ সম্বন্ধে এত খারাপ কথা বলল, তুমি বলছ তার সঙ্গে কাজ করবে, গান গাইবে। গাও, আমি তোমার জন্য গান লিখব, কিন্তু তার আগে তুমি বলো এই যুদ্ধ ঠিক নয়, কারণ তুমি জানো, কে শুরু করে, আর কে শেষ করছে।

হেরা ফেরি-তে ফেরার পর পরেশের কথা

হেরা ফেরি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরেছেন পরেশ রাওয়াল। সেই বাবুভাইয়ার চরিত্রেই আবার তাঁকে দেখা যাবে। তিনি আর এই চরিত্র করবেন না--
-এই খবরে তাঁর অনুরাগীরা হতাশ এবং দুঃখিত হয়েছিলেন। ফিরে আসার জন্য বহু অনুরোধ আসে তাঁর কাছে। এবার তিনি সত্যিই ফিরেছেন। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'পুরোনো পরিবারে ফিরে খুব আনন্দ হচ্ছে। এত লোকের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছি, তার জন্য কৃতজ্ঞ।'

যাবতীয় বিতর্ক কাটিয়ে পরেশ বলেছেন, 'কোথাও কোনও বিতর্ক ছিল না। মানুষ যাকে খুব ভালোবেসেছে, তার প্রতি বাড়তি দায়িত্ব থেকে যায় আমাদের। পরিশ্রম করো, সবাই মিলে কাজ করো—এটাই চেয়েছিলাম, কোনওকিছুকে সহজলভ্য ভাবা ঠিক নয়। এখন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।' আগের হেরা ফেরি-র অভিনেতারাই কি থাকবেন? উত্তরে হেসে পরেশ বলেছেন, 'আগেও তাইই আসত, এখন শুধু সবার সঙ্গে সুরটা বাঁধতে হবে ভালো করে। কি

প্রিয়দর্শন, কি অক্ষয় বা সুনীল, সকলেই সৃজনশীল। আর ওরা অনেক অনেক দিনের বন্ধু, সুতরাং...!'

ছবির প্রযোজক ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালাও তাঁর ফেরাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

একনজরে সেরা ৫

আনিস বললেন

পরিচালক আনিস বাজমি বলেছেন, 'নো এন্ট্রি ২-এর শুটিং খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। ভুল ভুলাইয়া ৪-এর গল্প নিয়ে ভাবনা চলছে। অক্ষয় ও কার্তিক আরিয়ান রুহ্ বাবা হয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। চার নম্বরটির কাছ থেকেও দর্শকদের প্রত্যাশা থাকবে। তাই সব প্রস্তুতি নিয়েই এগোতে চাই। এর শুটিং এখনই হবে না।'

কষ্টের কথা

বনি কাপুর-কন্যা অনশুলা কাপুর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বাবা শ্রীদেবীর মতো পাবলিক ফিগারকে বিয়ে করায় আমাদের জীবনে সমস্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তখন ডিভোর্স খুব সাধারণ ঘটনা ছিল না। ফলে সকলেই আমাদের দিকে মনোযোগ দিত। অনেকে তাদের ছেলেমেয়েকে আমাদের বাড়িতে আসতে দিত না। স্কুলেও সহপাঠীরা আমাদের সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করত।

টাইটেল ট্র্যাক

সন অফ সর্দার ২-এর টাইটেল ট্র্যাক মুক্তি পেল। ছবির নায়ক অজয় দেবগণ তাঁর ইন্সটায় এই ট্র্যাকের একটি ভিডিও শেয়ার করছেন। তাতে ট্র্যাকের লিংক দেওয়া আছে। অনুগামীরা খুশি, তারা বলছে, পাজি ফিরে এল। ছবির মুক্তি ২৫ জুলাই। এদিন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও জাহ্নবী কাপুরের পরম সুন্দরীরও মুক্তি।

মৌনী, চিরঞ্জীবী

বিম্বিসার পরিচালিত চিরঞ্জীবী অভিনীত তেলুগু ছবি বিশ্বম্ভরা। ছবিতে একটি আইটেম ডান্সে তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে মৌনী রায়কে। নাচের জন্য বিশেষ কাউকে খুঁজছিলেন নির্মাতারা। তাই মৌনীর আগমন। এই প্রথম তিনি দক্ষিণী ছবিতে পা রাখলেন। নায়িকা তৃষা কৃষ্ণন। ছবির ভিস্যুয়াল এফেক্টস একটু স্পেশাল, যা তেলুগু ছবিতে প্রথম দেখা যাবে।

ট্রেলারে মালিক

রাজকুমার রাও অভিনীত মালিক-এর ট্রেলার বেরোল। এরকম রাফ-টাফ, গ্যাংস্টারের চরিত্রে তিনি এই প্রথম। তাঁর সঙ্গে আছেন মানুষি চিল্লার, সৌরভ শুক্লা ও সৈরভ সচদেব। ১৯৮০-র এলাহাবাদের প্রেক্ষাপটে বন্দুকের নলের নীচে থাকা লোভ, প্রতারণা, ক্ষমতার চারপাশে থাকা অন্ধকারের জীবন উঠে এসেছে ছবিতে। পরিচালক পুলকিত। মুক্তি ১১ জুলাই, ২০২৫।

প্রশাসনের খামতি নাগরিকের ভোগান্তি

কাজের পর রাস্তা সমান না করেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। পিচ ওঠা এবড়োখেবড়ো পথে যাতায়াত করছেন সাধারণ মানুষ। এদিকে, মধ্যদুপুরে রাস্তা আটকে জায়গায় জায়গায় কাজ চলল শিলিগুড়িতে। গেটবাজারে গেলে আবর্জনার দুর্গন্ধে টেকা দায়। পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মাছ ও মাংসের দোকানদাররা বিক্ষোভ দেখান এদিন। ইসলামপুরেও নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ প্রশাসন। জল জমে রাস্তা ডোবার রূপ নিয়েছে যেন। সবক্ষেত্রে প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগ।

খোঁড়াখুঁড়ির পর দায়সারা কাজ, পথে চলতে ভয়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : ভূগর্ভস্থ কেবল বা জলের পাইপ পাততে গিয়ে রাস্তার দফারফা তো নতুন কথা নয়। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় দায়সারাভাবে সেই কাজ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দিন-দিন যেন বেড়েই চলেছে। বৃষ্টিতে জল জমার ছবিটাও শহরবাসী দেখেছেন। পাইপ এবং কেবল বসানোর পর রাস্তা সমান না করায় জায়গাগুলো বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ।

এই যেমন হাসপাতাল মোড় থেকে হাসমি চক পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তাটি। বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে আমজনতার মধ্যে ক্ষোভের শেষ নেই। পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলো লাগোয়া সড়কে এমনভাবে গর্ত তৈরি হয়েছে, যে সন্ধ্যার পর উপস্থিতি টের পাওয়া বড় দায়। সামান্য বৃষ্টিতে গর্তে জল জমে। তখন বিপদ আরও বাড়ে। হিলকার্ট, সেবক ও স্টেশন ফিডার রোডের পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় খোঁড়া হচ্ছে রাস্তা। অথচ কাজ শেষ হওয়ার পর অধিকাংশেরই হাল ফেরানো হয় না।

পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোর সামনে রাস্তার বেহাল অবস্থা।

সমস্যার সত্যতা স্বীকার করেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। বলেছেন, 'মঙ্গলবার পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। গাড়ি গেলেই বৃষ্টির জমা জল পথচলতি মানুষের গায়ে ছিটছে। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সঙ্গে কথা হয়েছে। যে সমস্ত রাস্তায় কাজ শেষ, সেটা যেন চলাচলের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়। সাধারণের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে।'

পুরনিগমের ১৯টি ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল পাতা শুরু হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজটি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কাজের যা গতি, তাতে আদৌ সেসময়ের মধ্যে পুরো কাজ শেষ করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা সুমন রাহার অভিজ্ঞতায়, 'রাস্তা খুঁড়ে রাখায় জলকাদা জমেছে। শুকনো হলে ধুলো ওড়ে। দুর্ঘটনা লেগেই থাকছে। গত সপ্তাহে উড়ালপুলে ওঠার সময় পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোর সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। কাজ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পিচ ঢেলে সমান করে দিতে এত দেরি কীসের।'

দুর্গাপুজোর আর তিন মাস। উৎসবে ব্যস্ত থাকে মূল সড়ক থেকে অলিগলি। তার আগে শহরের রাস্তাঘাটের হাল ফেরানোর দাবি উঠছে। সুভাষপল্লির বাসিন্দা সন্তোষ চক্রবর্তী বললেন, 'যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কেবল পাতার কাজ যেন হয়, তা দেখার দায়িত্ব পুরনিগমের। একই রাস্তা বারবার খোঁড়া-ভরাট হচ্ছে। পরিকল্পনা ছাড়া চলছে সব।'

ব্যস্ত সময়ে রাস্তা বন্ধ করে গেটবাজারে চলছে কাজ। মঙ্গলবার।

হঠাৎ রাস্তা বন্ধ, দুর্ভোগ যাত্রীদের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : ব্যস্ত সময়ে রাস্তা বন্ধ করে নিকাশিনালার কাজ করায় সমস্যায় পড়তে হল সাধারণ মানুষকে। ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের গেটবাজার এলাকার। এদিন গেটবাজার রামঠাকুরের মন্দিরের সামনে থেকে গার্ডরেল লাগিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, যে রাস্তা গেটবাজার থেকে এনজেপি থানার দিকে যায় সেই রাস্তার মোড়েও ট্র্যাক্টর এবং আর্থমুভার দাঁড় করিয়ে পথ আটকে দেওয়া হয়। এর জেরে স্কুল, কলেজ পড়ুয়া থেকে অফিসযাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়। কিছুটা দূরে একজন ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল ও সিভিক ভলান্টিয়ারও দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা চাইলেই ওই এলাকায় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পারতেন। কিন্তু তেমনটা না করে তাঁরা একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

এদিন রেলওয়ে হাইস্কুলের এক পড়ুয়া লেকটাউনের দিক থেকে স্কুলের দিকে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তা বন্ধ থাকায় তাকে ঘুরে গেটবাজার দিয়ে যেতে হয়। ওই পড়ুয়ার বক্তব্য, 'গেটবাজারের ভেতরের রাস্তায় ভিড় থাকে। আমি তো জানতাম না এই রাস্তা বন্ধ থাকবে। এখন এতটা ঘুরে যেতে হবে। দেরি হলে ঢুকতে দেবে না স্কুলে।' ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'নিশ্চয়ই এটা আমি দেখব। অফিস টাইম, স্কুল টাইমে যাতে রাস্তা বন্ধ না হয় সেটা নিয়ে কথা বলব।'

কোন পথে চলি

- গেটবাজার রামঠাকুরের মন্দিরের সামনে থেকে গার্ডরেল লাগিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়
- গেটবাজার থেকে এনজেপি থানার দিকে যাওয়া রাস্তার মোড়ে ট্র্যাক্টর, আর্থমুভার দাঁড় করিয়ে পথ আটকানো হয়
- এসবের জেরে বিস্তর দুর্ভোগ পোহাতে হয় পড়ুয়া থেকে অফিসযাত্রীদের

গেটাবাজার সংলগ্ন এলাকায় দুটি হাইস্কুল রয়েছে। এর বাইরে একাধিক বেসরকারি স্কুল, সূর্য সেন কলেজ, বাল্মীকি বিদ্যাপীঠের একাধিক ছাত্রছাত্রী ওই পথগুলি ব্যবহার করে। আলো চৌধুরী মোড় থেকে লেকটাউন হয়ে এনজেপি যাওয়ার ওই প্রধান রোডের সঙ্গে বাঁদিকে রেল কলোনিতে সংযোগকারী সমস্ত রাস্তাই এখন বন্ধ। সব রাস্তার কালভার্ট তৈরির কাজ হচ্ছে। ওই মেইন রোডে নিকাশিনালার কাজ হচ্ছে। তাই কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার ধারে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছিল।

কিন্তু যে কাজ হচ্ছিল তাতে অফিস, স্কুলের সময়ে রাস্তা বন্ধ করার প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু ঠিক সকাল ১০টা থেকেই গেটবাজার রামঠাকুরের মন্দিরের সামনে গার্ডরেল দিয়ে এনজেপির দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। হঠাৎ করে রাস্তা বন্ধ করায় যানবাহন আটকে যায়।

গার্ডরেলের দুই পাশ থেকে যানবাহনকে ঘুরে যেতে হয়। টোটোতে অনেক স্কুল পড়ুয়া ছিল, তাদেরও ঘুরতে হয়। অফিসযাত্রীদেরও ঘুরপথে যেতে হয়েছে। হঠাৎ করে ঠিকাদারি সংস্থা কোনও নোটিশ না দিয়েই এভাবে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অফিসযাত্রী সুবিমল দাশগুপ্তর বক্তব্য, 'হঠাৎ এসে দেখি রাস্তা বন্ধ। অনেকটা ঘুরে বাজারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আগাম এগুলি জানানো প্রয়োজন।'

মাছের গন্ধ ছাপিয়ে যায় জঞ্জালের দুর্গন্ধ

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : মাংসের বাজার হয়ে মাছ বাজারের দিকে ঢোকার মুখে রাস্তার ওপর একগাদা আবর্জনার স্তূপ। দুর্গন্ধের জেরে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে আবর্জনা কোনও রকমে পাশ কাটিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা বাজারে হাঁটাচলা করেন। মাছের দোকানের সামনে আবর্জনা জমে থাকায় কয়েকটি দোকান বন্ধ করে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ির গেটবাজারের মাছ ও মাংসের দোকানদাররা বিক্ষোভ দেখান।

অভিযোগ, এক সপ্তাহ ধরে পুরনিগমের কর্মীরা গেটবাজারের মাছ ও মাংসের বাজার থেকে আবর্জনা তুলছেন না। এদিন দোকানদাররা মাছ ও মাংসের বাজার কমিটির কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। গেটবাজারের সবজি মার্কেট থেকেও আবর্জনা তোলা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

কেন আবর্জনা পরিষ্কার হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তুলে এদিন দোকানদাররা গেটবাজারের মাছ ও মাংস ব্যবসায়ী সমিতির চেয়ারম্যান কাজল বিশ্বশর্মাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। অবশ্য কাজলের বক্তব্য, 'এটা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমি নিজেও ভুক্তভোগী।' তাঁর সংযোজন, 'পুরনিগমের কর্মীরা কিছুদিন দোকানদারদের কাছ থেকে পরিষেবা বাবদ টাকা নিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে সেই টাকা নিতে পুরকর্মীরা আসছেন না। পাশাপাশি জঞ্জালও তুলছেন না। এটা পুরনিগমের ব্যর্থতা। আবর্জনা তোলা না হলে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।' গেটবাজারে মাছ ও মাংসের আনুমানিক ১০০টি দোকান রয়েছে। একটা সময় বাজার কমিটির নিজস্ব সাফাইকর্মী ছিল। কিন্তু পুরনিগমের তরফে বাজার সাফাইয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই কর্মীকে বাজার কমিটি সরিয়ে দেয়। জানা গিয়েছে, পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরনিগমের তরফে দোকানগুলি থেকে প্রতিদিন ছয় টাকা করে নেওয়া হত।

বাজারে কথা হল এক ক্রেতার সঙ্গে। তিনি বললেন, 'এভাবে বাজার করতে খুব অসুবিধা হয়। চলাফেরাতেও সমস্যা হয়।' বাজারের দোকানদার সুভাষ দাস, প্রণব সরকাররা জানান, আবর্জনার কারণে ক্রেতারা বাজারে আসতে চান না। বৃষ্টি হলে আবর্জনা থেকে আরও দুর্গন্ধ ছড়ায়। দোকানে, বাজারে বেশি ক্রেতা থাকলে অবস্থা আরও খারাপ হয়।

রুমালে নাক ঢাকে

- এক সপ্তাহ ধরে মাছ ও মাংসের বাজার থেকে আবর্জনা তুলছেন না পুরনিগমের কর্মীরা
- পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরনিগমের তরফে দোকানগুলি থেকে রোজ ছয় টাকা করে নেওয়া হত
- হঠাৎ করে টাকা নিতে পুরকর্মীরা আসছেন না, জঞ্জালও তুলছেন না

প্রতিদিন বহু মানুষ গেটবাজারের মাছ ও মাংসের বাজারে যান। সেখানে খুচরোর পাশাপাশি পাইকারি বাজারও চলে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'র বক্তব্য, 'মার্কেট কমিটির দেখানো জায়গা থেকে ট্রেলার ও টিপারের সাহায্যে আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। শুনতে পেয়েছি, মাছ বাজার কমিটি বলছে আবর্জনা তোলা হচ্ছে না। কেন আবর্জনা তোলা হচ্ছে না, তা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। হয়তো কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।'

জমছে জল, অল্প বৃষ্টিতেই নাজেহাল

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ইসলামপুরে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কেএমসি মোড় সংলগ্ন রাস্তাটি। একটু বৃষ্টিতেই হাঁটু অবধি জল জমে যায়। এই এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকমতো না হওয়ায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। অন্যদিকে, কেএমসি মোড় থেকে আরও একটি রাস্তা যেটি অপ্সরা মোড়ের দিকে গিয়েছে সেটিরও অবস্থা বেহাল। প্রশাসনের তরফে রাস্তা দুটি দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ইসলামপুরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কেএমসি মোড় সংলগ্ন রাস্তাটি সোজা চলে গিয়েছে আলিনগর রেলগেটে। রেলগেট পার করলেই বিহার। ফলে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ এই রাস্তায় চলাচল করেন। পাশাপাশি শহরের অন্যান্য ওয়ার্ডের মানুষের আনাগোনা তো লেগেই থাকে। রাজ্য সড়ক থেকে 'রিং রোড' নামে পরিচিত এই রাস্তাটিতে নিকাশিনালার কাজ ঠিকমতো না হওয়ায় একটু বৃষ্টিতেই হাঁটু অবধি জল জমে যায়।

অন্যদিকে রিং রোডে নেমে অপ্সরা মোড় পর্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়েছে, সেখানে ভুট্টাবোঝাই গাড়িগুলি ওজন মাপানোর জন্য রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে। এই এলাকাটি ২ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। এখানেও রাস্তায় প্রবল যানজটের সৃষ্টি হয়। এরফলে এলাকার বাসিন্দাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয়।

নাগরিক সমস্যা

সাধারণ মানুষের এই অসুবিধার কথা মেনে নিয়েছেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মহম্মদ নাজিম। বললেন, 'জল জমে থাকার সমস্যা নিয়ে পুর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলব। সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। নিকাশিনালার কাজের কারণে রাস্তায় কাদা হয়ে থাকছে।'

অন্যদিকে, ভুট্টার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে যানজটের মাত্রা গতবারের তুলনায় কিছুটা হলেও কম বলে অভিমত ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রীতি যাদবের। তবে যেভাবে মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে, তাতে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। তিনি বলেছেন, 'কাউন্সিলার থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে বারবার বলেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। একদিকে জল জমে থাকা, সঙ্গে রাস্তায় কাদা, পাশাপাশি ভুট্টার গাড়ির জন্য যানজট। ব্যবসা কার্যত লাটে উঠতে বসেছে।'

এলাকার এক বাসিন্দা কৃপেশ সাহার মন্তব্য, 'জল ও কাদায় রাস্তায় চলাচল অসহনীয় হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।' অন্যদিকে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৃহবধূ ইন্দু চৌধুরী বলেন, 'এই রাস্তায় একাধিক নার্সিংহোম ও ডাক্তারের চেম্বার রয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত জলকাদা ও যানজটের কারণে থমকে যাচ্ছে।'

ইসলামপুর শহরের কেএমসি মোড় সংলগ্ন রিং রোডের মুখে জলকাদা।

নৌকাবিলাস।। মহানন্দা পারাপার কলাবস্তিতে। মঙ্গলবার সকালে সূত্রধরের তোলা ছবি।

চুরির অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : একটি বেসরকারি সংস্থার ম্যানেজারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হল সংস্থারই ইলেক্ট্রিক সুপারভাইজারকে। সেবক রোডে কোম্পানির কার্যালয় রয়েছে। ধৃতের নাম বিশ্বজিৎ সরকার। সোমবার ম্যানেজার অভিযোগ করেন, কার্যালয়ে ইলেক্ট্রিকের কাজ চলছে। বিদ্যুতের কেবল অল্প অল্প করে কেটে নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ।

অবশেষে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বিশ্বজিৎকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ বাণেশ্বর মোড়ের এক কাবাড়ির দোকানে অভিযান চালায় । সেখান থেকে কিছু পরিমাণ সরু তার উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হন কাবাড়ি ব্যবসায়ী হরি পাল। ধৃতদের মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অন্যদিকে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ভ্যান চুরির অভিযোগে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। জুনের ২৫ তারিখ পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাস থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি ছিল, ২৪ তারিখ রাতে তাঁর ওয়ার্ডে থাকা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ভ্যানটি চুরি হয়ে গিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সোমবার রাতে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জেলা পরিষদের বাসিন্দা প্রণয় শেরপাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, প্রণয় ভ্যানটি অজয় রায় নামে তাঁর এক বন্ধুকে বিক্রির জন্য দিয়েছেন। পুলিশ গণেশ ঘোষ কলোনি থেকে অজয়কে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি জঙ্গল থেকে ভাঙাচোরা অবস্থায় থাকা ভ্যানটি উদ্ধার করা হয়। ধৃত দুজনকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

টুকরো খবর

পথ নিরাপত্তা প্রচার

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে এক সপ্তাহব্যাপী সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ কর্মসূচির সূচনা করা হল। এদিন জলপাই মোড়, আশিঘর এবং শালুগাড়া ট্রাফিক গার্ডের তরফে সচেতনতামূলক র‌্যালি হয়েছে। জলপাই মোড় ট্রাফিক গার্ডের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলেন, 'ট্রাফিক আইন কার্যকর করার দায়িত্ব পুলিশের। কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি সঠিকভাবে আইন মেনে চলেন, তবে আর সেটা কার্যকর করতে ট্রাফিক পুলিশের প্রয়োজন হয় না। পুলিশ ট্রাফিক সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে নজর দিতে পারে।' অন্য কাজ কী? কোথায় কোথায় ডিভাইডার ও পয়েন্ট প্রয়োজন, দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি, দাবি পুলিশ কমিশনারের।

ধৃত এক

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : সিকিমের মংগনে স্কুটার চুরি করে শিলিগুড়িতে এসে বন্ধুকে বিক্রির অভিযোগ। সেই স্কুটারটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল সিকিম পুলিশ। চলতি মাসে চুরির অভিযোগ দায়ের হয় পড়শি রাজ্যে। তদন্তে নেমে সিকিমেরই এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে সেখানকার পুলিশ। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, সে স্কুটারটি ভক্তিনগর থানা এলাকার প্রকাশনগরে এক বন্ধুকে ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে। মঙ্গলবার ভক্তিনগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় সিকিম পুলিশ প্রকাশনগরের ওই তরুণের বাড়িতে আসে। বাজেয়াপ্ত করে স্কুটার।

মাদক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : ২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুমঙ্গল বালা। সোমবার গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, এক তরুণ স্কুটারে চেপে শিমুলতলায় ঘোরাফেরা করছেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে সুমঙ্গলকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছ থেকে স্কুটার এবং মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিপুল পরিমাণ চোরাই কাঠ উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের ডাবগ্রাম রেঞ্জের বনকর্মীরা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির জলপাই মোড় এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম বিশ্বনাথ বর্মন। ধৃত শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকার বাসিন্দা। একটি ছোট মালবোঝাই গাড়ি ও কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

মদ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার তারিজোতের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম সুপেন হাজরা। অভিযোগ, বেশ কয়েক মাস ধরেই এলাকায় বেআইনি মদের কারবার রমরমিয়ে চলছিল। অবশেষে পুলিশ অভিযান চালিয়ে মদ বাজেয়াপ্তর পাশাপাশি সুপেনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

টিকিটের টাকা ফেরাতে বিক্ষোভ

বামনহাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস দেরিতে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১ জুলাই : বামনহাট থেকে শিলিগুড়িগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস প্রায়ই দেরিতে ছাড়ছে। এতে তিতিবিরক্ত যাত্রীরা। মঙ্গলবার ফের বামনহাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ে স্টেশন থেকে না ছাড়ায় যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখান বামনহাট স্টেশনে।

এদিন বামনহাট থেকে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে ট্রেনটি ছাড়ার কথা ছিল। তবে একটি কোচে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ওই কোচটিকে বাদ দেওয়ার জন্য শান্টিং করতে গিয়ে ট্রেন ছাড়তে দেরি হয়। কিন্তু যাত্রীদের অভিযোগ, সেকথা রেলের তরফে তাঁদের জানানো হয়নি। ফলে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের ট্রেনের কামরায় বসে থাকতে হয়।

এরপর অনেকেই টিকিটের টাকা ফেরত চাইতে কাউন্টারে ভিড় করেন। টাকা ফেরত পেতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগবে বলে তাঁদের জানানো হয়। এরপর আরও রেগে গিয়ে যাত্রীদের একাংশ টিকিট কাউন্টারে বিক্ষোভ দেখান।

এদিন শিলিগুড়িতে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন বামনহাটের বাসিন্দা মোস্তাফিজুর হোসেন। তাঁর কথায়, 'শিলিগুড়িতে ডাক্তার দেখানোর জন্য নাম লিখিয়েছিলাম। কিন্তু টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠার পর জানতে পারলাম ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে। ট্রেন দেরিতে ছাড়লে আমার ডাক্তার দেখানো আর হবে না। সেক্ষেত্রে অন্য কোনও উপায়ে যেতে হবে। তাই টাকা চেয়েছি।'

বামনহাট স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার অপেক্ষায় যাত্রীরা।

পরবর্তীতে আরপিএফ ও জিআরপির যৌথ প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

যদিও রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, '১৫৪৬৮ বামনহাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বামনহাট স্টেশন থেকে ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট দেরিতে ছাড়ে। মূলত কোচ সংযুক্তি ও বিচ্ছিন্নকরণ সংক্রান্ত শান্টিং কাজে দেরি হওয়ার কারণেই এই সমস্যা হয়। যদিও ট্রেনটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চালানো হচ্ছে, যাতে যাত্রাপথে দেরি পুষিয়ে নেওয়া যায়। শিলিগুড়িতে সময়মতো ট্রেনটি পৌঁছে গিয়েছে।'

> শিলিগুড়িতে ডাক্তার দেখানোর জন্য নাম লিখিয়েছিলাম। কিন্তু টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠার পর জানতে পারলাম ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে। ট্রেন দেরিতে ছাড়লে আমার ডাক্তার দেখানো আর হবে না। সেক্ষেত্রে অন্য কোনও উপায়ে যেতে হবে। তাই টাকা চেয়েছি।
>
> **মোস্তাফিজুর হোসেন** যাত্রী

কয়েকদিন আগেই ওই বিষয় নিয়ে ডিআরএম আলিপুরদুয়ারকে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে কোচবিহার দিনহাটা রেলযাত্রী মঞ্চের তরফে। ওই মঞ্চের আহ্বায়ক রাজা ঘোষের কথায়, 'বামনহাট থেকে ভোরবেলায় যে ট্রেনটি শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যায়, গত প্রায় দু'মাস ধরে সেই ট্রেনটিও কোনওরকম সময়সূচি মানছে না। কখনও সকাল পাঁচটায় ছাড়ছে, কখনও সাতটায়, আবার কখনও আটটায়। রেল কর্তৃপক্ষের এই দিকগুলি বিবেচনা করা উচিত। এই ট্রেনটিও প্রায়ই ধারাবাহিকভাবে দেরি করলে যাত্রীদের ক্ষুব্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক।' তিনি আরও বলেন, 'রেলের ভাড়া বৃদ্ধি হলেও যাত্রীরা বিষয়টি মেনে নিয়েছে। কিন্তু রেলকেও যাত্রী পরিষেবার কথা ভাবতে হবে।'

ফের বিতর্কে বাপির 'লাথি'

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১ জুলাই : বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর বিরুদ্ধে ফের দলীয় কর্মীকে প্রকাশ্যে লাথি মারার অভিযোগ উঠল। সোমবার রাতে বিজেপি জেলা কার্যালয়ে দলের কর্মীদের সামনেই সদর বিধানসভা কো-কনভেনার পেশায় শিক্ষক বাপি রায়কে তিনি লাথি মারেন বলে অভিযোগ। বারবার একই ঘটনায় প্রাক্তন জেলা সভাপতির আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ দলের কর্মীরা। বাপি গোস্বামী অবশ্য বলেন, 'আমি অবাস্তব ঘটনা নিয়ে কিছু বলব না।'

জেলা সভাপতি থাকাকালীন ২০২৩ সালে ১৭ অগাস্ট ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের আগে দলীয় প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দিতে যাওয়ার মিছিলে বাপি ডিবিসি রোডে দলের প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তীকে প্রকাশ্যে লাথি মেরে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। এরপর ২০২৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিজেপির আইন অমান্য কর্মসূচি ছিল। ওই দিন দলের কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি নকুল দাসকেও প্রকাশ্যে লাথি মেরেছিলেন বাপি।

শিক্ষক বাপি রায়কে লাথি মারার ঘটনার সূত্রপাত সোমবার সন্ধ্যায়। ওইদিন কসবার গণধর্ষণ প্রতিবাদে বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি ছিল। সেই কর্মসূচিতে অংশ নিতে জেলা কার্যালয়ে এসেছিলেন দলের কো-কনভেনার বাপি রায়। দলীয় কর্মীরা পার্টি অফিস থেকে মিছিল করে কোতোয়ালি থানার সামনে আসার সময় রাস্তাতেই দুই বাপির মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে বিবাদ হয়। বাপি রায়ের দাবি, তিনি স্লোগান দেওয়ায় সেই সময় প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাঁকে কার্যত মিছিল থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। এরপর থানার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে পার্টি অফিসে ফিরে আসেন বাপি রায়। তিনি বলেন, 'দলীয় কার্যালয়ে ফিরে এসে আমি বাপি গোস্বামীর কাছে জানতে চাই, উনি কেন আমার সঙ্গে মিছিলে অভব্য আচরণ করলেন। স্লোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার কী ভুল হয়েছে। কিন্তু উনি আমার কোনও কথার উত্তর না দিয়ে আমাকে সকলের সামনে লাথি মারেন। আমি ইতিমধ্যে বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্ব অমিতাভ চক্রবর্তীকে লিখিতভাবে জানিয়েছি।'

মস্কোতে বক্তব্য রাখবেন দেবাদ্রি

কোচবিহার, ১ জুলাই : 'প্রাকৃতিক আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিষয়ক' ২৪তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'ডার্ক এনার্জি স্টারস ইন মডিফায়েড গ্র্যাভিটি' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে মস্কো যাচ্ছেন কোচবিহার শহরের দেবাদ্রি ভট্টাচার্য। আগামী ৭ জুলাই থেকে ১০ জুলাই মস্কোর বউমান মস্কো স্টেট টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে। সেখানে বক্তব্য রাখতে আগামী ৪ জুলাই কোচবিহার থেকে তিনি রওনা দেবেন। দেবাদ্রি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত গবেষক। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় সহ গোটা জেলায় খুশির হাওয়া।

দেবাদ্রি বলেন, 'মস্কো থেকে এমন আমন্ত্রণ পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। তবে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা ছাড়া এই সম্মানপ্রাপ্তি কিছুতেই সম্ভব হত না।' পাশাপাশি ওই সম্মেলনে প্রদীপবাবুও বক্তব্য রাখবেন। কোচবিহার শহরের রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রোডের বাসিন্দা দেবাদ্রি লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল থেকে ২০১৫ সালে তিনি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন। এরপর কোচবিহারের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হন। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেন। বর্তমানে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার গবেষক হিসাবে কাজ করছেন। ছেলের এমন সাফল্যে বাবা কোচবিহার জেলার প্রাক্তন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশিস ভট্টাচার্য ও মা সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য অত্যন্ত খুশি। তাঁরা জানিয়েছেন, ছেলের এমন সাফল্যে বাবা-মা হিসাবে গর্ব হচ্ছে।

দুষ্কৃতীদের

প্রথম পাতার পর

কারণ, শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া নিয়ে হিলকার্ট রোডের সোনা লুটে অভিযুক্তরা রেইকি চালালেও শেষ অপারেশনের জন্য ঘাঁটি গেড়েছিল বিধাননগরে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। অন্যদিকে, গত কয়েকমাসে শহরে চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনার অভিযোগও বিভিন্ন মহল থেকে করার প্রসঙ্গে, পুলিশ কমিশনারের জবাব, 'ওটা তো ডেটা ছাড়া বলতে পারব না। দু'বছর আগে কত চুরি হয়েছে, গতবছর কত চুরি হয়েছে, আমরা সব নজরে রাখছি।'

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১ জুলাই : কিশনগঞ্জ জেলার পোঠিয়া থানার পুলিশ মঙ্গলবার সকালে একটি ট্রাক থেকে ৫,৮৮০ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। সেইসঙ্গে দুজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই ট্রাকটি ছিল উত্তরপ্রদেশ নম্বরের।

দুষ্কর্মে মায়ের

প্রথম পাতার পর

এরমধ্যেই রাহুল দিল্লি হয়ে উত্তরপ্রদেশ যাওয়ার পথে মোবাইলের সিম বদলে সেটা চালু করে দেন। ব্যাস, ফাঁদে পা। ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে পুলিশের নাগালে চলে আসেন তিনি। সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, রাহুল মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছেন। অবশেষে জুনের ২৮ তারিখ অর্থাৎ শনিবার রাতেই কাশগঞ্জে রাহুলের নেওয়া ভাড়াবাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। হকচকিয়ে যান রাহুল ও শ্যাম। এরপর ওই ভাড়াবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কিছু পরিমাণ সোনা পায় পুলিশ। অভিযান হতেই ভাড়াবাড়ি থেকে রাহুলের মা কমলেশ পালিয়ে যান। তবে শেষরক্ষা হয়নি। রবিবার ভোরে স্থানীয় একটি বাসস্ট্যান্ডে পাকড়াও করা হয় তাঁকে। ব্যাগ থেকে বাজেয়াপ্ত হয় সোনা। লুটের সামগ্রী কোথায় কীভাবে বিক্রি করা হবে, সেটার রুটম্যাপও নাকি তৈরি করেছিলেন শ্যাম। তাঁর এক আত্মীয় ঘটনার দিন রাহুলের সঙ্গে ছিলেন বলেন সূত্রের খবর।

সেদিনই সিজিএম কাশগঞ্জে তুলে ওই তিনজনকে ট্রানজিট রিমান্ডে নেয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে শহরে পৌঁছানোর কথা থাকলেও বিহার দিয়ে রাতে আসার সময় গাড়ির টায়ার ফেটে যাওয়ায় পথে বিলম্ব হয়। অবশেষে দুপুরে বাজেয়াপ্ত করা সোনা সহ তিনজনকে নিয়ে গাড়ি ঢোকে শিলিগুড়ি থানায়। বুধবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর জানালেন, ধৃতদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তদন্ত করা হবে।

এবার চর্চায় থাকা আরও একটি নাম 'বাবা'র খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রশ্নে এসএসসি

প্রথম পাতার পর

'পুরোনো বিধি অনুযায়ী নিয়োগের নির্দেশের পরে কেন নতুন বিধি এনে জটিলতা তৈরি করছে কমিশন?'

আদালতের এই নির্দেশের পর খানিকটা সন্তোষ প্রকাশ করে চাকরিহারা শিক্ষকদের নেতৃত্বস্থানীয় চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'আমাদের একাংশ পুনরায় পরীক্ষা দিতে রাজি নয়। তা সত্ত্বেও পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হলে ২০১৬ সালে নিযুক্ত ও নতুন প্রার্থীদের জন্য আলাদা বিধি তৈরি করতে হবে।'

হাইকোর্টে এই মামলার ফলে নিয়োগের প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর আগে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছিল। ওই সমস্যায় অবশ্য হাইকোর্ট এখনই হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি। কেননা, হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের যুক্তি ছিল, সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হলে নতুন করে আবেদন করার সুযোগ থাকবে।

'দাগিদের' পরীক্ষায় বসার সুযোগ সংক্রান্ত মামলায় অবশ্য পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটি নিয়ে নতুন জটিলতা তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হাইকোর্ট এই বিজ্ঞপ্তিতে বৈধতা না দিলে এসএসসির পক্ষে বিজ্ঞপ্তি সংশোধন বা নতুন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ছাড়া উপায় থাকবে না। তাতে পুরো প্রক্রিয়াটি দেরি হতে পারে। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারাদের মধ্যে যোগ্য শিক্ষকদের কাজ করা ও বেতন পাওয়ার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাবে। তার আগে সমস্যা না মিটলে যোগ্য শিক্ষকরা বিপাকে পড়তে পারেন।

আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি রাখছে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

সদর থেকে যাঁরা রাতের ডিউটি বা নাকা তল্লাশিতে যাচ্ছেন, তাঁদেরও আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হচ্ছে। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন (১) রাকেশ সিং বলেন, 'বাইরে যেতে হচ্ছে আধিকারিকদের। তাই এখন সঙ্গে আর্মস রাখতে হচ্ছে। যাঁদের নামে আর্মস ইস্যু হচ্ছে তাঁরা সঙ্গে রাখছেন।'

২০১৭ সালে যখন শহরে একের পর এক ডাকাতি, এটিএম লুট, ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছিল তখন শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন উঠছিল। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে প্রতি রাতেই কোনও না কোনও অপরাধমূলক কাজ হচ্ছিল। দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। তাই সেইসময় শহরের পুলিশকর্মীদের অস্ত্র নিয়ে ঘোরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সাত বছর বাদে। শহরে পরপর এটিএম লুট, ডাকাতি, একের পর এক ছিনতাই থেকে চুরি, সবেতেই ভিনরাজ্যের গ্যাংয়ের তত্ত্ব উঠে এসেছে। তদন্ত করতে শিলিগুড়ি পুলিশকেও একাধিকবার দিল্লি, বিহার, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের মতো এলাকায় যেতে হয়েছে। বাইরের রাজ্যে গেলে পুলিশ এমনিতেই আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু শহরে যখন বহিরাগতদের হামলা বাড়ছে তখন যে কোনও সময় দুষ্কৃতীদের মুখোমুখি পড়তে হতে পারে টহলরত পুলিশকর্মীদের। তাই পুলিশকর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং দুষ্কৃতীদের ধরার সময় প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্যে পুলিশকর্মীদের রিভলভার সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহেই থানায় থানায় কমিশনারেট থেকে এই নির্দেশিকা পৌঁছেছে। সেইমতো সহকারী সাব-ইনস্পেকটর, সাব-ইনস্পেকটর পদমর্যাদার পুলিশকর্মীরা নিজেদের সঙ্গে পিস্তল রাখছেন। কনস্টেবল পদমর্যাদার পুলিশকর্মীরা সঙ্গে রাইফেল রাখছেন। প্রতিটি থানায় রাইফেল এবং পিস্তল মিলিয়ে ৪০ থেকে ৫০টি করে অস্ত্র থাকে। তার মধ্যে কোনও থানায় ৬০ শতাংশ, আবার কোনও থানায় ৭০ শতাংশ অস্ত্র অফিসার ও ফোর্সের কাছে থাকে। তাই প্রতিদিনের হিসেব রাখার কাজ বেড়েছে থানার মালবাবুদেরও। কত অস্ত্র বাইরে যাচ্ছে, কত অস্ত্র জমা পড়ছে, কোন অফিসার নিচ্ছেন, কত কার্তুজ বাইরে বেরিয়েছে সবকিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব সদর দপ্তরে পাঠাতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ির সোনার দোকানে ডাকাতি কাণ্ডে অভিযুক্তদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

২ ডাক্তারকে সংবর্ধনা

নিউজ ব্যুরো

১ জুলাই : ডাঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পালন করা হল ডক্টরস ডে ২০২৫। শুধু ডক্টরস ডে নয়, বছরভর কলেজে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে সিলভার জুবিলি। মঙ্গলবার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি দুর্গাপুরের দুজন বিশিষ্ট ডাক্তারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁরা ছিলেন সিনিয়ার জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাঃ বিদ্যুৎবরণ সেনাপতি এবং সিনিয়ার চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডাঃ মলয় নন্দী। বিসিআরইসি-র অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় এস পাওয়ার অতিথিদের স্বাগত জানান।

সিলভার জুবিলির মেমেন্টো এবং সংবর্ধনা দেন ডাঃ বিসি রায় সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি তরুণ ভট্টাচার্য, সোসাইটির চিফ অ্যাডভাইজার সৈকত মৈত্র, ট্রেজারার জার্নাইল সিং, ভাইস প্রেসিডেন্ট মিতা মিত্র এবং সোসাইটির অন্য সদস্যরা।

হুমকি ট্রাম্পের

প্রথম পাতার পর

সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ লেখেন, 'ইতিহাসে এলন মাস্কের মতো এত ভরতুকি কেউ পাননি। উনি যদি সরকারি সহায়তা না পান, তবে দোকান বন্ধ করে দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকায়) ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।' মাস্ক আমেরিকার নাগরিক হলেও জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাই তাঁকে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার কথা বলে তিনি কটাক্ষ করলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্পের বক্তব্য, 'ডজ (টেসলা'র খরচ কমানো সংক্রান্ত বিভাগ) যেন একবার দেখে, কত টাকা ভরতুকি গিয়েছে মাস্কের কোম্পানিতে। রকেট, স্যাটেলাইট, ইলেক্ট্রিক গাড়ি সব বন্ধ হলে আমেরিকার অনেক টাকা বাঁচবে!' এমন কটাক্ষে মুখ বুজে থাকেননি মাস্ক। ট্রাম্পের ভরতুকি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারির জবাব দিয়েছেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, অবিলম্বে ট্রাম্পের 'নির্দেশ' মেনে পদক্ষেপ করা উচিত মার্কিন প্রশাসনের। মাস্কের কথায়, 'আমি নিজেই বলছি, সব ভরতুকি বন্ধ করো, এখনই! তারপর দেখছি।' তাঁর এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসার পর অনেকে মনে করছেন, সংস্থার ভরতুকি বন্ধ হলেও তাঁকে যে 'পাততাড়ি গুটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরে যেতে' হবে না, সে ব্যাপারে মাস্ক আত্মবিশ্বাসী।

ট্রাম্পের প্রস্তাবিত বিলকে 'ঋণের দাসত্ব' আখ্যা দিয়ে মাস্কের দাবি, এই বিল জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৩ লক্ষ কোটি ডলার বাড়িয়ে দেশকে দেউলিয়া করে দেবে।

হুমকির সুরে তিনি বলেন, ''আমরা এখন একদলীয় দেশে বাস করছি, যার নাম 'পোর্কি পিগ পার্টি'। সময় এসেছে নতুন রাজনৈতিক দল 'আমেরিকা পার্টি' গড়ার।''

সেনার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উদয়নের

চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ জুলাই: ফের বিতর্কিত মন্তব্য উদয়ন গুহর মুখে। এবার তিনি গৌড়বঙ্গে পা রেখে পহলগামে জঙ্গি হামলায় সেনার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। যথারীতি তাঁর এমন মন্তব্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। পালটা আক্রমণ শানিয়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি।

ফের বেফাঁস মন্তব্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়নের মুখে। মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে নতুন ভবনের উদ্বোধনী মঞ্চে দিনহাটার বিধায়ক বলেন, 'সেনার ব্যর্থতার জন্য পহলগামে জঙ্গি হামলা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন ঢিলে ছিল?' অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তাঁর দাবি, 'শুধু জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে। চারজন জঙ্গিকে নিকেশ কেন করা হল না? ভিনদেশের প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করলেন।' প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মোদি শুধু সেনাবাহিনীর পোশাক পরে যুদ্ধবিমানে ঘুরে বেড়ান। ওঁর যদি এতই সাহস থাকে, তবে বন্দুক হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে কেন যাচ্ছেন না?' তাঁর এমন মন্তব্য ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। যথারীতি পালটা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'এই লোকটি মুখ খুললেই কুকথা বের হয়। আর তৃণমূল নেতারা মোদি এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে দেশবিরোধী শক্তিদের উৎসাহ জোগাচ্ছে। এই সব কথা বললে এরপর মানুষই তাড়া করবে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাসের জন্য এদিন মালদার চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুরে আসেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন। হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের নতুন ভবনের উদ্বোধন ছাড়াও ছয়টি রাস্তার শিলান্যাস এবং তিনটি রাস্তার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এদিন তাঁর কর্মসূচি শুরু হয় চাঁচল থেকে। চাঁচলের বিভিন্ন এলাকায় ১৩ কোটি টাকার রাস্তা এবং মালতীপুর বিধানসভায় ১০ কোটি টাকার রাস্তার কাজের সূচনা করেন। তাঁর বক্তব্য শুরু হতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

চিতাবাঘের হানায় কান কাটা

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : চিতাবাঘের হানায় কান কাটা গেল এক বৃদ্ধের। সোমবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটেছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর পানিয়ালগুড়িতে। বর্তমানে ওই বৃদ্ধ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিতাবাঘের হানায় সুদর্শন কুজুর নামে ওই বৃদ্ধের কানের কিছু অংশ কাটা গিয়েছে। এছাড়াও মুখে ও কাঁধে চোট লেগেছে। সোমবার গভীর রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। বাড়ি ঢোকার সময় চিতাবাঘ আক্রমণ করে বলে জানান তিনি। এদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে সুদর্শন বলেন, 'যখন বাড়িতে ঢুকি তখনই হঠাৎ করে পিছন থেকে চিতাবাঘ আক্রমণ করে।'

সবুজের জন্য

নাগরাকাটা, ১ জুলাই : প্লাস্টিক দাও, প্রকৃতি বাঁচাও, আর পুরস্কার নাও। পরিবেশ রক্ষায় এমনই ক্যাচলাইন তৈরি করে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে অভিনব প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। বুধবার জেলার প্রতিটি প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, উচ্চবিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশ নেবে।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙল প্রশাসন

নকশালবাড়ি, ১ জুলাই : মেচি নদীর চরে মঙ্গলবার বিডিও, বিএলএলআরও এবং পুলিশের উপস্থিতিতে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ এবং নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার এলাকায় উপস্থিত থেকে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছিল। ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদীর তীরে সুরজবর মৌজায় সরকারি জমি দখলের অভিযোগ উঠেছিল। শাসকদলের মদতে ওই এলাকায় জমি বিক্রি করতে উঠেপড়ে লেগেছিল মাফিয়ারা বলেও অভিযোগ।

এই দখল নিয়ে গত ৬ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। প্রণব বলেন, 'ওই জমি দখলের অভিযোগ আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে পেয়েছিলাম। সমস্ত অভিযোগ তদন্ত করে দেখে এবং এলাকা পরিদর্শন করে ওই সরকারি জমি দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন আমরা নির্দেশ কার্যকর করেছি। আগামীদিনে আবার যাতে জমি দখল হয়ে না যায় সেজন্য ধারাবাহিকভাবে নজরদারি চালানো হবে।'

নকশালবাড়ির ওই এলাকায় ১১৯ একর জমি দখলের চেষ্টা চলছিল বলে জানিয়েছেন বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, 'গোর্খা ব্যাটালিয়নের জমিতে কোনওরকম প্লটিং করা হয়নি।' বাকি জমিতে একটি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের পরিকল্পনা চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

যদিও মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বলেন, 'শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের মিটিংয়ে ডিএম মেচি নদীর চর দখলমুক্ত করার নির্দেশ আমাদের দিয়েছিলেন। কিন্তু বিডিও এদিন আমাদের না জানিয়েই এলাকায় অভিযানে বেরিয়ে পড়েন।'

বদলি

কিশনগঞ্জ, ১ জুলাই : কিশনগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আসিফ আলমকে মারধর করার অভিযোগ উঠল বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি নিয়ে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ঘটনার প্রেক্ষিতে কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার সাগর কুমার সেই রাতেই তদন্তের জন্য তিন সদস্যের তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দেন। তারপর সোমবার রাতে থানার আইসি নিশাকান্ত কুমার সমেত তিনজন পুলিশ আধিকারিককে অন্য থানায় বদলি করে দিয়েছেন।

দখলদারি

প্রথম পাতার পর

তৈরি হয়েছে শাসকদলের পার্টি অফিস থেকে শুরু করে গাড়ি পরিষ্কার করার গ্যারাজ।

দখলমুক্ত করে আন্তর্জাতিকমানের স্টেশন তৈরির লক্ষ্যে এনজেপিতে কাজ শুরু হয়েছে। যে কারণে প্রচুর ছোট দোকান ভাঙা পড়েছে। ওই ব্যবসায়ীরা এখনও ঠিকমতো নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেননি। কিন্তু একাধিক এমন হোটেল রয়েছে যেগুলি ভাঙার পর নতুন করে তৈরি হয়েছে। যে হোটেলগুলি এখনও রয়েছে কিন্তু রাস্তা বন্ধ থাকায় সেভাবে চলছে না। তারাও স্টেশনের অন্যত্র দ্বিতীয় শাখা খুলে নিয়েছে। এই হোটেলগুলিতে চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না হচ্ছে। খাবারের সামগ্রী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হচ্ছে। কিন্তু আদতে দেখার কেউ নেই। নতুন হোটেল বানাতে রেলের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না, জানতে চাইলে হোটেলের কর্মীরা বলছেন রেলের অনুমতি দরকার নেই। স্থানীয় আইএনটিটিইউসি নেতাদের থেকেই নাকি অনুমতি মিলেছে।

জীবনযুদ্ধে বিরাম নেই

বৃষ্টিতে স্কুল থেকে ফেরার পথে।

মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

কোমা'র পথে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পাতার পর

কেন হল না সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অর্ধেন্দু মণ্ডল। তাঁর কথা, 'আমরা বারবার সব মহলে অনুরোধ করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাঁকা পদগুলি দ্রুত পূরণ করার জন্য। কেউ কথা শুনছে না। ফলে আমাদের সবাইকে ভুগতে হচ্ছে।'

২০২১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ফিন্যান্স অফিসারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদটিও ফাঁকা। ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি থেকে খালি পড়ে রয়েছে অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসারের চেয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৪৯টি কলেজ। সেই কলেজগুলির দেখভালের দায়িত্ব কলেজ পরিদর্শকের।

২০২৪-এর এপ্রিল থেকে সেই পদে লোক নেই। পরীক্ষা পরিচালনার মূল দায়িত্ব যাঁর কাঁধে সেই পরীক্ষা নিয়ামক অবসর নিয়েছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। এখনও ক্যাম্পাস স্থায়ী পরীক্ষা নিয়ামকহীন। কয়েক বছর ধরে নেই স্টেট অফিসার, নিরাপত্তা আধিকারিকও। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় দেখভালের মূল দায়িত্ব যাঁদের উপর থাকে সেই কলা ও বিজ্ঞান- দুই বিভাগের ডিনের পদগুলিও খালি পড়ে। এক শিক্ষককে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হলেও তিনি চাপ সামলাতে পারছেন না।

অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ উপাচার্য নেই। আর যাঁদের উপর বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁরা আইনের গ্যাঁড়াকলে পড়ার ভয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না। উপাচার্য না থাকায় বছর দুয়েক হল বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠক। ফলে কোনও সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের অভিযোগ, সবথেকে বেশি ক্ষতি হচ্ছে গবেষণায়। গবেষণায় পিছিয়ে পড়ায় ইতিমধ্যেই ন্যাকের মূল্যায়নে একধাপ নীচে নেমেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান। আর প্রশাসনিক অচলাবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ার মতো দশা হয়েছে গবেষণার। পদাধিকারবলে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ রিসার্চ স্টাডিজের চেয়ারম্যান।

তিনি না থাকায় একদিকে গবেষণা সংক্রান্ত বহু সিদ্ধান্ত থমকে রয়েছে। অন্যদিকে অর্থ খরচের অনুমোদন না থাকায় বিভিন্ন সরঞ্জামের অভাবে গবেষণাগারগুলি ধুঁকছে। কোটি কোটি টাকার যন্ত্রাংশ পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে।

২০১৭ সালের আইন অনুসারে জরুরি পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনও সমস্যা মেটাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সেই আইনেই প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসকও নিয়োগ করতে পারে রাজ্য। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা সংসদ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একাধিক পদক্ষেপ করতে পারে। তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে কোমার পথে এগিয়ে যাওয়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কোনও হেলদোল নেই শিক্ষা দপ্তরের। (চলবে)

বুমরাহ প্রশ্নের উত্তর নেই গিলের কাছেও

সংশয় নিয়েই প্রস্তুতিতে জসপ্রীত বুমরাহ। মঙ্গলবার বার্মিংহামে।

বার্মিংহাম, ১ জুলাই : জসপ্রীত বুমরাহ কি খেলছেন দ্বিতীয় টেস্টে?

প্রশ্নটা ধারাবাহিকভাবে উঠে চলেছে। নিয়মিত চর্চাও চলছে। কিন্তু স্পষ্ট জবাব কিছুতেই মিলছে না। বুমরাহ নিয়ে এক অদ্ভুত রহস্য তৈরি হয়েছে।

গতকাল ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে খোলসা করে কিছু জানাননি। আজ এজবাস্টনে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন। বুমরাহ নিয়ে তিনিও নয়া দিশা দিতে ব্যর্থ। বরং টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটারদের আরও বেশি দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। হেডিংলে টেস্টে দারুণ শুরুর পরও ম্যাচ হেরে সিরিজে ইতিমধ্যেই পিছিয়ে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। প্রথম টেস্ট হারের পর ভারত অধিনায়ক শুভমানের মনে হয়েছে, হেডিংলের মাঠে দুই স্পিনার থাকলে হয়তো খেলার ফল অন্য হতে পারত। তাই বুধবার থেকে শুরু হতে চলা এজবাস্টন টেস্টে জোড়া স্পিনারের ভাবনা প্রবলভাবে রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে।

কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে প্রশ্ন একটাই, সেই বুমরাহ। তিনিই যে টিম ইন্ডিয়ার পরিত্রাতা, মসিহা- সবারই জানা। তাই আজ ভারত অধিনায়ক শুভমানের সাংবাদিক সম্মেলনের প্রথম প্রশ্নই ছিল বুমরাহ। শুভমান বলেছেন, 'জসপ্রীত বুমরাহকে পাওয়া যাবে। ওকে নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে খেলার আগে। পরিবেশ, পরিস্থিতি সব বিবেচনার পরই বুমরাহকে নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। আমরা এমন বোলিং কম্বিনেশন চাইছি, যেখানে বিপক্ষের ২০টি উইকেট দখল করা যায় সহজে।' বুমরাহ খেললে ভারতের কম্বিনেশন একরকম হবে। তিনি না খেললে কম্বিনেশন হবে ভিন্ন। ঠিক কেমন কম্বিনেশন চাইছেন ভারত অধিনায়ক? খোলসা করে কিছু বলতে চাননি শুভমান। তাঁর কথায়, 'এখনই এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। তবে এটুকু বলতে পারি, পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে আমরা সেরা একাদশই মাঠে নামাব।'

> জসপ্রীত বুমরাহকে পাওয়া যাবে। ওকে নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে খেলার আগে। পরিবেশ, পরিস্থিতি সব বিবেচনার পরই বুমরাহকে নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। আমরা এমন বোলিং কম্বিনেশন চাইছি, যেখানে বিপক্ষের ২০টি উইকেট দখল করা যায় সহজে।
>
> **শুভমান গিল**

লিডস টেস্টের একটা বড় সময় ম্যাচের রাশ ছিল টিম ইন্ডিয়ার দখলে। কিন্তু তারপরও শেষরক্ষা হয়নি। কেন? ভারতীয় দলের অন্দরে প্রথম টেস্টের ময়নাতদন্তে উঠে এসেছে জোড়া স্পিনারের বিষয়। সম্ভবত সেই কারণেই এজবাস্টনে জোড়া স্পিনারে প্রথম একাদশ নামাতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়ক শুভমানের কথায়, 'প্রথম টেস্টের শেষদিকে আমাদের মনে হয়েছিল, দলে দুইজন স্পিনার থাকলে ভালো হত। সেটা হয়নি। এজবাস্টনে আমরা জোড়া স্পিনারের কথা ভাবছি। কিন্তু এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আগামীকাল খেলা শুরুর আগে পরিস্থিতি অনুয়ায়ী সিদ্ধান্ত নেব আমরা।' বুমরাহ থেকে শুরু করে দলের কম্বিনেশন- কোনও কিছু নিয়েই স্পষ্টভাবে কিছু জানাতে ব্যর্থ ভারত অধিনায়ক একটা বিষয় অবশ্য স্পষ্ট করেছেন। জানিয়েছেন, দলের টপ অর্ডার ব্যাটারদের থেকে আরও বেশি দায়বদ্ধতা চাইছেন তিনি। হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই টিম ইন্ডিয়ার লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। সেই ব্যর্থতার রেশ কাটেনি এখনও। তার মধ্যেই আজ অধিনায়ক শুভমান বলেছেন, 'আমাদের ব্যাটিং নিয়েও আলোচনা করেছি আমরা। হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই আরও বেশি রান করা উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু সেটা হয়নি। আমার মনে হয়, দলের টপ অর্ডার ব্যাটারদের আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে।'

ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, এজবাস্টনের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য অপয়া। অভিশপ্তও। এজবাস্টনে কখনও জয় পায়নি টিম ইন্ডিয়া। এবার ছবিটা বদলাবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে শুভমান-গৌতম গম্ভীররা নিশ্চিতভাবেই অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে।

কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে পরামর্শ ডুবে শুভমান গিল।

'জসপ্রীতকে বিশ্রাম দিলে হারবে ভারত'

বার্মিংহাম, ১ জুলাই : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা।

বুধবার বার্মিংহামে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতে আত্মবিশ্বাসী ইংল্যান্ড। ভারতের সেখানে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ। যদিও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আদৌ দলের সেরা বোলিং অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহকে পাওয়া যাবে কি না, নিশ্চিত নয়। ভারতীয় থিংকট্যাংক বুমরাহকে নিয়ে তাসটা আগেভাগে খেলতে রাজি নয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখছে।

যদিও বুমরাহকে নিয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা ঘিরে ইংল্যান্ড ক্রিকেটমহলের টার্গেটে ভারতীয় দল।

গম্ভীরদের খোঁচা উডের

দাবি, বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিং আরও দুর্বল হবে। সেক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে বার্মিংহামেও হার এড়ানো কঠিন। ইংল্যান্ডের জোরে বোলার মার্ক উডের সাফ দাবি, বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের পক্ষে সফল হওয়া মুশকিল।

চোটের জন্য চলতি ভারত সিরিজে না থাকা উড বলেছেন, 'ওদের পক্ষে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া কঠিন। ফলে দলের সেরা বোলারকে দরকার। আমার মনে হয় না, বুমরাহও দলকে বলেছে লর্ডসে, বার্মিংহামে খেলবে না। আমার ধারণা, দুইটি ম্যাচেই খেলবে। কারণ, বার্মিংহামে ভারত ১-১ করতে সক্ষম হলে সিরিজের পরিস্থিতি বদলে যাবে। সফরকারী বোলাররা সবসময় ইংল্যান্ডে টেস্ট খেলার জন্য মুখিয়ে থাকে। বুমরাহ আলাদা নয়।'

প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল আথারটনের অনুমান, বুমরাহ সম্ভবত ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টে বিশ্রাম নিতে পারে। বলেছেন, 'ভারতীয় থিংকট্যাংক হয়তো সিদ্ধান্তের ভার বুমরাহর ওপরই ছাড়বে। আর লর্ডসে খেলার সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। কারণ, লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নিজের নাম দেখতে চায় সবাই। অপরদিকে, ক্রিকেটীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেও বার্মিংহামে পেস সহায়ক পিচ থাকে। রিভার্স সুইংও ফ্যাক্টর।'

পাশাপাশি বুধবার শুরু দ্বিতীয় টেস্টে কুলদীপ যাদবকে খেলানোর পরামর্শও দিচ্ছেন আথারটন। প্রাক্তনের ধারণা, বোলিং বৈচিত্র্য বাড়াতে কুলদীপের শরণাপন্ন হবে গম্ভীররা। বার্মিংহামে ১-১ করতে হলে ভারতের হাতে এর চেয়ে ভালো অস্ত্র নেই। আথারটনের কথার জের টেনে নাসের হুসেনের দাবি, রবীন্দ্র জাদেজা তাঁর নামের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ। ইংল্যান্ডের তরুণ স্পিনার শোয়েব বশিরও সাফল্য পেয়েছেন। সেখানে জাদেজার ব্যর্থতা দৃষ্টিকটু।

নাসের লিখেছেন, 'ভারতের মাটিতে বল টার্ন করে। কিন্তু ইংল্যান্ডের পরিস্থিতি আলাদা। ফলে পিচের রাফটা ব্যবহার করা জরুরি। কিন্তু বেন ডাকেটের বিরুদ্ধে সেই রাফটা খুঁজে পায়নি জাদেজা! শেষদিকে বেন স্টোকসকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলাটুকু সরিয়ে রাখলে সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ভারতের উচিত দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবকে খেলানো। দুইদিকে স্পিন করাতে পারে। রিস্ট স্পিনার। অনেক বেশি কার্যকর হবে বলে আমার ধারণা।'

এজবাস্টনে দুই স্পিনারে ভারত

বার্মিংহাম, ১ জুলাই : মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে বদলে গিয়েছে ছবিটা! হেডিংলের দুর্দান্ত শুরু। টেস্ট ম্যাচের একটা বড় সময় দাপট দেখানো। দুই ইনিংস মিলিয়ে পাঁচ শতরানের রোমান্স, সবই এখন উধাও।

মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে আরও একটি সপ্তাহ। এজবাস্টনের মাঠে বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট। আর সেই টেস্টের আগে দুই শিবিরে অদ্ভুত বৈপরীত্য। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার আত্মবিশ্বাসে ভর করে বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে। চমকপ্রদভাবে জোফ্রা আর্চার স্কোয়াডে থাকার পরও তাঁর কথা বিবেচনা করা হয়নি। বরং উইনিং কম্বিনেশন ধরে রেখে টিম ইন্ডিয়াকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন স্টোকসরা। তুলনায় ভারতীয় শিবিরে গুমোট পরিবেশ।

ভারতীয় ক্রিকেটমহলে প্রশ্ন একটাই, জসপ্রীত বুমরাহ কি এজবাস্টনে খেলবেন? আজও বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি। অধিনায়ক শুভমান গিল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বুমরাহ নিয়ে নতুন কোনও দিশা দিতে পারেননি। এমনকি টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন প্রসঙ্গও এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। বুমরাহ না খেললে ভারতীয় বোলিং যে আরও দুর্বল হয়ে যাবে, সেটা জানা বা বোঝার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। রবি শাস্ত্রীর মতো অভিজ্ঞ, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ পর্যন্ত বুমরাহকে প্রথম একাদশে রাখার জন্য সওয়াল করেছেন। তারপরও কি ছবিটা বদলাবে?

ইংল্যান্ড বনাম ভারত
দ্বিতীয় টেস্ট আজ থেকে
সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট, **স্থান :** বার্মিংহাম
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও হটস্টার

মিলল প্যাকেট ■ শুভমানদের চলাফেরায় সাময়িক নিষেধাজ্ঞা

এরই মাঝে হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের স্বাভাবিক চলাফেরায় বাধা এসেছিল। টিম হোটেল সংলগ্ন সেন্টেনারি স্কোয়ার চত্বরে পাওয়া যায় সন্দেহজনক প্যাকেট। তারপরই বার্মিংহাম সিটি সেন্টার পুলিশের তরফে সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানানো হয়, 'সেন্টেনারি স্কোয়ার সংলগ্ন এলাকা কিছুক্ষণের জন্য ঘিরে রাখা হয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ওই এলাকার কিছু বিল্ডিং ফাঁকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' ভারতীয় দলের বাইরে বেরোনোর ওপরও জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। যদিও এক ঘণ্টা পর তা তুলে নেওয়া হয়।

গত কয়েকদিনের ভারতীয় দলের অনুশীলন থেকে একটা বিষয় অবশ্য স্পষ্ট হয়েছে। সেটা হল, প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তন হতে চলেছে এজবাস্টন টেস্টে। শার্দূল ঠাকুরের পরিবর্তে নীতীশ কুমার রেড্ডি দলে ঢুকছেন। বুমরাহ না খেললে আকাশ দীপের প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়া সময়ের অপেক্ষা। বড় অঘটন না হলে দুই স্পিনারে প্রথম একাদশ গড়তে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনারের জায়গা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল যুদ্ধ। যেখানে কুলদীপ যাদব বনাম ওয়াশিংটন সুন্দরের মধ্যে কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, অপেক্ষায় ক্রিকেটমহল। ভারতীয় দলের একটি সূত্রের খবর, ভঙ্গুর লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংকে ভরসা দেওয়ার কারণে ওয়াশিংটন এগিয়ে। ভারতীয় দলের স্লিপ কর্ডনেও বদল আসছে এজবাস্টনে। অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গে স্লিপে থাকবেন লোকেশ রাহুল ও করুণ নায়ার। তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে দেখা যেতে পারে করুণকেও। অন্তত গতকালের পর আজ ভারতীয় দলের অনুশীলনে ফের তিন নম্বরে করুণ ব্যাটিং করায় এমন সম্ভাবনা জোরদার হয়েছে। সঙ্গে একটি প্রশ্নও রয়েছে, বি সাই সুদর্শন কি বাদ পড়তে চলেছেন? নাকি সাইকে রেখে করুণকেই ছেঁটে ফেলা হবে? অজস্র প্রশ্ন ঘুরছে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য কম্বিনেশনকে কেন্দ্র করে।

বাজবল বনাম শুভমানের তরুণ ভারত!

টিম ইন্ডিয়ার মিশন বিলেত শুরুর আগে থেকেই চলতি সিরিজকে এভাবেই দেখা হচ্ছিল। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অবসরের পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দল কেমন করে, সেদিকে সবারই নজর ছিল। বাস্তবে হেডিংলে টেস্টে দেখা গিয়েছে, 'রোকো' জুটি না থাকলেও ভারতীয় ব্যাটাররা বিলেতের মাটিতে রান পেয়েছেন। সমস্যা হয়েছে দলের লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংয়ের সঙ্গে বিশ্রী ফিল্ডিং ও হতাশাজনক বোলিংকে কেন্দ্র করে। বুমরাহ বল হাতে একদিক থেকে চাপ তৈরি করলেও মহম্মদ সিরাজরা সেই চাপ ধরে রাখতে ব্যর্থ।

ঘটনা হল, এমন অবস্থা চলতে থাকলে বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুক, জো রুট, জোশ টাঙ্গ ফের বাজবলে মাতিয়ে দেবেন দুনিয়াকে। আর সিরিজ হারের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে শুভমানের ভারত। 'অভিশপ্ত' এজবাস্টনের মাঠে শুভমানের ভারত কি নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? অপেক্ষার শুরু হচ্ছে আগামীকাল।

ব্যাটিংয়েও নিজেকে তৈরি রাখতে চলেছেন কুলদীপ যাদব। বার্মিংহামে মঙ্গলবার।

কেন্দ্রের ছাড়পত্র নিয়ে টালবাহানা

বাতিলের পথে বাংলাদেশ সফর

মুম্বই, ১ জুলাই : ভারতীয় দলের ঘোষিত বাংলাদেশ সফর সম্ভবত বাতিল হতে চলেছে।

পদ্মাপারে পালাবদলের পর বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গিয়েছে। ভারত বিরোধিতার হাওয়া বাংলাদেশে। ভারত বিদ্বেষ বাড়ছে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আদৌ সফরের অনুমতি দেওয়া নিয়ে টালবাহানা জারি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সফরের ছাড়পত্রের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। যদিও এখনও সবুজ সংকেত মেলেনি।

> বিসিসিআইয়ের সঙ্গে ইতিবাচক কথাবার্তা হয়েছে। ওরা ভারত সরকারের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে। অগাস্টে সিরিজ শেষপর্যন্ত না হয়, অদূর ভবিষ্যতে দুই দেশের গ্রহণযোগ্য সময়ে ভারত-সিরিজ আয়োজনের সুযোগ পাব।
>
> **আমিনুল ইসলাম**

আগামী অগাস্ট মাসের সফরে টি২০ এবং ওডিআই, জোড়া সিরিজ (তিনটি করে ম্যাচ) খেলার কথা ভারতীয় দলের। যদিও দলের বাংলাদেশ সফর নিয়ে আপত্তি রয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকারের। ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয়টি আপাতত বিশবাঁও জলে। ফলে টেস্টকে গুডবাই জানানোর পর বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের জাতীয় দলের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন আরও পিছিয়ে যেতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম এদিন এই অনিশ্চয়তার কথা জানিয়েছেন। বলেছেন, 'বিসিসিআইয়ের সঙ্গে ইতিবাচক কথাবার্তা হয়েছে। ওরা ভারত সরকারের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে। অগাস্টে সিরিজ শেষপর্যন্ত না হয়, অদূর ভবিষ্যতে দুই দেশের গ্রহণযোগ্য সময়ে ভারত-সিরিজ আয়োজনের সুযোগ পাব।'

নিলামে কোহলির ভাইপো

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : গত আইপিএল নিলামে ২৭ কোটির অবাক দর। মেগা লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটারের মুকুট। কয়েক মাসের ব্যবধানে ফের নিলামে উঠতে চলেছেন ঋষভ পন্থ। এবার দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের (ডিপিএল) নিলাম। ঋষভ ছাড়াও নিলামে উঠবেন গত আইপিএলে নজরকাড়া প্রিয়াংশ আর্য, দিগবেশ রাঠি সহ একঝাঁক চেনা মুখ।

আছে বীরুর দুই ছেলেও

৬-৭ জুলাই অনুষ্ঠিত দুইদিনের নিলাম তালিকায় অন্যতম আকর্ষণ বিরাট কোহলির ভাইপো আর্যবীর কোহলি এবং বীরেন্দ্র শেহবাগের দুই পুত্র আর্যবীর ও বেদান্ত। বিরাটের বড়ভাই বিকাশ-পুত্র বছর পনেরোর আর্যবীর মূলত লেগস্পিনার। বিরাটের ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মার অ্যাকাডেমির ছাত্র। শেহবাগ-পুত্র আর্যবীর ইতিমধ্যে অনূর্ধ্ব-১৯ দিল্লি দলের হয়ে খেলেছেন। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ২৯৭ রানের ঝোড়ো ইনিংসে নজরও কাড়েন। বেদান্ত অপরদিকে অফস্পিন অলরাউন্ডার।

ইংল্যান্ডের প্রস্তুতিতে মইন আলি!

অত্যন্ত বিপজ্জনক ঋষভ : স্টোকস

বার্মিংহাম, ১ জুলাই : শেষ টেস্ট ২০২৩ সালে। গত বছর সব ফরম্যাটকেই বিদায়। ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিসে সেই মইন আলির উপস্থিতি সবাইকে চমকে দিয়েছে। তবে কি নতুন কোনও ভূমিকায় স্পিন অলরাউন্ডার? সেই রকম কিছু নয়। দলের পাশে থাকার জন্যই মইনের আসা। বার্মিংহাম মইনের ঘরের মাঠ। তাই সুযোগ পেয়ে চলে এসেছেন নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে।

হেডিংলেতে জিতে ১-০ ব্যবধান এগিয়ে থাকার পর থ্রি লায়ন্সের পাখির চোখ বুধবার শুরু দ্বিতীয় টেস্টে সিরিজের স্কোরলাইন ২-০ করে নেওয়া। যেখানে পেস না স্পিন, হাতিয়ার শেষপর্যন্ত কী হতে পারে, তা নিয়ে কিছুটা হলেও টানাপোড়েন মাঝের বাইশ গজের সৌজন্যে। দলের প্র্যাকটিসে মইনের উপস্থিতি মূলত সেই টানাপোড়েনে দলকে রসদ জোগাতে।

> লম্বা সময়ের পর টেস্ট পরিবেশে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে জোফের। নিশ্চিতভাবে দলের জন্য দারুণ খবর। আশা করি, চলতি সিরিজে প্রথম এগারোয় দেখা যাবে ওকে।
>
> **বেন স্টোকস**

হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম, স্পিন বোলিং কোচ জিতেন প্যাটেলের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেন মইন। টিম সূত্রের খবর, বার্মিংহাম টেস্টে স্পিন স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে, তা নিয়ে মইনের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ম্যাককুলামরা। তবে স্পিন ধরার পূর্বাভাস থাকলেও ইংল্যান্ডের ঘোষিত দলে শোয়েব বশির ছাড়া বিশেষজ্ঞ স্পিনার নেই। ফলে জো রুটের অনিয়মিত স্পিনেও ভরসা রাখতে হবে।

হেডিংলেতে হারলেও দাপট দেখিয়েছে ভারতীয় ব্যাটাররা। ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল শতরান পেয়েছেন। বার্মিংহামের পিচ পূর্বভাসে চতুর্থ দিন থেকে স্পিন ধরলে বশিরের পক্ষে ঋষভকে আটকে রাখা আদৌ সম্ভব হবে কি না, প্রশ্ন ইংল্যান্ড ক্রিকেটমহলেও। তবে বেন স্টোকস বিন্দাস মেজাজেই।

তবে ঋষভকে নিয়ে বাড়তি সমীহের সুর। ইংল্যান্ড অধিনায়কের কথায়, ঋষভ অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলোয়াড়। প্রতিভাবান। যার ঝলক চোখের সামনে। প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে ঋষভের সেঞ্চুরি ইংল্যান্ডকে ভোগালেও ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের ব্যাটিং নাকি উপভোগ করেছেন! স্টোকসের স্বীকারোক্তি, প্রতিপক্ষ হলেও ঋষভের ব্যাটিং উপভোগ করেন।

জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে টানাপোড়েনে অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন না। স্টোকস জানান, বার্মিংহাম টেস্টে বুমরাহ খেলবে কি খেলবে না, তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় দলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। ইংল্যান্ড শিবির বা তিনি এ নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। ফোকাস নিজেদের ক্রিকেটেই। বাড়তি খুশি জোফ্রা আর্চারের টেস্ট প্রত্যাবর্তনে। জোফ্রা দলে ফিরলেও রিজার্ভ বেঞ্চেই ঠাঁই হয়েছে। তবে দীর্ঘদিন পর আর্চারের ফেরাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

স্টোকস বলেছেন, 'লম্বা সময়ের পর টেস্ট পরিবেশে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে জোফের। নিশ্চিতভাবে দলের জন্য দারুণ খবর। আশা করি, চলতি সিরিজে প্রথম এগারোয় দেখা যাবে ওকে। গত সপ্তাহ ভালো কেটেছে। ১-০ এগিয়ে থাকার সুবিধা। বুধবার অবশ্য নতুন ম্যাচ। শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।' তবে ভারতের উদ্দেশে ঘুরিয়ে হুংকারও ছেড়েছেন। স্টোকসের দাবি, চতুর্থ ইনিংসে যে কোনও টার্গেট তাড়া করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তাঁর ব্রিগেড।

প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তুতি চলেছেন ঋষভ পন্থ।

কালিসকে স্পর্শ করবিনের

বুলাওয়াও, ১ জুলাই : প্রথম টেস্টে জিম্বাবোয়েকে ৩২৮ রানে হারিয়ে দুই ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। জিম্বাবোয়ের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় রানে হার।

চতুর্থ ইনিংসে জিম্বাবোয়ের সামনে লক্ষ্য ছিল ৫৩৭ রান। চতুর্থ দিনে লাঞ্চের পর জিম্বাবোয়ে ২০৮ রানে অল আউট হয়ে যায়। সৌজন্যে অলরাউন্ডার করবিন বশের ৫ উইকেট। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে শতরান করেছিলেন। ২০০২ সালে জ্যাক কালিসের পর প্রথম প্রোটিয়া ক্রিকেটার হিসেবে একই টেস্টে শতরান ও ৫ উইকেট পেলেন।

তৃতীয় দিনের শেষ বলে তাকুদজওয়ানাশে কাইতানোকে (১২) আউট করেছিলেন বশ (৪৩/৫)। মঙ্গলবার চতুর্থ দিনে ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলেন তিনি। দিনের প্রথম বলেই নিক ওয়েলচকে (০) তুলে নিয়ে ছন্দ ঠিক করে দেন বশ। তারপর একটা সময় জিম্বাবোয়ের স্কোর ৮২/৬ হয়ে যায়। সেখান থেকে কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন ক্রেগ আরভিন (৪৯) এবং ওয়েলিংটন মাসাকাদজা (৫৭)। তাঁরা সপ্তম উইকেটে ৮৩ রান জোড়েন। আরভিনকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন সেই বশ।

তৃতীয় স্থানে উঠে এলেন মান্ধানা

দুবাই, ১ জুলাই : কয়েকদিন আগেই টি২০ ক্রিকেটে নিজের প্রথম সেঞ্চুরিটি পেয়েছেন ভারতীয় মহিলা দলের তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা। সেই সেঞ্চুরির সুফল পেলেন তিনি।

টি২০ ক্রিকেটে মহিলা ব্যাটারদের আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন এই ভারতীয় ওপেনার। এই মুহূর্তে তাঁর সংগ্রহ ৭৭১ পয়েন্ট। তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন বেথ মুনি। তাঁর সংগ্রহ ৭৯৪ পয়েন্ট। ৭৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটার হেইলি ম্যাথিউজ।

শুধু মান্ধানা নন, টি২০ র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি ঘটেছে শেফালি ভার্মারও। তিনি ব্যাটারদের তালিকায় একধাপ এগিয়ে ১৩তম স্থানে উঠে এসেছেন। বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষ ২৫তম স্থানেই রয়ে গিয়েছেন।

পন্থের জন্য সবাই টিভি খোলে : ব্রুক

বার্মিংহাম, ১ জুলাই : রাত ফুরোলেই ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট।

শেষ তুলির টান দেওয়ার ব্যস্ততা। তার মাঝেই প্রতিপক্ষের অন্যতম অস্ত্র ঋষভ পন্থকে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন হ্যারি ব্রুক। জানান, ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণের নাম ঋষভ। যাঁর ব্যাটিং দেখতে সবাই টিভির সুইচ অন করে। হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন ঋষভ। ব্রুকও ৯৯ রানের ম্যাচ জেতানো গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন।

আগামীকাল শুরু বার্মিংহাম টেস্টে দুই দলের দুই ভরসা। যুদ্ধের আগে ঋষভে মজে থাকা ব্রুক বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য প্লেয়ার। আমি সবসময় উপভোগ করি ওর ব্যাটিং। ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য ও বড় আকর্ষণ। প্রত্যেকে টিভির সুইচ অন করে ঋষভের ব্যাট দেখার জন্য। আমার মতে, ও বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার।'

প্রস্তুতি শুরুর আগে কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সঙ্গে আলোচনায় বেন স্টোকস। মঙ্গলবার।

২০২৪ সালে ঋষভের নেতৃত্বে দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলার কথা ছিল ব্রুকের। কিন্তু অ্যাসেজের দায়বদ্ধতার কারণে সরে দাঁড়ান। যে প্রসঙ্গে ব্রুক বলেছেন, 'কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। আইপিএল দুর্দান্ত টুর্নামেন্ট। উত্তেজক ও হাড্ডাহাড্ডি ক্রিকেট হয়। বিশ্বের সেরা প্লেয়াররা খেলে। সমর্থক, পরিবেশ- সবকিছু অবিশ্বাস্য। আগামী দিনে খেললে ভালো লাগবে। তবে মূল নজর ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা।'

দ্বিতীয় টেস্টের আগে পিচ নিয়ে পূর্বাভাসও দিয়ে রাখলেন ব্রুক। থ্রি লায়ন্সের আগ্রাসী মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেছেন, 'এজবাস্টনে তুলনামূলক পাটা উইকেট থাকে। স্পিনাররা কিছুটা সুবিধা পেয়ে থাকে চতুর্থ, পঞ্চম দিনে। এইটুকু বাদ দিলে ইংলিশ পিচ যেমন হয়।'

৪৫০ রানের লক্ষ্যেও জেতা সম্ভব

৩৫০ প্লাস টার্গেট তাড়া করে জেতাটা ক্রমশ অভ্যাসে পরিণত করছে বেন স্টোকসের দল। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতের ৩৭০ রানের চ্যালেঞ্জে উতরে গিয়েছে। ক্রিকেট মহলের ধারণা, লাল বলের ফরম্যাটে বাজবল যেভাবে এগোচ্ছে, ৪৫০ রানও নিরাপদ নয়। ব্রুকের গলাতে সেই আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া। সাড়ে চারশো বড় স্কোর। যে গণ্ডি অতিক্রম করতে ইতিবাচক মানসিকতা গুরুত্বপূর্ণ। যার অভাব নেই ইংল্যান্ড দলে।

ক্লাব বিশ্বকাপে অঘটনের রাত

শেষমুহূর্তে গোল করে আল হিলালের জয়ের নায়ক কালিদৌ কৌলিবালি।

আল হিলালের বিরুদ্ধে হেরে ট্রফিহীন ম্যান সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-৩ আল হিলাল-৪

ফ্লোরিডা, ১ জুলাই : অঘটন! বোধহয় তার চেয়েও বেশি অপ্রত্যাশিত।

সম্প্রতি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা পাঁচ লিগের মধ্যেই থাকবে সৌদি লিগ।’ ক্লাব বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আল হিলালের কাছে ৪-৩ গোলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হার যেন আল নাসের তারকার সেই মন্তব্যেরই বাস্তবায়ন। আসলে সৌদি ক্লাবটির নাছোড় মানসিকতাই ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল সিটিকে।

ধারেভারে এগিয়ে থেকেই শেষ ষোলোয় নেমেছিল ম্যান সিটি। ৯ মিনিটে প্রথম গোলটিও আসে সিটির বার্নার্ডো সিলভার পা থেকে। প্রথমার্ধের বাকি সময়ও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল নীল ম্যাঞ্চেস্টারের দখলে। ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। তবে সৌদি ক্লাবটির গোলরক্ষক ইয়াসিন বোনো প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানোয় তা সম্ভব হয়নি। এদিকে, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মাত্র ৬ মিনিটের ব্যবধানে ছবিটা বদলে দেয় হিলালিরা। পরপর দুটি গোল করেন মার্কোস লিওনার্দো (৪৬) ও ম্যালকম (৫২)। যদিও সেই ব্যবধান স্থায়ী হয় মাত্র ৩ মিনিট। ৫৫ মিনিটে সিটিকে সমতায় ফেরান আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষ হয় ২-২ গোলে। রুদ্ধশ্বাস লড়াই হয় অতিরিক্ত সময়েও। শুরুতে কালিদৌ কৌলিবালির গোলে এগিয়ে যায় হিলাল। ১০৪ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন ফিল ফোডেন। অবশেষে ১১২ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আসে আল হিলালের মার্কোসের পা থেকে। গুয়ার্দিওলার দলের রক্ষণের ভুলেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

এই হারে শূন্য হাতেই মরশুম শেষ করল সিটি। হতাশা ঝরে পড়ল কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার গলায়। বলেছেন, ‘এই হারের রেশ অনেকদিন থাকবে।’ প্রতিপক্ষের প্রশংসা করে পেপ বলেছেন, ‘আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি। তবে বোনো প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এটা মানতেই হবে, এই পর্যায় যে কোনও ম্যাচই কঠিন।’ এদিকে, সিটির বিরুদ্ধে এই জয়ের কৃতিত্ব খেলোয়াড়দের দিচ্ছেন আল হিলালের নবনিযুক্ত কোচ সিমোনে ইনজাঘি। লড়াইটাকে তুলনা করছেন মাউন্ট এভারেস্টে ওঠার সঙ্গে। বলেছেন, ‘ছেলেরা হৃদয় দিয়ে লড়েছে। আমরা অক্সিজেন ছাড়া মাউন্ট এভারেস্টে ওঠার মতোই একপ্রকার অসম্ভবকে সম্ভব করেছি।’

> আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি। তবে বোনো প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এটা মানতেই হবে, এই পর্যায় যে কোনও ম্যাচই কঠিন।
> -পেপ গুয়ার্দিওলা

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হারের পর বিষণ্ণ মুখে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ফিল ফোডেন।

বিদায়ের যন্ত্রণা লুকোতে মুখ ঢেকেছেন লওটারো মার্টিনেজ।

মিলানের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন লওটারোর

ইন্টার মিলান-০ ফ্লুমিনেজ-২

শার্লট, ১ জুলাই : হতাশায় ভরা মরশুম। একের পর এক খেতাব হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। এই মরশুমে ত্রিমুকুট জয়ের দ্বারপ্রান্তে থেকেও তিনটি প্রতিযোগিতাতেই রানার্স ইন্টার মিলান।

শেষ ভরসা ছিল ক্লাব বিশ্বকাপ। কিন্তু সেখান থেকেও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে ইতালিয়ান জায়েন্টদের। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেজের কাছে ২-০ গোলে অপ্রত্যাশিত হার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রানার্সদের।

ম্যাচের ৩ মিনিটেই জার্মান কোনোর গোলে পিছিয়ে পড়েন লওটারো মার্টিনেজরা। ম্যাচের বাকি সময় সেই গোল শোধ করতে পারেননি তাঁরা। উলটে সংযোজিত সময়ে হারকিউলিসের গোলে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায় ইন্টারের।

একের পর এক প্রতিযোগিতা থেকে খালি হাতে ফেরায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ অধিনায়ক লওটারো। তিনি সরাসরি বাকি খেলোয়াড়দের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন। আর্জেন্টাইন তারকা বলেছেন, ‘আমি বড় খেতাবগুলি জেতার জন্য লড়তে চাই। যারা ইন্টারে থাকতে চায়, তাদেরকে বলছি একসঙ্গে লড়াই করব। কিন্তু যারা থাকতে চায় না, তাদের জন্য ক্লাবের দরজা খোলা আছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘ইন্টারে থাকতে চায় এমন খেলোয়াড়ই দরকার। এই জার্সির গুরুত্ব অনেক। আমাদের লড়াইয়ের মানসিকতা দরকার।’

মূলত লওটারোর নিশানায় ছিলেন দলের তুরস্কের মিডিও হাকান কালহানোগ্লু। তিনি আগামী মরশুমের জন্য গালাতাসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। এই নিয়ে ইন্টারের প্রেসিডেন্ট বেপ্পে মারোত্তা বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, লওটারো সম্ভবত কালহানোগ্লুর উদ্দেশেই কথাগুলি বলেছে। আমরা এই নিয়ে খুব শীঘ্রই তুরস্কের এই খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলব।’

> আমি বড় খেতাবগুলি জেতার জন্য লড়তে চাই। যারা ইন্টারে থাকতে চায়, তাদেরকে বলছি একসঙ্গে লড়াই করব। কিন্তু যারা থাকতে চায় না, তাদের জন্য ক্লাবের দরজা খোলা আছে।
> -লওটারো মার্টিনেজ

সহজ জয় সিনারের, নজির পেরিকার্ডের

লন্ডন, ১ জুলাই : উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডে সহজ জয় জানিক সিনারের। সোমবার ইতালিয়ান প্রতিপক্ষ লুকা নারদিকে স্ট্রেট সেটে হারালেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা। প্রথম দুইটি সেটে নারদি প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও তৃতীয় সেটে কার্যত সিনারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ম্যাচের ফল ৬-৪, ৬-৩, ৬-০।

এদিকে উইম্বলডনের ইতিহাসে দ্রুততম সার্ভিসের নজির গড়লেন জিওভান্নি পেতসি পেরিকার্ড। ২০১০ সালে লন্ডনে সবুজ ঘাসের কোর্টে ২৩৮ কিলোমিটার গতিতে সার্ভ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ডেন্ট। নোভাক জকোভিচের বিরুদ্ধে ডেন্টের সেই সার্ভিসই উইম্বলডনে দ্রুততম আসন দখল করেছিল এতদিন। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রেরই টেলর ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে ম্যাচে ১৫ বছরের পুরোনো সেই নজির ভেঙে দিলেন ফ্রান্সের পেরিকার্ড। ২৪৬ কিলোমিটার গতিতে সার্ভ করেন তিনি। যদিও সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় সোমবার ওই ম্যাচ অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল। নিষ্পত্তি হয় মঙ্গলবার। পাঁচ সেটের লড়াইয়ে ফ্রিৎজের কাছে হেরে যান পেরিকার্ড।

ফরাসি ওপেনের পর উইম্বলডনেও প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন ড্যানিল মেদভেদেভ। সোমবার ফ্রান্সের বেনজামিন বোনজির কাছে হেরে গিয়েছেন তিনি। অন্য ম্যাচে ইতালির ফ্যাবিও ফগনিনিকে হারানোর পর কার্লোস আলকারাজ বলেছেন, ‘যে কোনও প্রতিযোগিতারই প্রথম ম্যাচ কঠিন হয়। ঘাসের কোর্টে আমি ভালো খেললেও উইম্বলডন আলাদা। অন্য প্রতিযোগিতার সঙ্গে এর তফাতটা বোঝা যায়।’

দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে জানিক সিনার।

অবসরের ইঙ্গিত লায়োনের

গ্রানাডা, ১ জুলাই : লাল বলের অস্ট্রেলিয়ার বোলিং বিভাগে অন্যতম ভরসার নাম নাথান লায়োন। কেরিয়ারের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে দলের ‘সং মাস্টার’-এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘোষণা করলেন তিনি। এই ঘোষণাই কি লায়োনের অবসরগ্রহণের পথে প্রথম ধাপ?

জয়ের পর সাজঘরে ‘আন্ডারনিথ দ্য সাউদার্ন ক্রস’ গান গেয়ে উদযাপন অজি ক্রিকেট দলের দীর্ঘদিনের রীতি। গত ১২ বছর সেই গানে নেতৃত্ব দিয়েছেন লায়োন। এবার সেই দায়িত্ব তরুণ অ্যালেক্স ক্যারির হাতে তুলে দিতে চান অজি স্পিনার। তিনি বলেছেন, ‘এখনই অবসর নিয়ে না ভাবলেও পরবর্তী প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার এটাই সঠিক সময়। আমার ধারণা, দলের সং মাস্টার হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা অ্যালেক্সের মধ্যে রয়েছে।’ একইসঙ্গে অবসরের আগে ভারত ও ইংল্যান্ডে সিরিজ জেতার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর সংযোজন, ‘সবসময়ই বলে এসেছি, ভারত ও ইংল্যান্ডে সিরিজ জিততে চাই। আশা করছি, সুযোগটা বছর দুয়েকের মধ্যে আসবে।’

এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে প্রথম টেস্টের দলে নেই মার্নাস লাবুশেন। তবে স্টিভেন স্মিথ আশাবাদী, আবার দলে জায়গা করে নেবেন তিনি। স্মিথ বলেছেন, ‘নিজের সেরা সময়ে বিশ্বের যে কোনও ক্রিকেটারকে ছাপিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা লাবুশেনের রয়েছে। ও আবার ফিরবে, যা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।’

মত বদলে ডুরান্ড কাপে খেলার সিদ্ধান্ত বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জুলাই : ডুরান্ড কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত সম্ভবত বদল করতে চলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

একাধিক ক্লাব হঠাৎই ডুরান্ড কাপ না খেলার কথা জানানোয় খানিকটা হলেও বেকায়দায় পড়েন আয়োজকরা। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয় যখন মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট নাম প্রত্যাহারের কথা বলতে শুরু করে। যদিও তাদের তরফে সরকারিভাবে কোনও চিঠি ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের কাছে এদিন পর্যন্ত পৌঁছয়নি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের তখনই জানানো হয়েছিল, এর মধ্যে খানিকটা হলেও চাপের খেলা রয়েছে। গত দুই মরশুম ডুরান্ড কমিটি ম্যাচগুলিতে, বিশেষত ডার্বিতে যে টিকিট বিন্যাস করে তা একেবারেই পছন্দ ছিল দুই প্রধানের কর্তাদের। এমনকি গত মরশুমে খুব সামান্য কিছু বাড়তি টিকিট চেয়ে ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের কাছে অপমানিত হতে হয় মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টকে। অথচ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলা দিয়েই কলকাতায় আসার পর থেকে প্রতি মরশুমে সফল এই টুর্নামেন্ট। রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গে একযোগে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করে সামরিক বাহিনী। দুই প্রধানকে এক গ্রুপে রেখে প্রতিবারই ক্রীড়া দপ্তর ও সামরিক বাহিনী ফয়দা তোলার চেষ্টা করেন বলে ঠারেঠোরে অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু দুই প্রধানকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো টুর্নামেন্ট চালায় আয়োজকরা। আর

সম্ভবত দুই প্রধান এক গ্রুপে নয়

এতেই পালটা চাপ দেওয়ার জন্য মোহনবাগান জানিয়ে দেয়, তারা এবার ডুরান্ডে খেলবে না।

তবে পালটা চাপের খেলা শুরু করে সামরিক বাহিনী ও রাজ্য সরকারও। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ড এদিন থেকেই নিজেদের অধীনে নিয়ে নেয় ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ। ফলে কলকাতা লিগে প্রস্তুতির জন্য মোহনবাগানকে চলে যেতে হল রাজারহাটের সেন্টার ফর এক্সেলেন্সের কৃত্রিম ঘাসের মাঠে। আর ইস্টবেঙ্গল দল নিয়ে সম্ভবত যাচ্ছে হাওড়া স্টেডিয়ামে। আর সেখানে না হলে সেন্টার ফর এক্সেলেন্সেই হয়তো সময় ভাগাভাগি করে হবে দুই দলের অনুশীলন। ডুরান্ডে না খেললে যে রাজ্য সরকারেরও সহযোগিতা পাওয়া যাবে না, এটা বুঝেই সম্ভবত আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। যা খবর, তাতে এদিনই ডুরান্ডে খেলার বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। তবে হয়তো এবার আর গ্রুপ পর্যায়ে ডার্বি দেখতে পাবেন না দুই ক্লাবের সমর্থকরা। দুই প্রধানকে আলাদা গ্রুপে রাখা হবে। পরবর্তীতে নকআউট পর্যায়ে দেখা হলে আলাদা বিষয়। মোহনবাগান খেললেও মুম্বই সিটি এফসি-র তরফে না খেলার কথা জানিয়ে আয়োজকদের মেল করে দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবারই রাতেই। ফলে মুম্বই সিটিকে নিয়ে আইএসএলের মোট ৭ দল নাম প্রত্যাহার করে নিল এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট থেকে।

মা হলেন ভিনেশ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : মঙ্গলবার সকালে নয়াদিল্লির এক হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট। যা ভিনেশ ও তাঁর স্বামী সোমবীর রাঠির প্রথম সন্তান। ভিনেশের মা হওয়ার খবর দিয়ে তাঁর দাদা হরবিন্দার ফোগট বলেছেন, ‘মা ও ছেলে দুইজনেই সুস্থ আছে। আমাদের পরিবারের জন্য আজ আনন্দের দিন।’

ভারত ১৮১

ব্রিস্টল, ১ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে ভারত ৪ উইকেটে ১৮১ রান তুলল। ৩১ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর হাল ধরেন আমনজ্যোৎ কাউর (অপরাজিত ৬৩) ও জেমিমা রডরিগজ (৬৩)। শেষদিকে রিচা ঘোষ ২০ বলে ৩২ করে অপরাজিত থেকে যান।

ব্রেট লি-ও ভালো থ্রোয়ার হতে পারতেন

নীরজ চান শচীনের ‘সুপার পাওয়ার’

বেঙ্গালুরু, ১ জুলাই : একজন ক্রিকেটের ঈশ্বর। অন্যজন দেশের সেরা অ্যাথলিট। দুজনেই গর্বিত করেছেন দেশকে। ক্রিকেটের ঈশ্বর শচীন তেন্ডুলকার খেলা ছেড়েছেন এক যুগ আগে। কিন্তু এখনও আসমুদ্রহিমাচল ‘শচীন মায়ায়’ মোহাবিষ্ট। তার ব্যতিক্রম নন দেশের সেরা অ্যাথলিট নীরজ চোপড়াও।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন ক্রিকেটারের ‘সুপার পাওয়ার’ তিনি নিতে চান। উত্তরে ভারতের ‘সোনার ছেলে’ বলেছেন, ‘শচীন তেন্ডুলকারের সুপার পাওয়ার আমি নিতে চাই। উনি দীর্ঘদিন দেশের হয়ে খেলেছেন এবং অজস্র রেকর্ড গড়েছেন। বিশ্বের সেরা বোলারদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অবিশ্বাস্য পারফরমেন্স করেছেন। আমি এই সুপার পাওয়ারটা চাই। এটা আমাকে মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্ত চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।’

ঘরের মাঠে নামার আগে ভক্তের সঙ্গে নীরজ চোপড়া। বেঙ্গালুরুতে।

শুধু শচীন নন, প্রাক্তন অজি পেসার ব্রেট লি এবং ভারতীয় তারকা জসপ্রীত বুমরাহর প্রসঙ্গও উঠে এসেছে নীরজের মুখে। তিনি বলেছেন, ‘আমি শুনেছি, একটা সময়ে ব্রেট লি জ্যাভলিন থ্রোয়ার ছিলেন। নিজের কেরিয়ারের সেরা সময়ে কিন্তু ভালো জ্যাভলিন ছুড়তে পারতেন।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘আমি জসপ্রীত বুমরাহকে জ্যাভলিন ছোড়া শেখাতে চাই। আশা করছি, তিনি আমাকে বোলিং শেখাবেন। বোলিং ও জ্যাভলিন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও দুটোই কিন্তু ছুড়তে হয়। আমি বুমরাহর থেকে বোলিং শিখতে চাই।’

নীরজের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অজি তারকা ব্রেট লি। তিনি বলেছেন, ‘আমি স্কুলজীবনে জ্যাভলিন ছুড়লেও নীরজের মতো কোনওদিন অত ভালো ছুড়তে পারিনি। ওর জন্য শুভেচ্ছা রইল।’ অজি স্পিডস্টার প্রতিক্রিয়া জানালেও বুমরাহ এখনও কিছু প্রতিক্রিয়া জানাননি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি - এর একজন বাসিন্দা দীনেশ মাল - কে 13.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এখনও বিশ্বাস করার চেষ্টা করছি যে এটি বাস্তব। এই ধরণের একটি জয় জীবনের সবকিছু বদলে দেয়। এই ধরণের একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার পরিবার জীবনের কঠিন সময় অতিক্রম করেছে, কিন্তু এখন আমরা সুন্দর একটি জীবন গড়তে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

ম্যাচ পিছোল ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ১ জুলাই : বৃহস্পতিবার কলকাতা ফুটবল লিগে সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। আবার ওইদিনই কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে ম্যাচ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। একই দিনে দুই প্রধানের ম্যাচ আয়োজন সমস্যার। যে কারণে লাল-হলুদের ম্যাচ একদিন পিছিয়ে দিল আইএফএ। ৩ জুলাই নৈহাটি স্টেডিয়ামে খেলবে মোহনবাগান। ৪ তারিখ ওই মাঠেই মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল-সুরুচি। পাশাপাশি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবের ম্যাচ ৫ জুলাই থেকে একদিন এগিয়ে ৪ তারিখ করা হয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতা লিগে প্রিমিয়ারের ম্যাচে পিয়ারলেস এসসি ২-০ গোলে হারালো ক্যালকাটা পুলিশকে।

এদিকে, কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের বিরুদ্ধে নামার আগে চিন্তায় সবুজ-মেরুন শিবির। একে প্রথম ম্যাচে হার, তার ওপর রক্ষণের ভরসা উমের মখুর চোটের কবলে। এই পরিস্থিতিতে মহম্মদ বিলাল বা

খেতাবের হ্যাটট্রিক উইনার্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবলে বিনয়ভূষণ দাস, রেবতীরমন মিত্র, পদ্মরানি বসু ট্রফি অনূর্ধ্ব-১০ ছেলে ও মেয়েদের যৌথ বিভাগে আগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আয়োজকরা। এবার আরও দুইটি বিভাগে ট্রফি এল উইনার্সের ঘরে। সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে মঙ্গলবার ফাইনালে উইনার্স টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে পুরনিগমের অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। এনআরআই ইনস্টিটিউট মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচে ১-১ ছিল। উইনার্সের মহম্মদ রেহান ও পুরনিগমের প্রান্তিক রায় গোল করে। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা রেহান। সর্বাধিক গোলস্কোরার পুরনিগমের আয়ুষ্মান দেবনাথ। সেরা গোলকিপার একই দলের গোপাল সিংহ। সেরা ডিফেন্ডার ও সেরা মিডফিল্ডার যথাক্রমে উইনার্সের টুবাই রায় এবং রাজদীপ রায়। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাব মর্নিং সকার।

কালীকৃষ্ণ রায়, শ্যামল ঘোষ ও শান্তি গুহ ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে উইনার্স সাডেন ডেথে ৪-৩ গোলে ডিএসইউ তরাই মর্নিংয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। উইনার্সের কিষান সরকার ও ডিএসইউয়ের সুপেন বর্মন। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের সাগের হাঁসদা। সেরা গোলকিপার তন্ময় হালদার। সর্বাধিক গোলস্কোরার উইনার্সের প্রদীপ বর্মন। সেরা ডিফেন্ডার

ট্রফি নিয়ে উইনার্সের অনূর্ধ্ব-১৩ (উপরে) ও ১৫ দল।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে ভিবজিওরের বিজয় সাহা।

ইউনাইটেড-ভিবজিওরের ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গ্রুপ ‘বি’-তে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৩৫ মিনিটে রোহিত রায়ের গোলে ভিবজিওর এগিয়ে যায়। ৬৮ মিনিটে দীপক ওরাওঁ ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরান। ম্যাচের সেরা হয়ে ভিবজিওরের বিজয় সাহা পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। বুধবার গ্রুপ ‘এ’-তে খেলবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট (এনআরআই) ও বান্ধব সংঘ।

জেলা চ্যাম্পিয়ন তরাই তারাপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : সুব্রত কাপ ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে জেলা চ্যাম্পিয়ন হল তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে সেন্ট পিটার্স হাইস্কুলকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ৩-৩ ছিল। তরাইয়ের কুণাল রায়, শুভম বর্মন ও তেজেশ দে গোল করে। সেন্ট পিটার্সের গোলস্কোরার বাদল লাকরা,